জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে–
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

α

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বাংলা একাডেমি

সম্পাদক
মুহম্মদ নূরুল হুদা

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মোঃ হাসান কবীর

সহযোগী সম্পাদক
ইমরুল ইউসুফ

প্রকাশক
উপপরিচালক
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রকাশনা সহযোগী
মোঃ শামছুল হক
আসমা আক্তার
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন হোসাইন

অক্ষর বিন্যাস
ছালমা আক্তার

মুদ্রক
মোঃ মনিরুজ্জামান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

প্রকাশকাল
৩০শে আশ্বিন ১৪৩০/১৫ই অক্টোবর ২০২৩

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন ৯

১. অবকাঠামোগত দিক ১০

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন ১০

২.১ বর্ধমান হাউস

২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর

২.৪ লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর

২.৫ আর্কাইভস

২.৬ গবেষণা কক্ষ

৩. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ১৪

৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শতগ্রন্থমালা প্রকাশ শীর্ষক কর্মসূচি

৪. প্রশিক্ষণ ১৫

৫. তথ্যপ্রযুক্তি ১৫

৬. গ্রন্থাগার ১৭

৭. বাংলা একাডেমি প্রেস ১৭

৮. ফোকলোর ১৮

৯. জাদুঘর ও মহাফেজখানা ১৮

১০. পত্রিকা ১৮

১০.১ *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*

১০.২ *উত্তরাধিকার*

১০.৩ *ধানশালিকের দেশ*

১০.৪ *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*

১০.৫ *বাংলা একাডেমি বার্তা*

১০.৬ *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*

১১. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ৩০

১১.১ বাংলা একাডেমির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১১.২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

১১.৩ মহান বিজয় দিবস ২০২২
১১.৪ বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভা ২০২২
১১.৫ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

১২. আলোচনা অনুষ্ঠান ৩৬

১২.১ স্বপ্নের পদ্মা সেতু শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
১২.২ শোকের মাসের সূচনায় বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থালোচনা অনুষ্ঠান
১২.৩ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী
১২.৪ জাতীয় শোক দিবস ২০২২
১২.৫ কবি শামসুর রাহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী
১২.৬ বিভীষিকাময় ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভা
১২.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.৮ শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান
১২.৯ মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১২.১০ ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১১ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১২ বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১৩ সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১৪ কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১৫ ফোকলোর বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১৬ বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

১৩. একক বক্তৃতানুষ্ঠান ৫২

১৩.১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান
১৩.২ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী
১৩.৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান
১৩.৪ ভাষাসংগ্রামী ও শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

১৩.৫ গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ দীনেশচন্দ্র সেনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান
১৩.৬ ভাষাসংগ্রামী, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান
১৩.৭ কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান
১৩.৮ রোকেয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান
১৩.৯ ভাষাসংগ্রামী অজিত কুমার গুহ স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

১৪. অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠান ৫৯
১৪.১ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু জীবনী গ্রন্থমালা' বিষয়ে আলোচনা
১৪.২ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি' বিষয়ে আলোচনা
১৪.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকী
১৪.৪ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু : নানা বর্ণে নানা রেখায়' বিষয়ে আলোচনা
১৪.৫ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' বিষয়ে আলোচনা
১৪.৬ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা
১৪.৭ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'আগস্ট ২০২১ শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা
১৪.৮ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা
১৪.৯ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
১৪.১০ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রবীন্দ্র-গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন
১৪.১১ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান

১৫. অমর একুশে বইমেলা ৭০
১৫.১ বইমেলার ইতিহাস
১৫.২ অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ প্রতিবেদন
১৫.৩ অমর একুশে সেমিনার

১৬. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন ৭৫

১৭. পুনর্মুদ্রণ ৭৮

১৮. প্রকাশনা ৭৮
১৯. জনসংযোগ ৭৯
২০. পরিষদ ৮০
২১. সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২২ প্রদান ৮১
২২. পুরস্কার ৮২
২২.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২
২২.২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২
২২.৩ কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩
২২.৪ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২৩
২২.৫ নজরুল পুরস্কার ২০২৩
২২.৬ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২
২২.৭ কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২২
২২.৮ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০২২
২২.৯ অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার ২০২২
২২.১০ রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান
২২.১১ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার
২৩. গবেষণা বৃত্তি ৮৭
২৩.১ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড
২৩.২ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড
২৩.৩ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল
২৪. প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প ৮৮
২৪.১ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন
২৪.২ 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা'-শীর্ষক প্রকল্প
২৪.৩ 'অনুবাদকর্মের উন্নয়ন : প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা'
২৪.৪ 'বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন'-শীর্ষক প্রকল্প
২৪.৫ 'পুথির লিপ্যন্তর করে বাংলায় বই প্রকাশ এবং পুথিসামগ্রীর ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ'-শীর্ষক প্রকল্প
২৪.৬ 'গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ'–শীর্ষক প্রকল্প
২৪.৭ 'ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ চর্চাকেন্দ্র'-শীর্ষক প্রকল্প
২৫. পরিশিষ্ট ৯৩

শুভ সময়,

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ছেচল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। সাধারণ পরিষদের এই বার্ষিক সভায় আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদসহ বাংলাদেশের সকল গণ-আন্দোলনে আত্মদানকারী বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সর্বমঙ্গলকামী জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

ইতিহাস-পূর্বকাল থেকে বাঙালির বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর এক অনন্য প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic and Luminous Cultural Tradition) ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত বাঙালি জাতিসত্তায় ঋদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ত কর্মরত। মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী এই বিদ্বৎসভা (learned body) বিগত ৬৭ বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সুচারুতার দিকনির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশেষায়িত বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence of the South Asia) হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual Gathering) নয়; বরং দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে আসা বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of Activities) অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরে কর্মসূচির সম্প্রসারণ। তৎসহ আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International Communication and Exposer) এবং প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলাই বাংলা একাডেমির লক্ষ্য। গত কয়েক বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে অমর একুশের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতির ফলে এই চার নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা, অনুবাদসহ বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ এ কাজ শুরু করেছিলেন

একাডেমিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা একাডেমির বিগত বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি প্রধান দিক : ১. সময়োপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ; এবং ২. মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনশীল, শ্রমনিষ্ঠ ও মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত রূপটি মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই অবলোকন করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকে সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। পুকুরের চারপাশ সংস্কার করে পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত এবং পুকুরের পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে 'ভাষাশহিদ মুক্তমঞ্চ' ও তৎসংলগ্ন কমপ্লেক্স। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একাডেমির নজরুল মঞ্চে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং বাংলা একাডেমি লেখক ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন। রয়েছে কবি জসীমউদ্‌দীন ভবন ও গোডাউন ভবন। এই ভবনে রয়েছে বাংলা একাডেমির প্রেস এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সভাগৃহ। একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকার উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে রয়েছে নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দুটি ১৩ তলা ভবন।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ বর্ধমান হাউস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। ভিক্টোরিয়ান গঠনরীতিতে তৈরি বর্ধমান হাউস বাংলা একাডেমির মূল আকর্ষণ। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা যখন প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়, তখন সাবেক হাইকোর্ট ভবন, কার্জন হল প্রভৃতির সঙ্গে এটিও নির্মিত হয়। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অতিথিদের বাংলো হিসেবে তখন এটি ব্যবহৃত হতো। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মাহতাব ১৯১৯-২৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন

পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁকে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বছরে একবার আসতে হতো এবং সেসময় তিনি এ-বাড়িতে রাজকীয় অতিথি হিসেবে বসবাস করতেন। তাঁরই নামানুসারে বাড়িটির নাম হয় বর্ধমান হাউস।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস এই এলাকার মধ্যে পড়ে। ফলে কিছু সময় এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সালে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসের একটি অংশে বসবাস করতেন। দোতলার গাড়িবারান্দার উপরের ঘরটি ছিল তাঁর অফিসকক্ষ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি বর্ধমান হাউসে কিছুদিন ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালে যখন দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বর্ধমান হাউসে কয়েক দিন অবস্থান করেন। দেশবিভাগের পর এটি পূর্ব বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর জনস্বার্থবিরোধী সকল কর্মপন্থা, নীতি ও চক্রান্ত এই বর্ধমান হাউস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে একুশ দফা ঘোষণা করা হয়। এই একুশ দফার ষোড়শ দফাতে ছিল বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার প্রস্তাব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের সাথে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বর্ধমান হাউস ত্যাগ করার পর এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পরিণত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক প্রথমে বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রাথমিক নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর আবু হোসেন সরকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে ভবনের মূল কাঠামো এবং এর সামঞ্জস্য বজায় রেখে তিনতলা ভবনে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বর্ধমান হাউসের নিচের তলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর', দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর', 'নজরুল কক্ষ', 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পুথিশালা' ও 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর অস্থায়ী কার্যালয় এবং তৃতীয় তলায় 'লোকঐতিহ্য জাদুঘর' ও 'বাংলা একাডেমি আর্কাইভস' স্থাপিত হয়েছে।

২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের দ্বিতীয় তলায় পূর্ব পাশে ৪টি কক্ষ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন জাদুঘর উদ্বোধন করেন। জাদুঘরের নিদর্শনগুলোর মধ্যে আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, ঘটনাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের বইয়ের প্রচ্ছদ, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'

শীর্ষক পুস্তিকার প্রচ্ছদ, ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক বিভিন্ন রচনার অংশবিশেষ, ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, তৎকালীন প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক প্রতিবেদন। এছাড়াও রয়েছে মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা'র পঙ্‌ক্তিমালা, বাংলা ভাষা নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অতুল প্রসাদ সেনের কবিতা, ১৯৫৬ সালে হামিদুর রহমান প্রণীত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের আদি নকশা, বর্তমান শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দৃশ্য, মাতৃভাষার সপক্ষে প্রথম প্রস্তাবক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোকচিত্র, তৎকালীন প্রকাশিত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরে সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি, শিক্ষার্থীদের মিছিল, ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রনেতা শওকত আলীকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ছবি, ইডেন কলেজের মেয়েদের তৈরি শহিদ মিনারসহ আরও নানা দুর্লভ আলোকচিত্র। একটি কক্ষে রয়েছে ভাষাশহিদ শফিউর রহমানের ব্যবহৃত কোট এবং তাঁর পারিবারিক কিছু আলোকচিত্র, শহিদ আবুল বরকতের প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষার সনদ, একুশে পদক প্রাপ্তির সনদ ইত্যাদি। আরও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলিমদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। রয়েছে মাহবুবুল আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতার হাতে-লেখা কপি, ১৯৫২ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদের হাতে-লেখা কবিতা 'স্মৃতি স্তম্ভ' ও ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা প্রথম গান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বর্ধমান হাউসে অবস্থিত ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা ২০০০ জন।

২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের নিচতলায় স্থাপিত জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘরটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও নিদর্শন, খ্যাতিমান লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ব্যবহৃত জিনিস, হাতের লেখা, বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মশাররফ হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালন শাহ, হাসন রাজা, জসীমউদ্‌দীন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শামসুর রাহমান, সুফিয়া কামাল প্রমুখ মনীষীর প্রতিকৃতি এবং তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও নিদর্শন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বর্ধমান হাউসে জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা ২০০০ জন।

২.৪ লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের তৃতীয় তলার পশ্চিম পাশে অবস্থিত লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর ফোকলোরের উপাদান সংগ্রহের পাশাপাশি লোকশিল্প সংগ্রহ করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে পুরোনো প্রেস ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে 'লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহশালা' নামে সেগুলো প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। দেশি-বিদেশি ফোকলোর তথা লোকশিল্প-গবেষক বা আগ্রহী ব্যক্তিরা নানা সময়ে এই সংগ্রহশালা থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে এরই সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহশালার উন্নয়ন ঘটিয়ে লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর নামে বর্ধমান হাউসে স্থানান্তর করা হয়। অর্থ বিভাগের অনুমোদনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৭ অর্থবছরে 'বর্ধমান হাউসে লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে লোক-ঐতিহ্য জাদুঘরটি পূর্ণাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর বিষয়ভিত্তিক (thematic) জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশের লোকজ-সংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতাকে উপস্থাপন করে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে জাদুঘরে প্রদর্শিত বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তথা লোক-ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শনাদি আগামী প্রজন্মের কাছে পরিচিতি পাবে। এই জাদুঘরে রয়েছে লোকজীবনে ব্যবহৃত লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাজির পট, শতরঞ্জি, রিকশা পেইন্টিং, নকশিকাঁথা, জামদানি, লোক-অলংকার, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। এছাড়া কাঠ, মাটি, ধাতু, শোলা ইত্যাদি উপকরণে তৈরি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীসহ প্রায় ৫০০টি উপাদান জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০২০ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী জাদুঘরটি প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বর্ধমান হাউসে লোক-ঐতিহ্য জাদুঘরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা ৫০০ জন।

২.৫ আর্কাইভস

বর্ধমান হাউসের তৃতীয় তলার পূর্বপাশে বাংলা একাডেমি আর্কাইভস বা মহাফেজখানার অবস্থান। এখানে রয়েছে একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগের পুরাতন মূল্যবান নথি, পত্রিকা, এযাবৎকালে বাংলা একাডেমিতে সংঘটিত বিভিন্ন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ফিল্ডওয়ার্ক প্রভৃতির অডিও ও ভিডিওচিত্রের ক্যাসেট প্রভৃতি। তাছাড়া ফোকলোর আর্কাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে হাতে-লেখা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি। স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য এসব পাণ্ডুলিপি থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিষয়ভিত্তিক নানান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

২.৬ গবেষণা কক্ষ

গবেষণা উপবিভাগের আওতাধীন বর্ধমান হাউসে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র স্মৃতিবিজড়িত 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' ও 'পুথিকক্ষ' এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' রয়েছে। এই কক্ষগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

ক. শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ ও পুথিকক্ষ

বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টাদের পুরোধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' এই মহান জ্ঞানতাপসের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। কক্ষটিতে দুর্লভ পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তক রয়েছে। দেশি-বিদেশি গবেষক এই গবেষণা কক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গবেষণা কক্ষটি পরিদর্শন করেন।

খ. নজরুল স্মৃতিকক্ষ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' পুনরায় সংস্কারপূর্বক দর্শনার্থীদের জন্য গবেষণা ও প্রদর্শন-উপযোগী করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নজরুলের স্মৃতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এই স্মৃতিকক্ষ দেশি-বিদেশি গবেষক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিকর্মকে অনুধাবন এবং চর্চার ক্ষেত্রে নজরুল স্মৃতিকক্ষ সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৩. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শতগ্রন্থমালা প্রকাশ শীর্ষক কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি এবং বিশ্বস্বীকৃত এক অবিসংবাদিত নেতা। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী সরকারিভাবে উদ্‌যাপনে ব্যাপক আয়োজনে বাংলা একাডেমিও সম্পৃক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত ১০০ (একশত)টি গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে নতুন প্রজন্ম দেশ-জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই মহান নেতার অবদান সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে সহায়ক হবে।

এই কর্মসূচি থেকে এ পর্যন্ত ৯০ (নব্বই)টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির নিজস্ব ফান্ড থেকে প্রকাশিত বইয়ের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

৪. প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে ১৯৯২ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত ১৪,২১২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রী।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ৩টি (৯২, ৯৩ ও ৯৪তম) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি (৯৪তম) ব্যাচের সনদ প্রদানের কাজ চলমান। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট এবং ৫. ইন্টারনেট ও ইমেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ সময়কালের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	সনদ প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৯২তম ব্যাচ	১৮৪	৭ই আগস্ট ২০২২ থেকে ৫ই নভেম্বর ২০২২	০৮.০২.২০২২
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৯৩তম ব্যাচ	১৮৬	২১শে নভেম্বর ২০২২ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩	২২.০৬.২০২২
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৯৪তম ব্যাচ	১৮৪	২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ১১ই জুন ২০২৩	-
মোট	৫৫৪		

৩টি ব্যাচের মোট ৫৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫ জন বাংলা একাডেমি কর্তৃক মনোনীত, ৫৪৫ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ৪ জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীর পোষ্য।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। বাংলা একাডেমির তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ এই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাডেমির সকল বিভাগে ই-নথি'র ব্যবহার নিশ্চিত করা

হয়েছে। বর্তমানে ১০৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ই-নথি আইডি ব্যবহার করছে। আমার সরকার (My Gov) ওয়েব পোর্টালে বাংলা একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ ৪৪টি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত বাংলাভাষী মানুষ বাংলা একাডেমির সেবা ঘরে বসেই নিতে পারছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইটে একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, শোকবাণী ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিয়মিত আপলোড করা হয়। এছাড়া বাংলা একাডেমির সকল অনুষ্ঠান বর্তমানে ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১২০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করেছে। ক্রমান্বয়ে একাডেমির সর্বস্তরে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের পরিকল্পনাও রয়েছে।

এই উপবিভাগ থেকে একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ প্রদত্ত এপিএএমএস সফট্ওয়্যার পরিচালনাসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও বাংলা একাডেমির বিক্রয় ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে কাস্টমাইজড সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র ও ডিজিটাল বিক্রয়-বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে বাংলা একাডেমির সেবাসমূহ আরও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

অমর একুশে বইমেলাকে ডিজিটাল সেবার আওতায় আনার মাধ্যমে আরও জনবান্ধব ও আধুনিক করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগের সহায়তায় বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সফটওয়্যার প্রণয়ন ও এর সার্ভার পরিচালনা করা হয়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় বইমেলা ২০২৩-এর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং লটারি কার্যক্রমও সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বইমেলা চলাকালীন ক্রেতা-দর্শনার্থীরা খুব সহজে যেন বইমেলায় স্টলের অবস্থান ও স্টল নাম্বার খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য অমর একুশে বইমেলার পৃথক ওয়েবসাইট তৈরি ও এর সার্ভার পরিচালনা করা হয়।

এগুলোর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ প্রায় সারাবছরই নিয়মিত নানাধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন-বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা, একাডেমির সকল অনুষ্ঠানে সদস্যদের মোবাইলে খুদে বার্তা প্রেরণ, একাডেমির সকল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ও প্রেস রিলিজ একাডেমির ফেসবুক পেইজে পোস্ট করাসহ সকল প্রকার অনলাইন মিটিং এ প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান প্রভৃতি। একাডেমির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে আরও স্বচ্ছ, জনবান্ধব ও গতিশীল করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

৬. গ্রন্থাগার

ক. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশি ও বিদেশি মোট ১,০৬১টি বই সংগৃহীত হয়েছে।

এছাড়া বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনের দ্বিতীয় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' নামে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক আরও বই সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

খ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৪টি জাতীয় দৈনিক এবং ক্রয়কৃত ও সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাহিত্য পত্রিকাসহ মোট ৪০টি সাময়িকী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১,৩৩৬ জন পাঠক/গবেষককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার বিভাগ লেখক শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৬.০৯.২০২২ থেকে ২৮.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গ্রন্থ-প্রদর্শনীতে লেখক শেখ হাসিনা রচিত ২৩টি ও সম্পাদিত ১৮টি এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত ৯৬টি ও লেখক শেখ হাসিনাকে নিয়ে সম্পাদিত ৬৭টি গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। এর পাশাপাশি শেখ হাসিনা, বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ৪০টি গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সচিবসহ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঙ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সকল শ্রেণির পাঠক গ্রন্থাগারের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এর ফলে গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও গুণিজনের বই-পাঠ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও গবেষণা বৃদ্ধি পাবে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর ও প্রতিবন্ধীদের গ্রন্থাগারে এসে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এতে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৩ ধরনের কার্ড, খামের কাজ, *উত্তরাধিকার*, *ধানশালিকের দেশ*, *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*, *বাংলা*

একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি জার্নাল* এবং *বাংলা একাডেমি বার্তা*সহ ধরনের মোট ২০টি পত্রিকা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ সিরিজগ্রন্থ, বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ এবং পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত ৮০টি গ্রন্থের ২৪৪২ ফর্মার মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রেসে উল্লেখিত গ্রন্থ/পত্রিকার মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ মোট ১,৫৭,৯১,১১৭.০০ (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার একশত সতেরো) টাকার বিল করা হয়েছে।

এছাড়াও বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে *Bangla Academy English Bangla Dictionary* ৫ হাজার, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* ৬ হাজার, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* ১০ হাজার, *কারাগারের রোজনামচা* ১৭ হাজার, *আমার দেখা নয়াচীন* ৩০ হাজার কপিসহ বঙ্গবন্ধু সিরিজের বেশ কিছু বই এবং বাংলা একাডেমি লোকজ গ্রন্থমালার সিরিজের কয়েকটি বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮. ফোকলোর

ফোকলোর সম্পর্কিত গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ, সেমিনার, ফিল্ড ওয়ার্ক প্রভৃতি ফোকলোর উপবিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Intangible Cultural Heritage) তালিকায় (Inventory) নিবন্ধন করার জন্য Rickshaw and Rickshaw Art in Dhaka শীর্ষক ভুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯. জাদুঘর ও মহাফেজখানা

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের নিচের তলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর', দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' এবং তৃতীয় তলায় 'লোক-ঐতিহ্য জাদুঘর' ও 'বাংলা একাডেমি আর্কাইভস' অবস্থিত। জাদুঘর তিনটি সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০:০০ থেকে দুপুর ১:০০ পর্যন্ত এবং দুপুর ২:০০ থেকে ৩:০০ পর্যন্ত খোলা থাকে।

১০. পত্রিকা

১০.১ *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*

বাংলা একাডেমির সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলো হচ্ছে ৬৬ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২, ৬৬ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২২ এবং ৬৬ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২। সংখ্যাগুলোর সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হুদা, নির্বাহী সম্পাদক মোবারক হোসেন, সহকারী সম্পাদক মামুন সিদ্দিকী।

সংখ্যাগুলোতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, নাটক ও থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও চিত্রশিল্প, সংগীত, স্থাপত্য, সংগঠন ও প্রকাশনাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

৬৬ বর্ষ ১ম সংখ্যাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ সংখ্যা। বঙ্গবন্ধুর লেখকসত্তার স্বরূপ উন্মোচন ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে সংখ্যাটি পরিকল্পিত। সংখ্যাটিতে চারটি পর্বে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর তিনটি গ্রন্থ ও চিঠিপত্র। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অংশে রয়েছে মফিদুল হকের '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও ইতিহাসের তিন অধ্যায়', আবুল আহসান চৌধুরীর 'সম্প্রদায়-সম্প্রীতি পরম্পরা ও বঙ্গবন্ধু : প্রসঙ্গত একটি চিঠি ও ছবি', গোলাম মুস্তাফার '*আত্মজীবনী*র মোড়কে ইতিহাসের দলিল', গোলাম কিবরিয়া ভূইয়ার 'বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে সমকালীন সমাজচিত্র ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা', আবুল কাসেমের 'বঙ্গবন্ধুর ভাষাবৈশিষ্ট্য ও মাতৃভাষাপ্রীতি', কাজী সুফিউর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিসুধায় কলকাতা', আহমাদ মাযহারের 'লেখক শেখ মুজিবুর রহমান', মো. এমরান জাহানের '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে দেশ বিভাগোত্তর বাংলার রাজনীতি', শংকর কুমার মল্লিকের '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র সাহিত্যমূল্য অন্বেষণ', সাইমন জাকারিয়ার '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* : বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচয়, সাধক কবিদের গান ও সংগীতপ্রেম প্রসঙ্গ', এম আবদুল আলীমের '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ', চন্দন আনোয়ারের 'শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র আখ্যানশৈলী' ও নিপা জাহানের '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে প্রতিফলিত বঙ্গবন্ধুর নান্দনিকতার স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ।

'কারাগারের রোজনামচা' অংশে রয়েছে মোহাম্মদ জয়নুদ্দীনের '*কারাগারের রোজনামচা* : বঙ্গবন্ধুর বৃক্ষ ও প্রকৃতিপ্রেম', জয়দুল হোসেনের '*কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধুর রস-রসিকতা : নানামাত্রিক তাৎপর্য', ইসরাইল খানের '*কারাগারের রোজনামচা* : বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা', ঝর্না রহমানের 'নিঃসঙ্গ বাগানের মালী : *কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিমনস্কতা', জালাল ফিরোজের '*কারাগারের রোজনামচায়* ইতিহাসপাঠ', ফউজুল আজিমের 'বঙ্গবন্ধুর পর্যবেক্ষণে অপরাধ ও অপরাধী', মনি হায়দারের '*কারাগারের রোজনামচায়* শেখ রাসেল : শিশুমনের স্বরূপ', মিল্টন বিশ্বাসের '*কারাগারের রোজনামচা* : কারা-সাহিত্যের অনন্য দলিল', মাহমুদা পারভীনের '*কারাগারের রোজনামচা* : সহজিয়া জীবনদর্শনের দিনলিপি', মোহাম্মদ তানভীর আহমেদের 'কারাগারের দিনলিপি : বঙ্গবন্ধুর মনন-পরিচয়', রাজীব কুমার সরকারের '*কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধুর মানবসত্তার স্বরূপ', শহীদ কাদের চৌধুরীর '*কারাগারের রোজনামচায়* ৬-দফা ও ঐতিহাসিক ৭ই জুন : ঘটনাধারা ও তাৎপর্য', তানভীর সালেহীন ইমনের 'বঙ্গবন্ধুর কারাগারের দিনলিপিতে শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ' ও মোঃ মাইনুল ইসলামের '*কারাগারের রোজনামচা* : বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

'আমার দেখা নয়াচীন' অংশে রয়েছে মুহম্মদ নূরুল হুদার '*আমার দেখা নয়াচীন* : বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনের উৎসসূত্র', মোরশেদ শফিউল হাসানের 'চীনের জাগরণ : মুজিবের চোখে', হারুন-অর-রশিদের '*আমার দেখা নয়াচীন*', প্রদীপ চন্দ্র করের নয়াচীন ভ্রমণকাহিনির সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধুর ভাবনাজগৎ', সরকার আবদুল মান্নানের '*আমার দেখা নয়াচীন* : বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রভাবনার ভ্রমণ-আখ্যান', আবদুল বাছিরের '*আমার দেখা নয়াচীন* : বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসঙ্গ', মো. মেহেদী হাসানের '*আমার দেখা নয়াচীন* : ভ্রমণ-সাহিত্যে সমাজ-জীবন', মতিন রায়হানের '*আমার দেখা নয়াচীন* : বঙ্গবন্ধুর রসবোধ ও কটুকাটব্য', মাসুদ রহমানের 'শান্তি সম্মেলন ১৯৫২ ও চীন : তিন বাঙালির চোখে', আহমেদ মাওলার '*আমার দেখা নয়াচীন*-এর সাহিত্যমূল্য', আবদুল্লাহ আল আমিনের '*আমার দেখা নয়াচীন*-এর আলোয় বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ভাবনা', আনোয়ার সাঈদের '*আমার দেখা নয়াচীন* ও সমকালীন বাংলা ভ্রমণসাহিত্য', আহম্মেদ শরীফের '*আমার দেখা নয়াচীন* : বঙ্গবন্ধুর বহুমাত্রিক উপলব্ধি ও সঞ্জীবনী-প্রেরণা' ও রাজীব কুমার সাহার '*আমার দেখা নয়াচীন* : ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ।

'চিঠিপত্র' অংশে রয়েছে রবিউল হোসেনের 'বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র : রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান' ও মৃত্তিকা সহিতার 'বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্রের ঐতিহাসিক মূল্যবিচার' শীর্ষক প্রবন্ধ। সবশেষে রয়েছে–জীবনপঞ্জি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৬৬ বর্ষ ২য় সংখ্যায় রয়েছে ১৭টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, কথাসাহিত্য, কবিতা, নাটক, যাত্রাশিল্প, চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, ধর্মসম্প্রদায় ও ভাষণ।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে জালাল ফিরোজের '*সিক্রেট ডকুমেন্টস*-এর নিবিড় পাঠ : আইয়ুবের কারাগারে বঙ্গবন্ধু : বঙ্গমাতা ও সন্তানেরা', অমিত রঞ্জন দে-র 'মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি : উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ভূমিকা' ও বিদিশা হকের মুক্তিযুদ্ধে সাতবাড়ীয়া গণহত্যা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'। কথাসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ হচ্ছে জয়নাব বিনতে হোসেনের 'দেশবিভাগ ও হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্প', রেজওয়ানা আবেদীনের 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে অন্ত্যজ নারী', কল্পনা হেনা রুমির 'মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* : বস্তুকঠিন দৈনন্দিনের শৈল্পিক নির্মাল্য'। কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ একটি, সেটি হচ্ছে–আবুল ফজলের 'শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : ভাষিক ভাবসত্তা'। নাটক, যাত্রাশিল্প ও চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ–মো. আরিফ হায়দারের 'রূপান্তরিত *এ ডল্‌স হাউজ* : বঙ্গনারীর রূপায়ণ, মো. রওশন আলমের '*মৈমনসিংহ গীতিকা* অবলম্বনে রচিত 'সোনাই মাধব' পালার সুর ও অভিনয় বিশ্লেষণ', রাবেয়া রাবুর 'বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ও মঞ্চায়নে যাত্রা আঙ্গিকের প্রভাব', লতিফা

ইয়াসমীনের 'আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-বাস্তবতা ও রাজনৈতিক রূপরেখা', আয়েশা সিদ্দিকার 'সেলিম আল দীনের নাটকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা : কতিপয় প্রসঙ্গ' এবং সাকিরা পারভীনের 'সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সংগীত : প্রসঙ্গ 'জলসাঘর'। নৃবিজ্ঞান, চিত্রশিল্প ও ধর্মসম্প্রদায়-বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে–নাসিমা সুলতানার 'নৃবৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ ও মানবতাবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা', কুদরত-ই-হুদার "ঔপনিবেশিক রুচি ও ছকের বাইরের 'খাপছাড়া' এসএম সুলতান" ও আবুল বাশারের 'খুলনা জেলায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গঠন ও সেবাকার্যক্রম : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'। ভাষণবিষয়ক প্রবন্ধ মামুন সিদ্দিকীর 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দুষ্প্রাপ্য ভাষণ : প্রেক্ষাপট ও মূল্যায়ন'।

৬৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় রয়েছে ১৭টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ফোকলোর, সংগীত, কথাসাহিত্য, মানববিদ্যা, রবীন্দ্রনাথ, কবিতা, মৃৎ-স্থাপত্য, প্রকাশনা ও সংগঠন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও শ্রমিক আন্দোলন-বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে মুনতাসীর মামুনের 'বঙ্গবন্ধুর আগরতলা যাত্রা : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে', মুর্শিদা বিন্‌তে রহমানের '১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠভিত্তিক পর্যালোচনা', শান্তা পত্রনবিশের 'মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : নারীসমাজের ভূমিকা' ও মুহাম্মদ ফরিদ হাসানের 'মুল্লুকে চলো : বাংলার প্রথম চা-শ্রমিক আন্দোলন'। ফোকলোর ও সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে—স্বরোচিষ সরকারের 'বাংলাদেশের স্থাননাম শব্দ : গঠন ও অর্থ', সফিকুন্নবী সামাদীর নজরুলের 'গজল', নীলুফা আক্‌তারের 'রবীন্দ্রসংগীত ও বাঙালির অন্তর্গতবোধ'। কথাসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে—মনোরমা ইসলামের 'সেলিনা হোসেনের *আগস্টের একরাত* : ইতিহাস ও দায়মুক্তির উপাখ্যান' ও মুহাম্মদ রেজাউল ইসলামের 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটোগল্প : নতুন গতিপথের সন্ধানে'। মানববিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে—আবুল কাসেমের 'অশোক বড়ুয়া : বহুমুখী প্রতিভাধর সব্যসাচী লেখক' ও খান মাহবুবের 'আহমদ রফিক : তাঁর সৃজনকর্মের কয়েকটি দিক'। রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ—মোছা. আমিনা খাতুনের 'যতীন সরকারের রবীন্দ্রভাবনা : পরিসর ও বিশ্লেষণ'। কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ—মোহাঃ আলমগীর হোসেনের 'মহাদেব সাহার কবিতায় স্বদেশভাবনা' ও শামীমা নাসরীনের 'বাংলা কবিতার ছন্দগতি'। মৃৎ-স্থাপত্য, প্রকাশনা ও সংগঠনবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ—মো. শাহিনুর রশীদের 'বাংলার সনাতন গৃহনির্মাণ প্রযুক্তি : প্রসঙ্গ মৃৎ-স্থাপত্য', মো. মাহফুজুর রহমানের 'প্রকাশনায় স্পষ্টতার গুরুত্ব ও কৌশল : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' এবং মোছা. রূপালী খাতুনের 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম : বাংলার প্রথম মুসলিম নারী সমিতি'।

১০.২ *উত্তরাধিকার*

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে *উত্তরাধিকার* পত্রিকার ৩ (তিন)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরাধিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যা

উত্তরাধিকার-এর এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে কবি আসাদ চৌধুরীর একটি আলাপচারিতা। উত্তরাধিকার দপ্তরে গৃহীত এই আলাপচারিতায় তিনি অকপটে বলেছেন তাঁর জীবন ও ভাবনা। এ সংখ্যায় 'নজরুল যে কারণে অনন্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার প্রবণতাকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন তরুণ চিত্রকর দ্রাবিড় সৈকত। 'বাংলাদেশে বিমূর্ত শিল্পের বিকার' শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। আইরিশ সাহিত্যিক জেমস জয়েসের অমর সৃষ্টি 'ইউলিসিস' রচনার একশ বছর পূর্ণ হলো। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে 'একশ বছরে ইউলিসিস' শিরোনামে আবদুস সেলিমের প্রবন্ধ। করোনাকালের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে চলমান বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন লিখেছেন 'করোনাকালের খাম রেখেছি বুকপকেটে' শিরোনামে। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে *উত্তরাধিকার*-এ। এ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে প্রথম পর্ব।

মুদ্রিত হয়েছে জাহিদুল হক, আসাদ মান্নান ও হাসান হাফিজের গুচ্ছকবিতা। কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে লিখেছেন বাকী বিল্লাহ বিকুল। 'পাগলা কানাই ও তাঁর গানের দর্শন' শিরোনামে লিখেছেন সুমনকুমার দাশ। 'কান চলচ্চিত্র উৎসব এক আগুনপাখি' শিরোনামে কান চলচ্চিত্র উৎসবের অভিজ্ঞতা লিখেছেন বিধান রিবেরু। বিজ্ঞান বিষয়ে 'লেগর‍্যাইঞ্জ পয়েন্ট মহাবিশ্বের নন্দনকানন' শিরোনামে লিখেছেন নাদিরা মজুমদার।

উত্তরাধিকার-এর প্রতিটি সংখ্যায় ছাপা হয় বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ। বার্ট্রান্ড রাসেলের 'দর্শন' প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন আমিনুল ইসলাম ভুইয়া। কুনজাং চডেনের গল্প 'উপদেষ্টা' অনুবাদ করেছেন এলহাম হোসেন। কায়েস সৈয়দ ও জ্যোতির্ময় নন্দীর অনুবাদে ছাপা হলো আফগান কবি নাদিয়া আঞ্জুমান ও তেলেগু কবি জয়াপ্রভার কবিতা। প্রতি সংখ্যার মতো এই সংখ্যায়ও রয়েছে কবিতা ও গল্প।

উত্তরাধিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্র গবেষক, প্রাবন্ধিক সৈয়দ আকরম হোসেনের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে এই সংখ্যায়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যক্তিগত বোধ ও অনুভবের কথা বলেছেন একান্তে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হাবিবুল্লাহ ফাহাদ।

অনন্য চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে নিয়ে 'অমর শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন তপন চক্রবর্তী, 'জমিদারি প্রথার রকমফের : মীর

মশাররফ হোসেনের অবলোকন' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল আহসান চৌধুরী। একুশ শতকের বাংলা কবিতার ওপর আলোকপাত করে প্রবন্ধ লিখেছেন হাফিজ রশিদ খান 'একুশ শতকের বাংলা কবিতা' শিরোনামে। প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য বৃক্ষ একটি অনন্য উপকারী সত্তা। বৃক্ষ নিয়ে 'বৃক্ষবন্ধু' শীর্ষক গদ্য লিখেছেন কুমার চক্রবর্তী। স্বপ্না ভট্টাচার্যের গদ্যসংগ্রহ 'জীবনানন্দের নারীকল্প ও অন্যান্য' বইটি নিয়ে ব্যক্তিগত পাঠ উপলব্ধি লিখেছেন মোস্তাক আহমাদ দীন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। এ উপলক্ষ্যে এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'চুল' শীর্ষক একটি অগ্রন্থিত গল্প। এটির সংগ্রহ ও ভূমিকা লিখেছেন কাজী জাহিদুল হক। 'লালসালু : ওয়ালীউল্লাহ্র রাষ্ট্রচিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন হরিপদ দত্ত; গুরুত্ব বিবেচনা করে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'নয়নচারা গ্রামে কি মায়ের বাড়ি?' শিরোনামে লিখেছেন জাকির তালুকদার; 'ওয়ালীউল্লাহ্র নাটকে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন অনন্ত মাহফুজ।

চঞ্চল আশরাফ লিখেছেন প্রয়াত কবি প্রবুদ্ধসুন্দর কর সম্পর্কে। শুভাশিস সিনহা লিখেছেন 'মধুসূদনের কাব্য থেকে মণিপুরিদের নাট্য', তারেক মাসুদকে নিয়ে বেলায়াত হোসেন মামুন লিখেছেন 'আমাদের উত্থানপর্বের নায়ক', লিসবনের ফাদো সংগীত নিয়ে লিখেছেন সাইম রানা, 'লর্ড বায়রনের জমিদারিতে' শীর্ষক ভ্রমণগদ্য লিখেছেন হুসেইন ফজলুল বারী।

এ সংখ্যায় আছে মুনতাসীর মামুনের ধারাবাহিক রচনা 'করোনাকালের খাম রেখেছি বুকপকেটে'। রয়েছে গল্প, কবিতা, অণুকাহিনি, বই আলোচনা। ছাপা হয়েছে অনন্ত উজ্জ্বলের অনুবাদে মার্গারেট অ্যাটউডের কবিতা, কবির চান্দের অনুবাদে ইরানের গল্প এবং মাইনুল ইসলাম মানিকের অনুবাদে ইরাকের গল্প।

উত্তরাধিকার জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সংখ্যা

চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান-এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে *উত্তরাধিকার*-এর এই সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ আয়োজন। সুলতানের শিল্পকর্ম, ব্যক্তিজীবনসহ নানা দিক নিয়ে লিখেছেন যথাক্রমে মুহম্মদ নূরুল হুদা, নাসির আলী মামুন, মইনুদ্দীন খালেদ ও সাইমন জাকারিয়া।

এই সংখ্যায় 'বাংলার ইসলামি শিলালিপির আধ্যাত্মিক দিক' শিরোনামে লিখেছেন মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, সাদ কামালী লিখেছেন 'ভাষাপ্রেম রবীন্দ্রনাথ', কথাশিল্পী শহীদুল জহিরের সাহিত্যকর্ম নিয়ে মোজাম্মেল হক নিয়োগী লিখেছেন 'শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্য : স্বতন্ত্র ধারার উন্মেষ' শীর্ষক প্রবন্ধ, শহীদ ইকবাল লিখেছেন 'শিশিরকুমার দাশের সমালোচনার কতিপয় প্রান্ত ও অভিমুখ, ঈষৎ অন্বেষা', ফারজানা সিদ্দিকা লিখেছেন 'অগ্নি-বীণা : একুশ শতকে পুনর্পাঠ' শিরোনামে প্রবন্ধ, সফিক ইসলাম লিখেছেন 'জগদীশচন্দ্র বসু : মিথ, সত্য এবং প্রাসঙ্গিকতা' এবং প্রয়াত কথাশিল্পী হাসান

আজিজুল হককে নিয়ে 'স্মৃতিতে হাসান আজিজুল হক' শীর্ষক স্মৃতিগদ্য লিখেছেন আনন্দময়ী মজুমদার।

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, সংগীত পরিচালক ও সুরকার শেখ সাদী খানের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষের দিকে যাচ্ছে, আর তরুণরা ভালো ভালো সিনেমা বানাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে 'আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে আপন চৌধুরীর প্রবন্ধ। স্থাপত্যশিল্প নিয়ে 'স্থাপত্যে ছায়াবাজি' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন নাসরীন মুস্তাফা। গত কয়েক সংখ্যা ধরে ছাপা হচ্ছে মুনতাসীর মামুনের ধারাবাহিক রচনা 'করোনাকালের খাম রেখেছি বুকপকেটে।' বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হয়েছে রচনাটির শেষ পর্ব।

প্রতি সংখ্যার মতো বর্তমান সংখ্যায় যথারীতি রয়েছে গল্প ও কবিতা। অনুবাদ বিভাগে ছাপা হয়েছে আমেরিকান কথাসাহিত্যিক উইলিয়াম ফকনার এবং ভারতীয় লেখক গীতাঞ্জলি শ্রী রচিত দুটি গল্পের বঙ্গানুবাদ।

১০.৩ *ধানশালিকের দেশ*

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে একাডেমির ত্রৈমাসিক কিশোর সাহিত্যপত্র *ধানশালিকের দেশ* পত্রিকার ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৫০ : সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৫০ সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ গত সেপ্টেম্বর ২০২২-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সংখ্যার মতো এ সংখ্যাটিও কিশোর উপযোগী বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক ও চিত্তাকর্ষক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক রঙিন অলংকরণ। এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে—শাহ্জাহান কিবরিয়ার গল্প 'রাজা হতে হলে'। রেজা খানের প্রবন্ধ 'মজার প্রাণী উভচরের দল', সিরাজউদ্দিন আহমেদের গল্প 'সহযোদ্ধা', মিরন মহিউদ্দীনের রূপান্তরে তিব্বতের লোককাহিনি 'অশরীরী উৎপাত', সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের নিবন্ধ 'বিদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য', মুজতবা আহমেদ মুরশেদের বড়োগল্প 'মহাশূন্যের রূপকথা', হারিসুল হকের গল্প 'বনবাদড়ে এক প্রহর', শাহ্নাজ মুন্নীর গল্প 'পিকলুর কী হবে?', রুমা মোদকের গল্প 'দুর্গার অনেক জ্বর', আহমেদ রিয়াজের গল্প 'চালাকু ও পানির পাইপ'। ছড়া-কবিতা লিখেছেন—মাহমুদউল্লাহ, সানাউল হক খান, নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ, আসলাম সানী, ফারুক নওয়াজ, লুৎফর রহমান রিটন, ইউসুফ রেজা, রাশেদ রউফ, শেখ সালাহউদ্দীন, আনজীর লিটন, তপন বাগচী, ওবায়েদ আকাশ প্রমুখ কবি ও ছড়াকার।

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৫০ : সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

ধানশালিকের দেশ ৫০ বর্ষ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ গত ডিসেম্বর ২০২২-এ প্রকাশ পেয়েছে। এটি ছড়া-কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ বিভিন্ন

বিষয়ভিত্তিক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ। এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে—আনোয়ারা সৈয়দ হকের লেখা 'আমার ছেলেবেলা', আলী ইমাম লিখিত অস্ট্রেলীয় আদিবাসী কাহিনি 'নদী আবার বইবে', হরিশংকর জলদাস লিখিত গল্প 'খোঁড়া এক রানি', শরীফ খানের নিবন্ধ 'যে পাখিরা বাসা বাঁধে না', আহমেদ জসিম অনূদিত ব্রাজিলের রূপকথা 'দৈত্যপুরীর আজব ফোয়ারা', বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক উইলিয়াম শেকসপিয়র লিখিত, অ্যান্ড্রু ম্যাথিউস পুনর্কথিত এবং জি এইচ হাবীব রূপান্তরিত অমর কাহিনি 'রাজা তৃতীয় রিচার্ড', নাসিমা আনিসের গল্প 'ছবি আঁকি', ধ্রুব এষ লিখেছেন গল্প 'জুজুবাবার গুহা', মাহবুব রেজার গদ্য 'হেমন্ত বাংলার আবহমানকালের সৌন্দর্য', রুশ লেখক রুস্তম কারাপেতিয়ান লিখিত, মূল রুশ থেকে রূপান্তরিত গল্প 'ভোভোর ভালোবাসাময় জীবন', শামস্ নূর লিখেছেন 'বিশ্বকাপের গল্প'। ছড়া-কবিতা লিখেছেন—অসীম সাহা, শিহাব সরকার, সুজন বড়ুয়া, রহীম শাহ্, চন্দনকৃষ্ণ পাল, মিহির মুসাকী, টোকন ঠাকুর, শাহেদ সাদ উল্লাহ, ইমরুল ইউসুফ, আবেদীন জনী, রকিবুল ইসলাম প্রমুখ কবি ও ছড়াকার।

***ধানশালিকের দেশ* : বর্ষ ৫১ : সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩**

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৫১ সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ গত মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক লেখায় সমৃদ্ধ। এ সংখ্যার বিভিন্ন লেখার পাশাপাশি রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে—ইনাম আল হকের নিবন্ধ 'দৈত্যপাখির দেশ মাদাগাস্কার', আ. শ. ম. বাবর আলীর বাংলাদেশের রূপকথা 'বউ কথা কও পাখি', মাহবুব সাদিকের গল্প 'পাখির আকাশ', সিরাজউদ্দিন আহমেদের গল্প 'সার্কাসের বাঘ', খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত হোরহে লুইস বোরহেসের গল্প 'স্বপ্ন শার্দূল', হাসান হাফিজ অনূদিত চেক প্রজাতন্ত্রের রূপকথা 'তিন তিনটি লাঠি', মোহিত কামালের গল্প 'ইশকুলের ছুটিতে : খালামণির বাড়িতে', দন্ত্যস রওশনের গল্প 'দাদার বীরপুরুষ', আ ন ম আমিনুর রহমানের নিবন্ধ 'মোহনীয় মোহনচূড়া', মঈনুল হক চৌধুরীর গদ্য 'পিঁপড়েদের জগৎ', শাকির সবুর অনূদিত ফারসি সাহিত্যিক হোশাঙ্গে মুরাদির গল্প 'সামাভার', শারমিন নাহার অনূদিত ইতালির লোককাহিনি 'ভালো কাজের প্রতিদান'। এছাড়া রয়েছে নবীন লিখিয়েদের লেখা। ছড়া-কবিতা লিখেছেন—অসীম সাহা, গোলাম কিবরিয়া পিনু, ওমর কায়সার, হাসনাত আমজাদ, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, হাফিজ রশিদ খান, আকমল হোসেন নিপু, আমীরুল ইসলাম, খালেদ হোসাইন, মালেক মাহমুদ, হাসানাত লোকমান, আলফ্রেড খোকন, মুজিব ইরমসহ আরও কয়েকজন কবি ও লেখক।

***ধানশালিকের দেশ* : বর্ষ ৫১ : সংখ্যা : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৩**

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৫১ : সংখ্যা : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৩ গত জুন মাসে প্রকাশ পেয়েছে। এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে—রেজা খানের গদ্য 'এক উড়ালে ডোরা-লেজ জৌরালির বিশ্বের দীর্ঘতম আকাশপথ পাড়ি', শাহ্‌জাহান কিবরিয়ার গল্প 'অভাগা', সালেহা চৌধুরীর ভাষান্তরে ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিক ডিলোন টমাস-এর গল্প 'দাদার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া', সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হারুন হাবীবের গল্প 'স্বপ্নের পাখিকুঞ্জ', হাফিজ উদ্দীন আহমদের গল্প 'বুদ্ধি', মিরন মহিউদ্দীনের ভাষান্তরে চীনা লেখক জিউ জি চেন-এর গল্প 'ছুটে যাওয়া', ঝর্না রহমানের গল্প 'সিনিয়র ন্যাপ', আকিমুন রহমানের উপন্যাস 'চিরকালের এই রূপকথা', হাফিজ রশিদ খান লিখেছেন পার্বত্য বম জাতির লোককাহিনি 'বানর ভাগ্নের বুদ্ধিতে মানুষ মামারা বাঁচল', আফসানা বেগমের গল্প 'পেরেকের টুবলু', এছাড়া রয়েছে নবীন লিখিয়েদের লেখা। ছড়া-কবিতা লিখেছেন—ফারুক মাহমুদ, নাসির আহমেদ, ফারুক নওয়াজ, ওমর কায়সার, ইউসুফ রেজা, রাশেদ রউফ, শেখ সালাহউদ্দীন, ওয়াসিফ-এ-খোদা।

১০.৪ *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর-বিষয়ক ষাণ্মাসিক *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ : ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০২২। এই সংখ্যায় রয়েছে ফোকলোর-বিষয়ক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ফিল্ডওয়ার্ক, অনুবাদে আন্তর্জাতিক ফোকলোর, ফোকলোর সাধক, পুস্তক আলোচনা এবং নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর-বিষয়ক পর্যালোচনা।

ফোকলোর-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠানের 'কবিয়াল হরিচরণ আচার্য যুগমানসের প্রতিভূ', আমিনুর রহমান সুলতানের 'রিকশা চিত্রকলার বিষয়বস্তু ও মোটিফ : রূপ-রূপান্তরে নিজস্ব ঘরানা', সুস্মিতা চক্রবর্তীর 'জাগরণী গান': মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে ফলিত লোকায়ত সংস্কৃতি', মুমিত আল রশিদের 'ইরানি বিয়েতে লোকজ বিশ্বাস', ফারজানা আহমেদের 'ফোকমোটিফে বাংলাদেশের দারুশিল্পের বিন্যাস', মো. আমিরুল ইসলামের 'চলনবিল অঞ্চলের জাগ গান : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', আতিজা দীল আফরোজের 'সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও প্রতীকবাদের দর্পণে লোকশিল্পের মোটিফের স্বরূপ বিশ্লেষণ' এবং আরমিন হোসেনের 'ফোকলোরিসমাস : বাঙালির লোকঐতিহ্যের পরিগ্রহণ ও অভিযোজন'।

কবিয়াল রমেশ সরকারের সাক্ষাৎকার ('আমি আমৃত্যু কবিগানের সাথেই থাকতে চাই') নিয়েছেন চিন্ময় কুমার মল্লিক।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে রয়েছে নির্ঝর অধিকারীর 'ঐতিহ্যবাহী মান্দি বাদ্যের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং প্রয়োগরীতি অনুসন্ধান'।

অনুবাদ পর্বে অক্টাভিও পাজের "The Blue Bouquet" প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ ('নীল ফুলের তোড়া') করেছেন কুতুব আজাদ।

আফরোজা সুলতানা অনুবাদ করেছেন কার্লে ক্রোন-এর প্রবন্ধ 'The Method of Julius Krohn' ('লোকগল্প : জুলিয়াস ক্রোনের সুসংবদ্ধ পদ্ধতি')। এবং রিফ্‌ফাত সামাদ অনুবাদ করেছেন অ্যাক্সেল ওলরিক-এর প্রবন্ধ 'Epic Laws of Folk Narrative' ('লোকাখ্যানের মহাকাব্যিক বিধানাবলি')।

ফোকলোর সাধক পর্বে হাসান ঈমাম সুইটের বিষয় 'ভাওয়াইয়া গান ও আব্বাসউদ্দিন'।

পুস্তক আলোচনা পর্বে নাদিরা ইসলামের 'চাকমা গেংখুলী পালার স্বরূপ বিশ্লেষণ' শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রাহেল মজুমদার।

নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর অংশে রয়েছে আবু সাঈদ তুলুর প্রতিবেদন 'আধুনিক মঞ্চে ফোকলোর : মাধব-মালঞ্চী ঐতিহ্যবাহী উপকরণে আধুনিক থিয়েটার' এবং দীপাবলী মুখার্জীর 'নাট্য সমালোচনা : পুণ্যাহ'।

পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ : ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল জুন ২০২৩। ফোকলোর-বিষয়ক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ফিল্ডওয়ার্ক, অনুবাদে আন্তর্জাতিক ফোকলোর, ফোকলোর সাধক, পুস্তক আলোচনা এবং নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর বিষয়ক নাটকের পর্যালোচনা প্রভৃতি এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

ফোকলোর-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূপেষ মুখার্জীর 'লোকচিকিৎসায় বৃক্ষের গুরুত্ব', আমিনুর রহমান সুলতানের 'রিকশা ও রিকশা আর্টিস্ট', অমল বড়ুয়ার 'বৌদ্ধ কৃত্যাচার : উপোসথ', মুমিত আল রশিদের 'ইরানের লোকজ কেচ্ছাকাহিনির ইতিহাস', সুরুজ আলীর 'লোকনাট্য গম্ভীরা : পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ', ফারজানা আহমেদের 'লোকাচারে আলপনা ও তার মোটিফ', দেবতুষি মিশ্র চৌধুরীর 'জীবনের পাঠ রূপকথায়', আসমা ফেরদৌসির 'বাংলাদেশের শীতলপাটির নকশা : একটি পর্যালোচনা', সৈয়দ আশরাফুল হাবীবের 'কুশান গানের পরিবেশনারীতির পরিবাহণে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের প্রভাব', মোছা. আমিনা খাতুনের 'যতীন সরকারের জীবনী-জাতীয় রচনা : লোক-ঐতিহ্যের স্বরূপ-সন্ধান' এবং স্বাতী সাহার 'ঐতিহ্যের স্মারক সারান্দি'।

সাক্ষাৎকার পর্বে রয়েছে নকশি পাখা শিল্পী বাসন্তী রানী সূত্রধরের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক আশিক আজিজ।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে রয়েছে মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীনের 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো ও পাংখোয়া নৃগোষ্ঠীর জুমকৃষি-সংস্কৃতি একটি তুলনামূলক ও বাস্তুভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা', প্রতীতি সরকার প্রীতির 'হাজং লোকসংগীত : প্রসঙ্গ সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রতিবেশ' এবং মো. জাহিদ হোসেনের 'বাংলাদেশের লোকনাট্যে 'আসর' ও 'আসন' ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রবন্ধ।

অনুবাদ পর্বে অ্যালান ডান্ডেস-এর 'The Study of folklore in Literature and Culture: Identification and Interpretation'-এর বাংলা অনুবাদ

করেছেন রিফ্‌ফাত সামাদ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ফোকলোর গবেষণা শনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ' শিরোনামে।

ফোকলোর সাধক পর্বে অসাম্প্রদায়িক গগন হরকরা, ফোকলোর অনুরাগী দীনেশচন্দ্র সেন, মরমি সংগীতসাধক মালেক দেওয়ান এবং ধর্মনিরপেক্ষ হাসন রাজা সম্পর্কে লিখেছেন সোহেল আমিন বাবু, উদয় শংকর বিশ্বাস, শাকির দেওয়ান এবং সিরাজুম মনিরা।

পুস্তক আলোচনা অধ্যায়ে প্রফেসর আবদুল খালেকের 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন হাসান ঈমাম সুইট। ড. মোমেন চৌধুরীর 'মরমি কবি লালন শাহ'-শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন রাসেল মাহমুদ। আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতির সন্ধানে'-শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন মেহেদী হাসান পুষ্প। এম. এ. কাইয়ুম এবং মোহাম্মদ আলী খানের 'মোহাম্মদ সাইদুর'-শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন চিন্ময় কুমার মল্লিক। আফরোজা সুলতানা আলোচনা করেছেন সাইফুদ্দিন চৌধুরীর 'Aspects of Materials & Folk Culture in Bangladesh'-শীর্ষক গ্রন্থ। এবং ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরীর আলোচনা রয়েছে পলিন ফ্রান্সিসের 'ষড়ঋতুর সোনালি দিনগুলো' শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে।

পত্রিকার শেষ পর্বে নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর অংশে রয়েছে দীপাবলী মুখার্জীর প্রতিবেদন 'বগুড়া থিয়েটারের 'দ্রোহ' নাটকে সারিয়াকান্দির লোকায়ত জীবন আচার ও ঐতিহ্যবাহী বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যের প্রয়োগরীতি অনুসন্ধান'।

পত্রিকার দুটি সংখ্যারই প্রচ্ছদ করেছেন ফারজানা আহমেদ।

১০.৫ *বাংলা একাডেমি বার্তা*

বাংলা একাডেমি বার্তা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ এবং এপ্রিল-জুন ২০২৩ এই চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে একাডেমি আয়োজিত সকল সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কর্মসূচির বিশদ ও সচিত্র প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীদের প্রয়াণে একাডেমির শোকবাণী এবং স্মরণসভার খবরও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার যাবতীয় সংবাদ বিবরণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বইমেলা একাডেমির অংশগ্রহণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়। বাংলা একাডেমি অবসরে যাওয়া এবং প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয় *বাংলা একাডেমি বার্তায়*। এই পত্রিকায় নতুন একটি বিভাগ চালু হয়েছে 'আমার বাংলা একাডেমি'। এই বিভাগে দেশের প্রথিতযশা লেখক-বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণ স্থান পাচ্ছে।

১০.৬ *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*

বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানচর্চার গবেষণা ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা* প্রকাশ করে আসছে। বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকাটি বাংলা একাডেমির বিজ্ঞানবিষয়ক ষাণ্মাসিক মুখপত্র। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকার ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। যথা—*বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা* নবপর্যায় বর্ষ ৪ সংখ্যা ১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ এবং বর্ষ ৪, সংখ্যা ২, জানুয়ারি-জুন ২০২৩।

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যাটি ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যার বিষয়বৈচিত্র্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিন্যাস করাসহ ডাবল ক্রাউন সাইজের পরিবর্তে রয়েল আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যায় সর্বমোট ১৯টি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাফিজ উদ্দীন আহমদের *দন্তমূল গহ্বরে ধনুষ্টংকার*; মোঃ কামরুল ইসলাম ও সুমন সাহার *বাংলাদেশে বায়ুশক্তির ব্যবহার*; অরুণ কুমার লাহিড়ীর *বোরাক বাঁশ সংরক্ষণ*; আখতারুন নাহার আলোর *ডায়াবেটিসে খাদ্য ব্যবস্থাপনা*; মৃত্যুঞ্জয় রায়ের *বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা পরিস্থিতি ও ফসল উৎপাদন*; অপরেশ কুমার ব্যানার্জীর *হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগী পর্যবেক্ষণ ও দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র*; আখতারুজ্জামান চৌধুরীর *বাংলাদেশে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় কয়েকটি উদ্ভিদ পরিচিতি*; খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলামের *বাতাসের বিশুদ্ধতা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সজিনার ব্যবহার*; এম. আবদুল জলিলের *প্লাস্টিক বর্জ্যের ভয়াবহতা*; শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকীর *ঔপনিবেশিক আমলে মাদ্রাজ মানমন্দিরে আগত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ*; শৈলজানন্দ রায়ের *জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক দায়বদ্ধতা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণা*; জলিল আহমেদের *দেশীয় গাছ লাগাই—পাখিবৈচিত্র্য রক্ষা করি*; মো. ইসমাইল হোসেন ও ফাতেমা হক শিখার *পাঙাস মাছ থেকে বাকৃবির উদ্ভাবন*; মাধব রায়ের *নিউটনের কাজ, নিউটনের ভুল এবং নিউটনের নামে;* মেহেরুন্নেছার *ভেষজ পরাগরেণুবিজ্ঞান-বিষয়ক কিছু কথা*; মো. সহিদুজ্জামানের *কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা প্রয়োজন*; এমরান আহমেদের *ক্যান্সার কিংবা কর্কটরোগের গল্প ;* সঞ্জয় বেলোয়ায়ের *রসায়নে নোবেল ২০২২ : ক্লিক রসায়ন এবং বায়ো অর্থোগোনাল রসায়নের উন্নয়ন*।

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা নবপর্যায় বর্ষ ৪, সংখ্যা ২, জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সংখ্যাটি জুন ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায় সর্বমোট ১৯টি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—অরুণ কুমার লাহিড়ীর *বাংলাদেশে ভূমিকম্প আতঙ্ক ও তার প্রতিকার*; হীরেন্দ্র কুমার দাসের *কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা, সুষম খাদ্য ও*

যোগব্যায়ামের ভূমিকা; হাফিজ উদ্দীন আহমদের *পুরুষের মেয়েলি স্তন বা গাইনেকোমেস্টিয়া*; আখতারুন নাহার আলোর *ভিটামিনের চাহিদা কম কিন্তু অপরিহার্য*; মো. হাবিবুর রহমান মিঞার *পরিবেশ দূষণে আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস মোকাবিলায় বাংলাদেশ*; এ.কে.এম. খোরশেদ আলমের *ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দূর অনুধাবন প্রযুক্তি প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*; অপরেশ কুমার ব্যানার্জীর *অচির রোগের প্রকৃতি, চিকিৎসা ও প্রতিকার*; এম আবদুল জলিলের *ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ : প্রভাব ও প্রতিকার*; মোঃ হাসান কবীরের *নাবী খরিফ মৌসুমে মুগকলাইয়ের ফলনে উন্নত জাত ও বপন ঘনত্বের প্রভাব*; শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকীর *ঔপনিবেশিক আমলে ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ*; শৈলজানন্দ রায়ের *কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় সম্ভাবনার নতুন জানালা*; মনি হায়দারের *সত্যেন বসু, বিজ্ঞানচিন্তা সাময়িকী–ধারাবাহিক কল্যাণের সূত্র*; আসিফের *অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভব বৈচিত্র্যময় চিন্তার সমান্তরাল অস্তিত্ব*; জলিল আহমেদের *নিজ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি, নিজেকে মশার প্রাদুর্ভাব থেকে সুরক্ষিত রাখি*; সফিক ইসলামের *ফ্র্যাক্টাল জ্যামিতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*; মাধব রায়ের *মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং বিগব্যাং*; সঞ্জয় বেলোয়ারের *রক্তের রংধনু : বিভিন্ন রঙের রক্তের রসায়ন*; সৈয়দা রাহনুমা শরমিন দিশার *উদ্ভিদের ভাষা*। এছাড়াও রয়েছে তিথি বালার বিজ্ঞানবিষয়ক *বই আলোচনা*।

১১. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

১১.১ বাংলা একাডেমির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

৩রা ডিসেম্বর ২০২২ ছিল বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক-প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯/৭ই ডিসেম্বর ২০২২ বুধবার বেলা ৩:৩০টায় একাডেমির ভাষাশহিদ মুক্তমঞ্চে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও প্রত্যাশা* শীর্ষক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ২০২২ প্রদান করেন কথাসাহিত্যিক, গবেষক ও অনুবাদক সুব্রত বড়ুয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি সাম্প্রতিক সময়ে ঐতিহ্যের অঙ্গীকারকে ধারণ করে আধুনিকতার পথে নবযাত্রা শুরু করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি গবেষণা-ক্ষেত্রে একাডেমি যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি একটি স্বপ্নের

নাম। সবার সহযোগিতায় আমরা নিশ্চিতভাবে বাংলা একাডেমিকে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার এবং প্রত্যাশিত বাস্তবতায় দেখতে পাব।

সুব্রত বড়ুয়া বলেন, বাংলা একাডেমির কাজ ও ভূমিকার প্রাণশক্তি হচ্ছে এর সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেরণা। বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার ও উন্নয়ন যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সে প্রতিষ্ঠান নিয়ত সচল ও বিকিরণমুখী হওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাবে। সেজন্যই একাডেমিকে সচেষ্ট থাকতে হবে দেশের ও বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাচর্চার শরিক হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি বস্তুত কোনো জড়সত্তা নয়, কারণ এর অন্তরে আছে একটি সজীব প্রাণসত্তা। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জনজীবন, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ এই প্রাণসত্তার উৎস।

কে এম খালিদ এমপি বলেন, বাংলা একাডেমি প্রকৃত অর্থেই বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘ সময়ব্যাপী বইমেলাতে, যা আমাদের সবার জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

অসীম কুমার দে বলেন, বাংলা একাডেমি মুক্তিযুদ্ধজাত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রত্যয়কে ধারণ করে বাংলা ও বাঙালির প্রাণের প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, প্রায় সাত দশকের পরিক্রমায় বাংলা একাডেমি আজ এক আলোক-বৃক্ষের নাম। আমরা বাঙালির এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে জাতির মনন-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যতদিন বাংলাদেশ স্থিত থাকবে, ততদিনই বাংলা একাডেমি তার প্রকৃত মহিমায় উজ্জ্বল থাকবে।

১১.২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

বাংলা একাডেমি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ বুধবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৭:৩০টায় রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বেলা ৩:৩০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। *জাতিসত্তার বিনাশ ও বুদ্ধিজীবী উৎসাদন* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক মফিদুল হক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শহিদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশার পুত্র প্রকৌশলী রবিউল আফতাব। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, নতুন প্রজন্মের প্রতি আমাদের আহ্বান, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রচিত সাহিত্যকর্ম এবং তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জেনে তারা যেন তাদের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তোলে। তাহলেই কেবল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন সার্থক হবে।

মফিদুল হক বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনকালে আমরা বড়ো পরিসরে দেখতে চাইব বুদ্ধিজীবী উৎসাদনের ঘটনাধারা। এর থেকে আমাদেরকে নিতে হবে ইতিহাসের শিক্ষা। দীর্ঘ বিলম্বে হলেও বুদ্ধিজীবী নিধনের কতক ঘটনার বিচার আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি। এতে কেবল ঘাতকদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয়নি, বরং ইতিহাসের রায়ও আমরা অর্জন করেছি। তিনি আরও বলেন, বুদ্ধিজীবী নিধনের ঘটনাকে আমাদের দেখতে হবে বড়ো পটভূমিকায়। ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী সামরিক অভিযান কেবল সূচনা করেনি, বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংস করতেই পরিচালিত হয়েছিল এই অভিযান।

প্রকৌশলী রবিউল আফতাব বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যার দৃশ্য যারা দেখেনি তাদের পক্ষে ধারণা বা কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, কত ভয়াবহ ছিল সেই দিনের নৃশংসতা। এত মৃত্যু, এত রক্ত, এত নির্মমতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর চোখে পড়ে না। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমরা যে বাংলাদেশে পেয়েছি সেখানে যদি আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি, যদি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে গণতান্ত্রিকভাবে বেঁচে থাকতে পারি তাহলেই কেবল তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আগে যেসব বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মারা যাননি; তাঁরা আমাদের মধ্যেই সক্রিয় আছেন। আমরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক সন্তান। গ্রেনেড, বোমা দিয়ে বাঙালিকে ধ্বংস করা যায় না। সেটা করতে গেলে কেবল বাঙালি নয় পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করতে হয়। জ্ঞানভিত্তিক যুদ্ধের পথ খোলা রাখলে আমাদের পক্ষে মানুষের সমতা সম্পর্কে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব, একটা সংহতি ও অভিন্নতার ধারণা অর্জন করা সম্ভব। পালানোর আগে মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানের উপাসকদের হত্যা করে, তাঁদের দেহকে বিনাশ করে একটা জাতিকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

১১.৩ মহান বিজয় দিবস ২০২২

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১৫ ডিসেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। বক্তৃতা প্রদান করেন কবি ও গবেষক ড. মোহাম্মদ সাদিক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল দিন ১৬ই ডিসেম্বর। বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জিত হয়, বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বিজয় আমাদের সুযোগ দিয়েছে দেশমাতৃকার সেবা করার। ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

ড. মোহাম্মদ সাদিক বলেন, বাঙালি কয়েক হাজার বছর ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিজয় কেবল বাঙালির রাজনৈতিক বিজয় নয়, আমাদের হাজার বছরের বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিজয়। বিজয় দিবসে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই রক্তের ইতিহাস, দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস যা আমাদের বিজয়ের পথে ধাবিত করেছে। এই বিজয়কে সমুন্নত রাখতে হলে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, মমতা, দেশপ্রেম ও দক্ষতা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলাদেশের শক্তি হলো বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অপরিমেয় বোধের শক্তি। আমাদের বোধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছিলাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতিসন্তান হিসেবে আমরা উন্নয়নের ধারায় অগ্রসর হতে চাই এবং বিশ্ববাঙালি হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

১১.৪ বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভা ২০২২

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভা ৮ই পৌষ ১৪২৯/২৩শে ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বাংলা একাডেমির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়াত গুণী ব্যক্তিদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ ও তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অবহিত করেন। একাডেমির সদস্যবৃন্দ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন। মহাপরিচালক সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় ২৪শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সারাদেশ থেকে আগত একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যদের সম্মতিক্রমে অনুমোদন ঘোষণা করেন বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২-এর সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

সভায় দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে *বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২২* এবং বাংলা একাডেমি পরিচালিত–*কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার* (দ্বি-বার্ষিক পুরস্কার)-২০২২, *সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার*-২০২২, *অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার*-২০২২, *সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার*-২০২২ প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০২২'-প্রাপ্তরা হচ্ছেন : ১. অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (শিক্ষা), ২. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান (বিজ্ঞান), ৩. অধ্যাপক ডা. মো. জাকির হোসেন (চিকিৎসা), ৪. নাসির আলী মামুন (আলোকচিত্রশিল্প), ৫. হামিদুজ্জামান খান (ভাস্কর্য/চিত্রকলা), ৬. জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (সংস্কৃতি), ৭. ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী (সমাজসেবা)।

ছড়াকার সিরাজুল ফরিদ *কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার*-২০২২; গবেষক ড. রাজিয়া সুলতানা *সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার*-২০২২; নাট্যজন মামুনুর রশীদ *অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার*-২০২২ এবং গবেষক ড. ইসরাইল খান *সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার*-২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন।

কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; *সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; *অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা এবং *সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।

পুরস্কার ও ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণিজনদের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা-স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক-প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি সাম্প্রতিক সময়ে অবকাঠামো এবং গবেষণাগত বিপুল সংখ্যক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনন্য উত্তরাধিকার বাংলা একাডেমি অতীত, বর্তমান ও আগামীর মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণের কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, বার্ষিক সাধারণ সভায় সারাদেশ থেকে আগত ফেলো, জীবনসদস্য এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ বাংলা একাডেমির ভবিষ্যৎ রূপকল্প নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশাবাদী। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে যাব।

সভাপতির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বাংলা একাডেমি দেশ ও জাতির গর্ব ও অহংকারের প্রতীক, আমাদের সবার প্রাণের প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে বাংলা একাডেমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। সাধারণ সভায় সারাদেশ থেকে আগত ফেলো, জীবনসদস্য এবং সদস্যবৃন্দ বাংলা একাডেমির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের ধারণা এবং মতামত তুলে ধরেন, যা আমাদের প্রগতিশীল অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে।

১১.৫ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বরণ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

নববর্ষ বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১লা বৈশাখ ১৪৩০/১৪ই এপ্রিল ২০২৩ শুক্রবার সকাল ৮:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নববর্ষ বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিল্পী মহাদেব ঘোষ-এর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রবি-রশ্মি'-এর শিল্পীদের পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত এবং বর্ষবরণের রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল আয়োজন। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা রচিত 'মঙ্গলপ্রভাতে যাত্রা' কবিতা পাঠ করেন বাচিকশিল্পী এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *বাংলা বর্ষবরণে বৈশাখী মেলা* শীর্ষক নববর্ষ বক্তৃতা ১৪৩০ প্রদান করেন নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহীর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল জলিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সচিব কবি আসাদুল্লাহ্। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, নববর্ষ আমাদের বাঙালির জাতিত্বজ্ঞাপক উৎসব। সংস্কৃতির শক্তিতে আমরা রাজনৈতিক মহাযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি। স্বাধীনতাকে সকল মানুষের জন্য অর্থবহ করতে সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রয়োজন, নববর্ষ উৎসব সে জাগরণের অন্যতম বীজবিন্দু।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল জলিল বলেন, অনাদিকালের বর্ষপরিক্রমায় বাংলার অন্যতম মাস বৈশাখ। এই মাসের বহুমাত্রিক পরিচয় বাংলার লোককবিদের মানসলোকে, ইতিহাসের সোনালি পাতায়, উৎসবের অলিন্দে, নান্দনিকতার গৌরবে শুধু অপূর্ব নয়; অসামান্য। এছাড়া ঋতুবৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রীষ্মের প্রথম মাস বৈশাখের গুরুত্ব গৌরবোজ্জ্বল। বাংলার মাটি ও মানুষ স্বভাব-নৈকট্যে ঘনিষ্ঠতর। কোমলে-কঠোর, ভাঙা-গড়ায়, আবর্তন-বিবর্তনে, উত্থান-পতনের সাযুজ্যে যা স্পষ্টতর।

মোঃ আবুল মনসুর বলেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা নববর্ষ উৎসব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পর্ব। আমরা রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ারে উপনীত হয়েছি। নববর্ষ উৎসব স্বাধীন বাংলাদেশের এবং বিশ্ববাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। নববর্ষ উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শেকড়ের সন্ধান করি এবং বৈশাখের পথ বেয়ে আলোকিত আগামীর দিকে যাত্রা করি।

কবি আসাদুল্লাহ্ বলেন, বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এ আমাদের প্রত্যয় হোক– অন্ধকার থেকে আলোক-অভিমুখে সোচ্চার অভিযাত্রা।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বাঙালি তার নববর্ষ উৎসবকে শত শত বছর ধরে নানা বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে পালন করে আসছে। এ উৎসব আমাদের বাঙালিত্ব ও জাতিসত্তার চেতনাকে পুষ্ট করে চলেছে। বাঙালির সৌন্দর্যবোধ, স্বকীয়তা ও সংগ্রামের উপাদানে সমৃদ্ধ বাংলা নববর্ষ উৎসব বাঙালিত্বের বিকাশকে অব্যাহত রেখেছে।

শিল্পী মানিক রহমানের পরিচালনায় বাংলা একাডেমির শিল্পীদের অংশগ্রহণে বর্ষবরণের সমকালীন সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১২. আলোচনা অনুষ্ঠান

১২.১ স্বপ্নের পদ্মা সেতু শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমি 'স্বপ্নের পদ্মা সেতু' নিয়ে ২১শে আষাঢ় ১৪২৯/৫ই জুলাই ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন–স্বপ্নের পদ্মা সেতু বিনির্মাণ। নানা প্রতিকূলতা এবং ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহস এবং দূরদর্শিতায় পদ্মা সেতু নির্মিত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি সারা দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে মজবুত করেছে। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু বাঙালির স্বপ্নের জয়গাথা; বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষার সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে সাবিহা পারভীন বলেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গৌরব ও অহংকারের বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য নেতৃত্বের স্বর্ণফসল এই পদ্মা সেতু।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের ধারাবাহিকতায় পদ্মা সেতুর উদ্বোধন আমাদের জন্য অপরিমেয় আনন্দের উৎস-গাথা। প্রমত্তা পদ্মার বুকে স্বপ্নে সেতুর নির্মাণ শুধু যোগাযোগব্যবস্থার বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিষয় নয়; এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও অপরিসীম। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে পললভূমি বাংলায় পদ্মা সেতু নির্মাণ গোটা জাতির জন্য শুভ সময়ের বার্তা বয়ে এনেছে। বাংলা একাডেমি বাঙালির এই অনন্য অর্জনকে কাব্যে-সংগীতে স্মরণীয় করে রাখতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি*'র নির্বাচিত অংশ থেকে পাঠ করেন বাচিকশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী রূপা চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে পদ্মা নদী এবং পদ্মা সেতু কেন্দ্র করে রচিত কবিতা পাঠ করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, নাসির আহমেদ, আসলাম সানী, আসাদ মান্নান, ফারুক মাহমুদ, মিনার মনসুর এবং ঝর্না রহমান।

পদ্মা নদী এবং পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, মানিক রহমান, রেজা রাজন, ফারহানা শিরিন এবং সঞ্জয় কুমার।

১২.২ শোকের মাসের সূচনায় বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থালোচনা অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি শোকের মাসের সূচনায় ১৭ই শ্রাবণ ১৪২৯/১লা আগস্ট ২০২২ সোমবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ড. মযহারুল ইসলাম রচিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*-শীর্ষক গ্রন্থবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নাট্যজন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মযহারুল ইসলাম রচিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* গ্রন্থের প্রকাশক ও আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এর শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সূচনা বক্তব্যে সেলিনা হোসেন বলেন, ড. মযহারুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তাঁর জীবনদর্শনের বিশদ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু-গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন, ড. মযহারুল ইসলামের *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* এক মহাকাব্যিক গ্রন্থ। এটি বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম জীবনীগ্রন্থ। তৃণমূল থেকে উত্থিত শেখ মুজিব কী করে জনগণনন্দিত মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন–মযহারুল ইসলাম তার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। বাংলার সংগ্রামী ইতিহাসের পরম্পরায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, গত শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশক থেকে বাংলার রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক পথযাত্রা; তা লেখক মযহারুল ইসলাম তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে উপস্থাপন করে ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান অসাধারণ দক্ষতায় পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করেছেন। ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রমের ধারাবাহিক ইতিহাস মযহারুল ইসলামের গ্রন্থে উদ্ভাসিত হয়েছে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ওসমান গণি বলেন, বঙ্গবন্ধুবিষয়ক ড. মযহারুল ইসলামের গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশক ছিল বাংলা একাডেমি। পরবর্তীকালে আগামী প্রকাশনী এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করে। এই ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থের প্রকাশক হিসেবে আমি গর্বিত এবং বাংলা একাডেমি এই গ্রন্থটি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অত্যন্ত যৌক্তিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, আবার এসেছে শোকের মাস আগস্ট। আমরা বলতে চাই–শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ড. মযহারুল ইসলাম রচিত গ্রন্থটি একটি আকরগ্রন্থ, সূচকগ্রন্থ। বাঙালির গণসত্তাকে জাতিসত্তায় রূপান্তরে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অভিযাত্রা মযহারুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ড. মযহারুল ইসলাম আধুনিক ঐতিহাসিকের প্রজ্ঞা এবং লেখক-বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর মানবিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন যা সর্বকালের পাঠকের কাছেই সমান আবেদন বহন করে। কারণ এই গ্রন্থের বিষয় যে মহানায়ক সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অমর, অবিনশ্বর।

১২.৩ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৪শে শ্রাবণ ১৪২৯/৮ই আগস্ট ২০২২ সোমবার বেলা ২:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আনোয়ারা সৈয়দ হক প্রণীত *ছোটদের বঙ্গমাতা* ও *আমার রেণু* গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি আসাদ মান্নান এবং ড. সাইমন জাকারিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ *এমপি*। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির

সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতার স্মরণে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *বঙ্গজাতিমাতা* সংকলন উন্মোচন করা হয়।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, ১৯৭৫ সালের ৮ই আগস্ট জীবদ্দশায় বঙ্গমাতার সর্বশেষ জন্মবার্ষিকী পালিত হয়, যিনি বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের প্রেরণার উৎস ও সহযাত্রী ছিলেন। *ছোটদের বঙ্গমাতা* এবং *আমার রেণু* শীর্ষক কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হকের অনন্য দুটি বই বঙ্গমাতাকে নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরেছে।

আলোচকদ্বয় বলেন, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক রচিত জীবনীগ্রন্থ *ছোটদের বঙ্গমাতা* এবং উপন্যাস *আমার রেণু* বঙ্গমাতাকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে যথাযথ মূল্যায়নের আলোয় নিয়ে এসেছে। এই গ্রন্থ দুটি পাঠ করলে আমরা বঙ্গমাতার ধৈর্য, সততা, পরোপকারিতা, নীতিপরায়ণতা এবং দূরদর্শিতা বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে একটি স্বাধীন জাতির রূপরেখা প্রণয়ন, স্বাধীনতার বীজমন্ত্র রোপণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদান এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যোগ্য পরিচালনায় প্রভূত সহায়তা করেছে তার ব্যাখ্যা লাভ করব। তাঁরা বলেন, গ্রন্থ দুটির নিবিড় পাঠে আমরা অনুধাবন করব বঙ্গবন্ধুর জীবনপথের সঙ্গী ফজিলাতুন নেছা মুজিব মৃত্যুতেও তাঁর সঙ্গী হয়ে চিরজীবিত মহামানবী হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন।

কে এম খালিদ *এমপি* বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধুর জীবনসঙ্গী ছিলেন না, একইসঙ্গে তিনি ছিলেন তাঁর সংগ্রামী সাথি। পঞ্চান্ন বছরের জীবনে অধিকাংশ সময় চরম বৈরিতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন, একই সঙ্গে জাতিকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করেছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় বঙ্গমাতা ছিলেন প্রধান সাহস ও সহায়। তিনি বলেন, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক রচিত স্মরণীয় গ্রন্থদুটিতে বঙ্গমাতাকে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের আলোকে অসামান্য ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করা হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতোই বঙ্গমাতা বাঙালির জাতির অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও সংগ্রামী পথচলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর যোগ্য সঙ্গী হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার যথাযথ আলোচনা ও বিশ্লেষণে অত্যন্ত প্রয়োজন। কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হকের গ্রন্থদুটি বঙ্গমাতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

১২.৪ জাতীয় শোক দিবস ২০২২

বাংলা একাডেমি ৩১শে শ্রাবণ ১৪২৯/১৫ই আগস্ট ২০২২ সোমবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে দিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। সকালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনমিত) করা হয়। একাডেমির

মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার নেতৃত্বে সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে এবং সকাল ১১.৩০টায় বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান, পরিচালক, উপপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২:৩০টায় বাংলা একাডেমির প্রধান ফটক থেকে জাতীয় শোক দিবস স্মরণে অসচ্ছল মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

বেলা ৩:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে *বাংলাদেশের জাতীয় পুরাণ নির্মাণে শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর অবদান* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশনস-এর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জেরেমি কদ্রন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রাক্তন প্রধান সমন্বয়ক কবি কামাল চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য ও সমার্থক। তাঁর সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড এবং লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করেছি। আজও তাঁরই প্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে। যত চেষ্টাই হোক না কেন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলাদেশ একাকার হয়ে গেছে। জীবদ্দশায় তিনি যেমন আমাদের সংগ্রাম ও সংকল্পে প্রতীক ছিলেন, শাহাদতের এত বছর পরও তিনি তাঁর সেই স্থানেই স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছেন।

অধ্যাপক জেরেমি কদ্রন বলেন, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জাতিপুরাণ নির্মাণে বাংলাদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের ভূমিকা অসামান্য। শেখ মুজিবুর রহমান সঙ্গতই উপলব্ধি করেছিলেন, জাতীয় পুরাণ নির্মাণে ঐতিহ্য ও সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি নিজ বংশ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের সুদীর্ঘ পরম্পরা সন্ধান করেছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির মহাপুরাণ নির্মাণ করেছেন।

কবি কামাল চৌধুরী বলেন, বাঙালির শুদ্ধতম নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐতিহাসিক এক মহাজীবনে তাঁর সংগ্রাম, অর্জন ও আত্মত্যাগ কখনো

বিস্মৃত হবার নয়। ঘৃণ্য ঘাতকেরা তাঁকে হত্যা করে বাঙালির ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে চেয়েছিল কিন্তু বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও সমাধিস্থল টুঙ্গিপাড়া থেকে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে সাহস, সংকল্প এবং এগিয়ে যাওয়ার দুরন্ত প্রেরণা।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করার পাশাপাশি স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে আমাদের সামগ্রিক মুক্তির পথ সুগম করেছেন। কিন্তু ঘাতকের দল তাঁকে হত্যা করে জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রগতিকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছে। আজ আমরা আবার বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে বাংলাদেশকে আলোকযাত্রায় এগিয়ে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি।

১২.৫ কবি শামসুর রাহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ২রা ভাদ্র ১৪২৯/১৭ই আগস্ট ২০২২ বুধবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে কবি শামসুর রাহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *শামসুর রাহমানের কবিতা-পাঠ : কবি ও ব্যক্তিকতা*-শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শামসুর রাহমান স্বাধীনতার কবি; এই স্বাধীনতা যেমন ব্যক্তির তেমনি বাঙালি জাতিগোষ্ঠী এবং গোটা বিশ্ববাসীর। বিপুল কবিতা এবং গদ্যরচনায় শামসুর রাহমান মানুষের ইতিবাচক উত্থানের কথা বলে গেছেন। সংকটে নিজ মস্তক অর্থাৎ বোধ সঠিক রেখে সত্য উচ্চারণ করতে পারেন যিনি, তিনিই সমকাল পেরিয়ে চিরকালের কবিতে পরিণত হন। শামসুর রাহমান সেই চিরদিনের প্রিয় কবি।

অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বলেন, শামসুর রাহমানের কবিতায় বাংলাদেশের বিবর্তনরেখা ধরা আছে। তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠ আমাদের যেন বাংলাদেশের ভূগোলে ভ্রমণ করায়। শামসুর রাহমান এবং তাঁর প্রজন্ম আমাদের কবিতাকে আধুনিকতার গভীর ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি বলেন, শামসুর রাহমানের দৃঢ়-কোমল ব্যক্তিসত্তার প্রতিচ্ছায়া আমরা তাঁর কবিতাতে লক্ষ করি। তাঁর কবিতায় হৃদয়ের আনন্দিত-বিষাদিত অভিষেক যেমন ঘটে তেমনি জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্পেও রক্তিম।

অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান বলেন, হৃদয়ের গভীর আকুতির সঙ্গে পরিপার্শ্বের ভীষণ কোলাহল শামসুর রাহমানের কবিতায় অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর কবিতা যেমন একান্ত পাঠের সামগ্রী তেমনি মাঠে-ময়দানে সামষ্টিক কণ্ঠে উচ্চারণ-উপযোগী হয়ে উঠেছে সর্বত্রগামী।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, শামসুর রাহমান যেন ছিলেন রূপকথার কবি। তিনি তাঁর অসামান্য মেধা ও শ্রমের যুগলবন্দির সম্মিলনে বাংলা কবিতার আয়তন বৃদ্ধি করেছেন। শামসুর রাহমান কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসকে ধারণ করেছেন। এদেশের সংকটে-সংগ্রামে শামসুর রাহমান আমাদের কাছে নিত্য-প্রাসঙ্গিক হয়ে বিরাজ করেন।

১২.৬ বিভীষিকাময় ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভা

বাংলা একাডেমি ৬ই ভাদ্র ১৪২৯/২১ই আগস্ট ২০২২ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ২০০৪ সালের বিভীষিকাময় ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *২১শে আগস্ট ১৫ই আগস্টের ধারাবাহিকতা* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লেখক-গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুছ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট যাঁকে টার্গেট করে গ্রেনেড বর্বরতা সংঘটিত করেছিল, সেই দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভস্মস্তূপ আর রক্তকুণ্ড থেকে ফিরে এসেছেন। গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতোই তিনি বিজয়ী আকাশে দিয়েছেন সাহসী উড়াল। তাই আবার বাংলাদেশে জয় হয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবিরোধী শান্তিবাদী চেতনার, উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ও স্থিতিশীলতার। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে এই দেশ তাঁরই হাত ধরে পৌঁছেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতায়।

প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সুভাষ সিংহ রায় বলেন, এখনো ১৫ এবং ২১শে আগস্টের ঘাতকেরা শেখ হাসিনার দিকে বন্দুকের নল তাক করে আছে। এদের সমূলে উৎপাটনের এখনই সময়। শেখ হাসিনার ওপর হামলার অর্থ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার শেষ আশ্রয়ের ওপর আক্রমণ। পক্ষ-বিপক্ষ সব মহলই স্বীকার করবেন, শেখ হাসিনা বাঙালির স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের এখন শব্দব্রহ্ম। লোকায়ত বাংলার ইহজাগতিকতার বীজমন্ত্র। তাই ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ১৫ই আগস্টের ধারাবাহিকতা।

গোলাম কুদ্দুছ বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের ব্যর্থতা ছিল বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া। ২০০৪ সালে যেন সেই অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদন করতে তারা শেখ হাসিনাকে লক্ষ করে গ্রেনেড হামলা

পরিচালনা করে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বহু রক্তপাত ও হতাহতের পরও শেখ হাসিনা সেদিন ঐশ্বরিকভাবে বেঁচে ফিরেছেন। মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক-জঙ্গিবাদী অপশক্তি যেন বাংলাদেশে আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য আমাদের সচেষ্ট ও সজাগ থাকতে হবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট যে নির্মম নৃশংসতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বাংলাদেশের ইতিহাসে তা যেন আর কখনোও ফিরে না আসে সেজন্য আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক এবং সন্ত্রাসবিরোধী ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

১২.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২২ বুধবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে 'শেখ হাসিনা : প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লেখক ও গবেষক কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মনিরুল আলম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শেখ হাসিনাকে নিবেদিত সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা আবৃত্তি করেন বরেণ্য বাচিকশিল্পী আহ্কামউল্লাহ। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *শেখ হাসিনা : প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সুনীতি, মানস ও দর্শনের সার্থক উত্তরাধিকার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মৌলিক কারুকৃৎ তিনি। দেশ ও জনগণের মাঙ্গলিক অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা সব সময় তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, শেখ হাসিনা কেবল তাঁর দলের জন্যই নয়, দেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। বঙ্গবন্ধু যেমন আওয়ামী লীগের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আনয়ন করেছিলেন তেমনি তাঁর রক্ত ও রাজনীতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনাও দেশের আপামর মানুষকে নিয়ে

সব সময় ভাবছেন। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং ক্লান্তিহীনভাবে সেসব স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বলেন, শেখ হাসিনা তাঁর ধারাবাহিক নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উন্নত-আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে চলেছেন, যা গোটা বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বিষয়।

সচিব মনিরুল আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, খাদ্যনিরাপত্তা, নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন এবং দুর্যোগ মোকাবেলার নতুন নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে দেশের গৃহহারা মানুষের জন্য আশ্রায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা তাঁর মানবিক সাফল্যের অন্যতম।

অসীম কুমার দে বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে প্রগতির পথে, উন্নয়নের পথে, শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর জন্মদিন মানে শুভ ও কল্যাণের পথে আমাদের সবার এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা তাঁর সংগ্রামী পথচলায় একটি জাতিকে সঠিক দিশা প্রদান করেছেন। অমানিশার অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের অভিমুখ ঠিক করেছেন। তাঁর জন্মদিনে আমাদের প্রত্যয় হোক অসাম্প্রদায়িক দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আশু বাস্তবায়ন।

১২.৮ শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি *দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস* শীর্ষক বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১লা কার্তিক ১৪২৯/১৭ই অক্টোবর ২০২২ সোমবার সকাল ১১:০০টায় বাংলা একাডেমিতে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

সকাল ১১:৩০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা এবং বাংলা একাডেমি প্রকাশিত শেখ রাসেলকে নিবেদিত ছোটোদের ছড়া-কবিতার সংকলন *দীপ্ত জয়োল্লাস*-এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশুসাহিত্যিক সুজন বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও ছিল কবিকণ্ঠে শেখ রাসেলকে নিবেদিত কবিতা-ছড়াপাঠ এবং বরেণ্য বাচিকশিল্পীদের আবৃত্তি পরিবেশনা। কবিতাপাঠে অংশ নেন কবি রুবী রহমান এবং কবি অসীম সাহা। ছড়াপাঠে অংশ নেন ছড়াশিল্পী আসলাম সানী এবং খালেক বিন জয়েনউদ্দিন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং লায়লা আফরোজ।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, রাসেল চিরশিশু, চির-সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। ঘাতকের বুলেট তাকে অকালে পৃথিবী থেকে দূরে নিয়ে গেলেও রাসেল আছে বাংলার প্রতিটি শিশুর অন্তরে, বাংলাদেশের উজ্জীবিত স্বপ্নের ভেতরে।

মোঃ আবুল মনসুর বলেন, শেখ রাসেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের উত্তরাধিকার। পঁচাত্তরের ঘৃণ্য ঘাতকের দলের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হলেও রাসেলের মতো স্বপ্নবান শিশুর কোনো মৃত্যু নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাসেলকে হত্যার মধ্য দিয়ে শিশুহত্যার যে নৃশংস ক্ষত বাংলাদেশে সৃষ্টি হয় তা আমাদের ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কিত। তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশ সকল শিশুর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি তার নেপথ্যে রয়েছে শেখ রাসেলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা।

শেখ রাসেল : নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক-শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সুজন বড়ুয়া বলেন, শেখ রাসেল, যার জীবনের ব্যাপ্তি মাত্র দশ বছর। এই বয়সের একটি শিশুকে ফুলের কলির সঙ্গেই শুধু তুলনা করা চলে অথবা ভোরের সূর্যের সঙ্গে। নম্র, নবীন, নিটোল, নিষ্পাপ অবয়ব। প্রথম দেখাতেই যার ওপর চোখ থমকে যায়। শেখ রাসেল এমনই এক ঝলমলে মেধাদীপ্ত মায়ামাখা মুখ। তিনি বলেন, শেখ রাসেল চিরশিশু। তার বয়স বাড়ে না। তার বয়স দাঁড়িয়ে আছে দশ বছরে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যাযজ্ঞের হিংস্র ঘাতকদল থামিয়ে দিয়েছে শেখ রাসেলের বয়স। সামাজিক শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ রক্ষার দায় থেকে আমরা শেখ রাসেলের জন্মদিন পালন করি, পালন করি ভালোবাসার দায় থেকে। শেখ রাসেল আমাদের প্রগাঢ় ভালোবাসার নাম, আমাদের গভীর বেদনার নাম।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, শেখ রাসেল একটি অসমাপ্ত স্বপ্নের নাম। রাসেলকে আমরা অকালে হারিয়েছি তবে আজ বাংলাদেশে শিশুকিশোররা স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে যেভাবে সর্বক্ষেত্রে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় তাদের ভেতরেই আছে একেকজন স্বপ্নবান শেখ রাসেল।

১২.৯ মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৮শে কার্তিক ১৪২৯/১৩ই নভেম্বর ২০২২ রবিবার রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার পদমদীস্থ মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্রে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সকাল ১০:৩০টায় মীর মশাররফ হোসেনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকাল ১১:০০টায় আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক ডা. কে. এম. মুজাহিদুল ইসলাম। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-গবেষক অধ্যাপক আবুল আহসান

চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জিল্লুল হাকিম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম লোকমান এবং বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ। সভাপতিত্ব করেন রাজবাড়ী জেলার জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বালিয়াকান্দি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আম্বিয়া সুলতানা।

১২.১০ ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৪শে নভেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই*-শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক হাকিম আরিফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার এক প্রণম্য নাম। তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ গবেষকদের ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পথকে প্রশস্ত করেছেন।

অধ্যাপক হাকিম আরিফ বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই উপলব্ধি করেছিলেন–শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত ভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব ও পদ্ধতি দিয়ে ভাষার ভেতরকার সংগঠনসূত্রটি উন্মোচন করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কৌশল ও পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করা। তাই মনস্থির করেই বিলাতে ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং ধ্বনিবিজ্ঞান পড়তে এসে তিনি তাঁর ধারণার সত্যতাও খুঁজে পান। তিনি বলেন, *ধ্বনিবিজ্ঞান এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, *রাজনীতি ও তোষামোদের ভাষা*, *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ* এবং *A Phonetic And Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali* গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তাঁকে স্মরণ করে আমরা মূলত আমাদের ঋণ স্বীকার করছি। আমাদের উত্তরপ্রজন্মের গবেষকদের উচিত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষার ক্রমোন্নয়ন সাধনে এগিয়ে আসা।

১২.১১ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৯শে নভেম্বর ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. মোঃ হাসান কবীর। *জগদীশচন্দ্র বসু : মিথ, সত্য এবং প্রাসঙ্গিকতা* শীর্ষক আলোচনা করেন শিক্ষক, লেখক এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী সফিক ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সচিব ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. লোকমান।

ড. মোঃ হাসান কবীর বলেন, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিশ্বের এক বিস্ময়-মানব। তাঁর উদ্ভাবন বিশ্ববিজ্ঞান আন্দোলনে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। তাঁর মতো মনীষীর অবদান কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

সফিক ইসলাম বলেন, জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা এখনো নির্মাণ করতে পারিনি। উদ্ভিদের প্রাণ এবং রেডিও আবিষ্কার সংক্রান্ত মিথে আমরা ঘুরপাক খাই। আধুনিক বিজ্ঞানবিশ্বে তিনি রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে জৈব পদার্থবিজ্ঞান নামে বিজ্ঞানের নতুন শাখায় তাঁর অভিনিবেশ এক অনন্য ঘটনা। তিনি বস্তু ও উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের এতকালকার প্রভেদ দূর করে বিজ্ঞানে প্রগতিশীল ধারার সঞ্চার করেন। অধিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় তাঁর আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ মৌলিক এবং যুগান্তসঞ্চারী। আলোচক বলেন, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানকে জিম্মি করে ব্যবসায়িক প্রবণতার বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানদর্শন ছিল সর্বজনীন মানবকল্যাণ সাধন।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের পথে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যবহারের পথ প্রদর্শন করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

১২.১২ বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১লা ডিসেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক মোঃ মোবারক হোসেন। *শিক্ষা ও গবেষণায় ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার অবদান* শীর্ষক আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

মোঃ মোবারক হোসেন বলেন, ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা বাংলাদেশের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর অবদান তুলনারহিত।

ড. নীলুফার নাহার বলেন, বিজ্ঞানচর্চায় ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার অবদান মৌলিক এবং নিত্য-প্রাসঙ্গিক। তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় দিকের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয় নিয়েও সমান আগ্রহী ছিলেন; কারণ তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভিমুখ সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, তাঁর প্রণীত নীতিমালা এদেশে যুগোপযোগী শিক্ষা-পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার মতো মনীষী একটি জাতির আধুনিক মন ও মনন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সারাজীবন শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞানভিত্তিক সুশিক্ষিত বাংলাদেশ গঠনে প্রেরণা দিয়েছেন।

১২.১৩ সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ১২ই পৌষ ১৪২৯/২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ মঙ্গলবার বিকেল ৩:০০টায় সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রাজীব কুমার সরকার। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের *মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন-পর্বে অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রাজীব কুমার সরকার, কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার এবং আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, সৈয়দ শামসুল হক চিরজীবিত বিশ্ববাঙালি। তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে মূল্যায়ন করা অসম্ভব। কারণ এক তরুমানুষের মতো তিনি সৃষ্টিসবুজ প্রভায় নিজেকে ক্রমাগত ছাড়িয়ে গেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক : জলেশ্বরী থেকে বাংলাবিশ্বে শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার বলেন, সৈয়দ শামসুল হকের পটভূমি এ বিশাল বাংলা। তাঁর প্রিয় জলেশ্বরীর মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বকে অবলোকন করেছেন, নতুন এক সৃজনবিশ্ব নির্মাণ করেছেন যার কাছে বাঙালিকে বারবার ফিরে আসতে হবে।

আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেন, পরবর্তী প্রজন্ম সৈয়দ শামসুল হককে যেভাবে মূল্যায়ন করছেন, প্রতিদিন তাঁর রচনা পড়ছেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করছেন–সেটাই একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া।

রাজীব কুমার সরকার বলেন, সৈয়দ শামসুল হক আমাদের চিরবিস্ময়ের নাম। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র শাখায় বিচরণ করে যেভাবে এক নিজস্ব নন্দনবৃক্ষের জন্ম দিয়েছেন তা আমাদের চিরদিন অনন্য ছায়া দেবে।

ওসমান গণি বলেন, সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিজয়ের এই মাসে তাঁর *মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* প্রকাশ করতে পেরে *আগামী প্রকাশনী* গৌরবান্বিত।

সেলিনা হোসেন বলেন, সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাম। তিনি আমাদের সৃষ্টিশীলতার নতুন নতুন রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের বৈভব বৃদ্ধি করেছেন। আমাদের শিল্পসাহিত্য ও জাতিসত্তার পথপরিক্রমায় তিনি সব সময় আমাদের প্রণম্য-মানব হয়ে থাকবেন।

১২.১৪ কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৫ই মাঘ ১৪২৯/১৯শে জানুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার বেলা ৩:০০টায় বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *উত্তর-ঔপনিবেশিক চোখে মধুসূদনের কবিমন* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান। *জয়নুলের রেখার শক্তি ও স্থানিক আধুনিকতার সূত্রপাঠ* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক মোস্তফা জামান। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রাজীব কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির সংস্কৃতির উৎসমুখ। মধুসূদন তাঁর কবিতা ও নাটকে যেমন বঙ্গীয় পুরাণের পুনর্জন্ম সংঘটিত করেছেন, জয়নুল আবেদিন তেমনি তাঁর তুলির লড়াইয়ে বাংলা চিত্রকলায় নতুন যুগের সঞ্চার করেছেন।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চোখে মধুসূদনের কবিমন শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান বলেন, মধুসূদনের মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য এবং নাটকে আবহমান বাংলার ইতিহাস-পুরাণ-লোকাচার বৈশ্বিক রূপরীতিতে ফুটে উঠেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক চোখে মধুসূদনের কবিমনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা অনুধাবন করব উপনিবেশিত কালপর্বে তিনি কী অমিত শক্তিতে স্বাধীনতার অভীপ্সাকে ধারণ করেছেন।

জয়নুলের রেখার শক্তি ও স্থানিক আধুনিকতার সূত্রপাঠ শীর্ষক প্রবন্ধে মোস্তফা জামান বলেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন রেখা ও রঙে গণজীবনের কথা বলেছেন। তাঁর চিত্রকর্মে নিবিড় অবলোকন করলে আমরা দেখতে পাই সেখানে পরিস্ফুট দেশজ আধুনিকতার সূত্রসার। তাঁর রেখার শক্তি মূলত লোকমানুষেরই শক্তি, তাঁর স্থানিক আধুনিকতার সাধনা মূলত বৈশ্বিক আধুনিকতা।

রাজীব কুমার সরকার বলেন, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাধনা বাঙালিত্বের সাধনা, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কবিতা ও নাটকে নারীর শক্তিমত্তা এবং মমতাময় রূপকে অনন্য ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছেন। অপরদিকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্মে বাংলার সংগ্রামী নারী-পুরুষ চিত্রভাষা লাভ করেছে।

১২.১৫ ফোকলোর বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৫ই মাঘ ১৪২৯/১৯শে জানুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০টায় বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ফোকলোর বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *জসীমউদ্‌দীন এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : উদ্বোধন ও আরোহণ* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক, সম্পাদক ও আলোকচিত্রশিল্পী নাসির আলী মামুন। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রাজীব কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, জসীমউদ্‌দীন এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন উভয়ই বাংলার লোক-আত্মাকে ধারণ করে সারাজীবন শিল্পচর্চা করেছেন। তাঁদের সৃষ্টির নানামাত্রিকতা বাংলার শিল্পসংস্কৃতির ভুবন সমৃদ্ধির শিখর স্পর্শ করেছে।

জসীমউদ্‌দীন এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : উদ্বোধন ও আরোহণ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে নাসির আলী মামুন বলেন, জসীমউদ্‌দীনের *নকশীকাঁথার মাঠ*, *সোজনবাদিয়ার ঘাট*সহ তাঁর কবিতা, গদ্য, গান, ফোকলোর এবং সামগ্রিক জীবনচর্যায় লোকমানস অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠেছে। অপরদিকে মুহম্মদ

মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত ও সম্পাদিত *হারামণি* বাংলার লুপ্ত লোকজ সম্পদের অমলিন ভান্ডার। তাঁদের স্মরণ ও চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান পাই।

রাজীব কুমার সরকার বলেন, জসীমউদ্‌দীন এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের লোকজ বীক্ষা আমাদের শিল্পসাহিত্যের অঙ্গনকে প্রসারিত করেছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, জসীমউদ্‌দীন এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল বাংলা ও বাঙালির লোকমানস। তাঁদের সৃষ্টিতে এদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন অনুপম মমতায় ভাস্বর হয়েছে।

১২.১৬ বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

বরেণ্য কবি, লেখক ও নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে বাংলা একাডেমি ৬ই আষাঢ় ১৪৩০/২০শে জুন ২০২৩ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির উপপরিচালক ড. সাইমন জাকারিয়া। একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

সাইমন জাকারিয়া বলেন, সুফিয়া কামাল মানেই প্রগতির পথে, মুক্তির রথে অনন্ত আলোকযাত্রা। প্রতিকূল পরিবেশে মানবমঙ্গলের বিজয়কেতন উড়িয়ে তিনি বাংলার ইতিহাসে জননী সাহসিকারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, সুফিয়া কামাল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শোক-দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন। এই কাজে তাঁর কোনো বিরতি ছিল না, অবসর ছিল না। তিনি রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙেছেন, প্রগতির পতাকা উড়িয়েছেন এবং জোর গলায় বলতে চেয়েছেন–'নিশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে'।

হাসনা জাহান খানম বলেন, সুফিয়া কামাল আমৃত্যু নারী অধিকার, মানবসাম্য এবং আধুনিক সমাজ ও স্বদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে গেছেন। সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন, তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামগ্রিক অগ্রসরমানতা নিশ্চিত করেছেন।

মোখলেছুর রহমান আকন্দ বলেন, সুফিয়া কামালের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নারী অধিকার এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর লড়াই আমাদের চিরকালীন অনুপ্রেরণার উৎস।

সেলিনা হোসেন বলেন, কবি সুফিয়া কামাল কবিতা ও কর্মিতায় এক কোমল-কঠোর নাম। সুফিয়া কামালের কবিতা যেমন মানব-অনুভবের কোমল মহাদেশকে স্পর্শ করে তেমনি তার নারী আন্দোলন, কুসংস্কার-বিরোধী অবস্থান এবং মানবমুক্তির আবাহন কঠোর সত্যের বার্তাবহ।

১৩. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

১৩.১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২রা শ্রাবণ ১৪২৯/১৭ই জুলাই ২০২২ রবিবার বিকেল ৩:০০টায় একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে *চর্যাপদ ও দোহাকোষের অনুবাদ : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পের ক্ভার্নে এবং সাম্প্রতিক ঐতিহ্য* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাকোতো কিতাদা। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মাসাহিকো তোগওয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক নূরুন্নাহার খানম।

স্বাগত বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠায় যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতো মনীষীদের মহৎ স্বপ্ন কাজ করেছে তেমনি একাডেমিও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে স্মরণে রেখেছে নানা মাত্রিকতায়। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা একাডেমির মূল ভবন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশ করেছে *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ* এবং *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলি*; যা পাঠক সমাজের বিপুলভাবে আদৃত হয়েছে।

একক বক্তা অধ্যাপক ড. মাকোতো কিতাদা বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক চর্যাপদের ফরাসি অনুবাদ যা ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় তা বিংশ শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষকদের জন্য এটি পিরামিডের সদৃশ গবেষণাকর্ম। তিনি বলেন, পের ক্ভার্নে শহীদুল্লাহ্র গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করে, তিব্বতি অনুবাদ ও মুণিদত্তের সংস্কৃত টীকার ব্যাখ্যা ব্যবহার করে, চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর সেই অনুবাদ আজ পর্যন্ত সবচেয়ে সম্পূর্ণ অনুবাদ বলে পরিগণিত হয়। এভাবে প্রতীয়মান হয় চর্যাপদ ও দোহাকোষকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অবদান অনস্বীকার্য।

সভাপতির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর সারাজীবনের সাধনায় আমাদের মাঝে সঞ্চার করেছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিসীম মমতা। তিনি যেমন ভাষাতাত্ত্বিক কারণে আমাদের কাছে স্মরণীয় তেমনি বাংলা ভাষার পক্ষে লড়াইয়ের জন্যও স্মরণযোগ্য। বৈরী বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তিনি অসমসাহসে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছেন এবং আরবি ও রোমান হরফে বাংলা প্রচলনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

১৩.২ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ছিল গত ৫ই আগস্ট ২০২২। এ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৩শে শ্রাবণ ১৪২৯/৭ই আগস্ট ২০২২ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন নাট্যজন সাধনা আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, শহিদ শেখ কামাল ছিলেন বাংলার উজ্জীবিত তারুণ্যের প্রতীক এবং যুবসমাজের অহংকার। তাঁর জীবন থেকে আজকের তরুণ-যুবকদের দেশগঠনের শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।

সাধনা আহমেদ বলেন, শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন একজন শিল্পী-মানুষ। তাঁর জীবন ও কর্মজুড়ে শিল্পের সুকুমার ছায়া বিস্তৃত ছিল। তিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনন্য যোদ্ধা যেমন ছিলেন তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়া আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামেও জড়িত ছিলেন ওতপ্রোতভাবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা ও রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও শেখ কামাল অতি সাধারণ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ব্যক্তিত্বের ভেতর যেমন উদার-নম্র-সংগ্রামী চিত্তের সমাবেশ ঘটেছিল তেমনি ভাষাপ্রেম, সংস্কৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম অর্থাৎ মানবপ্রেমের প্রগাঢ় সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। আবাহনী ক্রীড়া চক্র, ঢাকা থিয়েটার এবং স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী যেমন তাঁর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সক্রিয়তার উত্তরধিকার বহন করে চলেছে তেমনি বাংলার অদম্য তারুণ্য মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ কামালের আদর্শ যথাযথভাবে লালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৩.৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২৬শে আশ্বিন ১৪২৯/১১ই অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানে *দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি মহান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একাডেমির মূল মিলনায়তনের নামকরণ করেছে 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন'। সাহিত্যবিশারদের রচনাবলি, অভিভাষণসমগ্র, জীবনী ও নিবেদিত প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে একাডেমি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানকে স্মরণ করেছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি আগামী বছর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মবার্ষিকী আরও বর্ণাঢ্য পরিসরে পালন করবে এবং সাহিত্যবিশারদকে নিয়ে এ পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশ করবে।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম বলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদী কেতায় সাহিত্যবিশারদকে পাঠ করা সম্ভব; আর সেক্ষেত্রে দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সাহিত্যবিশারদের সামগ্রিক আত্মসত্তার চিহ্নায়নে বাঙালি মুসলমান বা মুসলমান পরিচয়ও খুবই গভীর ও কার্যকরভাবে উপস্থিত। সেক্ষেত্রে দোভাষী পুথির প্রতি তাঁর প্রবল বিরাগ বা বিতৃষ্ণার ব্যাখ্যা এতটা সহজ হয় না। তিনি বলেন, কলকাতায় বিকশিত পুরোনো পুথি সম্পাদনা ও প্রকাশের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি সাহিত্যবিশারদের দোভাষী পুথি-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম উৎস। তৎকালীন মুসলমান এলিটের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ চিহ্ন বহন করে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন উদারনীতিবাদী ও সম্প্রদায়-সমন্বয়ের চালু কেতাগুলো দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন এক অসাধারণ বঙ্গীয় মনীষা। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বিতর্কের আদিপর্বে বাংলার পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পাশাপাশি বাঙালির আত্মসত্তা বিকাশের পূর্ণ পরিচয় ধারণ করেছে সাহিত্যবিশারদের পুথিসাধনা, লোকসংস্কৃতিচর্চা এবং তাঁর সামগ্রিক জীবনসংগ্রাম।

১৩.৪ ভাষাসংগ্রামী ও শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ১৭ই কার্তিক ১৪২৯/২রা নভেম্বর ২০২২ বুধবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ভাষাসংগ্রামী ও শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিস্ময়কর অবদান* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন কবি ও প্রবন্ধকার অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা করেন শহিদ

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্য আরমা দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার কথা প্রথম উত্থাপন করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করেন। সেই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

প্রবন্ধ উপস্থাপন অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার জন্য, বাংলাদেশের জন্য আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন, জীবন দিয়েছেন। বৈরী পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতির জন্য তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় আচরণ ও মনোভঙ্গির মধ্যেও তিনি তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করে কোথাও যাননি। বরং অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর এই লড়াইয়ের ফলেই হয়তো ১৯৭১ সালে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করার পথ বেছে নেয়। তিনি বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করুক বা না-ই করুক, বাংলাদেশের আত্মা থেকে তাঁকে কখনোই বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত করা যাবে না।

আরমা দত্ত এমপি বলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দেশের জন্য, ভাষার জন্য লড়াই করেছেন এবং সেই দেশের মাটিতেই তাঁকে রক্তাক্ত পরিণতি বহন করতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যথাযথভাবে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য হলেও আমরা এক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছি। তিনি বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তাঁর নামে একটি চত্বর ও তাঁর আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করা জরুরি।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের জাতিসত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছেন। তিনি শুধু বীর ভাষাসংগ্রামীই নন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদও বটে। তাঁকে স্মরণ করা মানেই বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয় ও অমর চেতনাকে স্মরণ করা।

১৩.৫ গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ দীনেশচন্দ্র সেনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ১৮ই কার্তিক ১৪২৯/৩রা নভেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *খাঁটি বাঙালি সারস্বত সাধক দীনেশচন্দ্র সেন* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের

অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ৩রা নভেম্বর জেলহত্যা দিবস স্মরণে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে নিহত চার জাতীয় নেতা স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, দীনেশচন্দ্র সেন লোকায়ত বাংলার এক অনন্য মনীষার নাম। তিনি বৃহৎ *বঙ্গ* গ্রন্থের মাধ্যমে যেমন বাংলার লোক-ইতিহাসকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তেমনি তাঁর জীবনব্যাপী লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চা বাংলা ফোকলোরকে বিশ্বপরিসরে উপস্থাপন করেছে।

অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত প্রেক্ষাপটকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আলোর পরিসরে নিয়ে এসেছেন। জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা এবং শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর সারাজীবন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিচর্চায় নিবেদন করে গেছেন। ধর্মীয় রক্ষণশীল পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত লোক-ঐতিহ্যের ধারাকে শক্তিশালী করেছেন; আজকের দিনেও যার প্রাসঙ্গিকতা প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন *মৈমনসিংহ গীতিকা*, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*'র মতো অসামান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে দীনেশচন্দ্র সেন বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত ধারাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। জীবনব্যাপী সাধনায় বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকায়নে অসামান্য ভূমিকা পালন করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৩.৬ ভাষাসংগ্রামী, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২২শে কার্তিক ১৪২৯/৭ই নভেম্বর ২০২২ সোমবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। *মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও তাঁর 'সীমান্ত' পত্রিকা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, আমাদের প্রগতিশীল শিল্পসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অবিকল্প নাম ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতার এই কবির প্রতি জাতি হিসেবে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত *সীমান্ত* পত্রিকাটি আমাদের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ভারতভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র তিন মাসের মাথায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা চট্টগ্রাম থেকে *সীমান্ত* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এই পাঁচ বছরই ছিল *সীমান্ত-এর* আয়ুষ্কাল। সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ধারণা মতে এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে *সীমান্ত*-এর আটচল্লিশটির মতো সংখ্যা বেরিয়েছিল। বৈরী পরিস্থিতিতে এবং সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কালে *সীমান্ত* পত্রিকার দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা প্রকাশ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী প্রজ্জ্বলিত করেছেন চেতনার অনির্বাণ শিখা। তিনি বলেন, প্রথম জীবনে যে অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক চেতনা, সংগ্রামী মানবতা ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতাবোধ তাঁকে প্রাণিত করেছিল, আমৃত্যু তিনি তাকে ধারণ ও বহন করেছেন; পরবর্তী জীবনে তাঁর কাব্যচর্চা, সাংবাদিকতা, স্মৃতিচারণমূলক রচনা ইত্যাদিতে যার প্রতিফলন ঘটেছে।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী একাধারে কবি, সাংবাদিক, ভাষাসংগ্রামী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। ভাষা আন্দোলনের অমর কবিতার লেখক হিসেবে আমাদের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। এছাড়াও সারাজীবন কবিতায় ও সক্রিয়তায় তিনি শুদ্ধতা, সদাচার ও মানবমঙ্গলের গান গেয়েছেন। তিনি বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত *সীমান্ত* পত্রিকার সবকটি সংখ্যা সন্ধান করে বাংলা একাডেমি সংগ্রহ আকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী যার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য বাঙালির সংগ্রামের প্রামাণ্যরূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

১৩.৭ কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২৫শে কার্তিক ১৪২৯/১০ই নভেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। *জোছনার কবি হুমায়ূন আহমেদ : মানুষ ও লেখক* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান এবং ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা করেন লেখক, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার শাকুর মজিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সবার প্রিয় কথাশিল্পী। তাঁর কথাসাহিত্যে এ দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের চিরায়ত জীবন অসামান্য শিল্পব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়েছে।

শাকুর মজিদ বলেন, হুমায়ূন আহমেদ শুধু একজন লেখকই নন, তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক, গীতিকার, নাট্যকার এবং সর্বোপরি একজন স্বপ্নবান মানুষ। তিনি জীবনের বৈচিত্র্যকে সাহিত্যে সার্থক রূপ দিয়েছেন। দশকের পর দশক তাঁর একেকটি বইয়ে তিনি নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। সাহিত্যের সমান্তরালে হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্রে নিজের দক্ষতা এবং নতুনত্বের প্রমাণ রেখেছেন। তিনি বলেন, হুমায়ূন আহমেদ এক প্রকার অকালেই প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু বাংলার জ্যোৎস্নাময় আকাশে তিনি চিরদিনই থেকে যাবেন তাঁর সৃষ্টির বৈভবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, হুমায়ূন আহমেদের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যকর্মে আমরা মানবমঙ্গলের সুর শুনতে পাই। তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসে এদেশের মানুষের অসাধারণ মুখচ্ছবি অঙ্কন করেছেন যা কখনো মলিন হওয়ার নয়।

১৩.৮ রোকেয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯/৮ই ডিসেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার বেলা ১২:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *নারী জাগরণে রোকেয়া সাখাওয়াতের অবদান ও সাম্প্রতিক ভাবনা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, রোকেয়া নারীমুক্তির গান গেয়েছেন এবং একই সঙ্গে মানবসাম্যের কথা বলেছেন। তাঁর যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা, রচনা এবং লড়াই বাংলার নারীদের মুক্তির পথ অবারিত করেছে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মাঙ্গলিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেন, রোকেয়া তাঁর সময় থেকে অগ্রসর মানুষ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও সক্রিয়তা নিবেদিত ছিল নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে। তিনি নারীকে তার অধিকারের প্রশ্নে জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকেও জাগানোর চেষ্টা করেছেন, যেন নারীকে তার প্রাপ্য স্থান বুঝিয়ে দিতে পুরুষেরা কার্পণ্য না করে। তিনি বলেন, রোকেয়া যেমন তাঁর সমকালে ছিলেন অমূল্যায়িত তেমনি এখনো অনেকটা অনাবিষ্কৃত। রোকেয়াকে প্রকৃত মূল্যায়ন এবং আবিষ্কার করতে হলে তাঁর চিন্তা ও কর্মের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, রোকেয়া বিশ্ব নারী আন্দোলনের এক সাহসী যোদ্ধা। তিনি নারীদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত এবং তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে নারীপুরুষ সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩.৯ ভাষাসংগ্রামী অজিত কুমার গুহ স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৩০শে চৈত্র ১৪২৯/১৩ই এপ্রিল ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ভাষাসংগ্রামী অজিত কুমার গুহ স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। একক বক্তৃতা প্রদান করেন মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. কুদরত-ই-হুদা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত জনস্বাস্থ্য চিন্তাবিদ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং কবি ইকবাল হাসানের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, অজিত কুমার গুহ এক কিংবদন্তির নাম। মহান ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক ড. কুদরত-ই-হুদা বলেন, অজিত কুমার গুহ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে এক অনিবার্য নাম। যদিও তাঁর সম্পর্কে গবেষণা অত্যন্ত সীমিত। নিকটজনদের স্মৃতির আয়নায় তিনি যেভাবে ধরা দেন, তাতে আমরা এক অসাম্প্রদায়িক, সাম্যবাদী, আদর্শনিষ্ঠ বাঙালির প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে পারি। তিনি কালিদাসের *মেঘদূত*'সহ রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন যা কয়েক প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। তিনি বলেন, অজিত কুমার গুহের স্বল্পসংখ্যক কিন্তু বৈশিষ্ট্যময় রচনাকর্ম একত্র করলে এবং তাঁকে নিয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষণা পরিচালনা করলে আমাদের কাছে তাঁর স্বরূপ স্পষ্ট হবে।

মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ বলেন, অজিত কুমার গুহ আজকের প্রজন্মের কাছে এক বিস্মৃত নাম। তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রয়োজনে তাঁকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ভাষা আন্দোলনসহ এদেশের জনজাগরণের ইতিহাসে অজিত কুমার গুহ নেপথ্যের প্রেরণা-মানব হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত আমাদের সমৃদ্ধ অতীতকেই আলোকিত আগামীর প্রয়োজনে স্মরণে রাখি।

১৪. অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠান

১৪.১ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু জীবনী গ্রন্থমালা' বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি শোকের মাসের 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে

১৮ই শ্রাবণ ১৪২৯/২রা আগস্ট ২০২২ মঙ্গলবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু জীবনী গ্রন্থমালা-বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর তিনটি জীবনীগ্রন্থ (*সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু* : আসাদ চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা* : সুব্রত বড়ুয়া এবং *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু* : শাহ্জাহান কিবরিয়া) বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক, লেখক-গবেষক ড. আমিনুর রহমান সুলতান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

সূচনা বক্তৃতায় মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও স্বপ্নকে ধারণ করে বাঙালির সাংস্কৃতিক অগ্রসরমানতার প্রতীক হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা একাডেমিই প্রথম বঙ্গবন্ধু-গবেষণার সূত্রপাত করে। তারই ধারাবাহিকতায় একাডেমি প্রকাশ করেছে লেখক বঙ্গবন্ধুর দুটো মহাগ্রন্থ *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা নয়াচীন*। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রকাশমান বঙ্গবন্ধুবিষয়ক ১০০টি নতুন বই বঙ্গবন্ধু-চর্চায় নতুন মাত্রিকতা যোগ করবে।

আলোচক ড. আমিনুর রহমান সুলতান বলেন, বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানই শুধু নয়; বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম বিকাশভূমি এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের কেন্দ্র। একাডেমি তার অঙ্গীকারের জায়গা থেকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সূত্রপাত করে। এরই অংশ হিসেবে দেশের তিনজন বিশিষ্ট লেখক এবং তৎকালে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা আসাদ চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া এবং শাহ্জাহান কিবরিয়ার রচনায় বঙ্গবন্ধুর তিনটি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। এই গ্রন্থত্রয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্ম তথ্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি সব শ্রেণির পাঠকের অনুধাবনগম্য ভাষা ও শৈলীতে বিবৃত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত তিনটি জীবনীগ্রন্থ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে এখনো সমান আবেদন নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে সেলিনা হোসেন বলেন, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ বঙ্গবন্ধুর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। একাডেমি বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশাতেই বঙ্গবন্ধু-চর্চার সূচনা করে। এরই অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ যা বঙ্গবন্ধু- গবেষণায় অসামান্য গুরুত্বের দাবিদার।

১৪.২ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি' বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে ১৯ই শ্রাবণ ১৪২৯/৩রা আগস্ট ২০২২ বুধবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত, মোনায়েম সরকার ও অন্যান্য প্রণীত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* (১ম ও ২য় খণ্ড) বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

সূচনা বক্তৃতায় মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু-চর্চার অন্যতম স্মারক বিশিষ্ট গবেষক মোনায়েম সরকার ও অন্যান্য প্রণীত দুই খণ্ডের গ্রন্থ *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*। এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল, বর্ণিল, সংগ্রামী জীবন ও কর্মের প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র এবং তথ্যাবলি অসাধারণ গবেষণা-পদ্ধতিতে তুলে ধরা হয়েছে; যা বঙ্গবন্ধু-গবেষকদের তো বটেই, সাধারণ পাঠকের কাছেও আগ্রহোদ্দীপক বলে পরিগণিত হবে।

ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, গবেষক মোনায়েম সরকার প্রণীত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* গ্রন্থের দুটো খণ্ড বাংলা একাডেমির অসাধারণ প্রকাশনা। এই গ্রন্থের প্রামাণ্যকরণে অংশ নিয়েছেন দেশবরেণ্য সাংবাদিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ভাষাসংগ্রামী এবং গবেষকবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে যে চর্চা ও গবেষণা শুরু হয়েছিল, ১৯৭৫-এর পনেরোই আগস্ট ঘাতকদের নৃশংসতায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তা আরও বিস্তৃত হয়। তাঁকে দৈহিকভাবে হত্যা করা গেলেও আদর্শিকভাবে তাঁর মতো মহানায়কের কোনো মৃত্যু নেই বলেই তিনি বারবার লেখক-গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার উৎসবিন্দু হিসেবে কাজ করে চলেছে। একই সঙ্গে তা বাংলাদেশের রাষ্ট্র-রাজনীতি বিষয়েও নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণের আকরগ্রন্থ।

অসীম কুমার দে বলেন, বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু-চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* গ্রন্থটির দুটো অসামান্য খণ্ড এরই বলিষ্ঠ সাক্ষ্য।

সভাপতির বক্তব্যে সেলিনা হোসেন বলেন, লেখক-গবেষক মোনায়েম সরকার এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ দীর্ঘ পরিশ্রম, মেধা এবং অঙ্গীকারকে সঙ্গী করে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক অসাধারণ একটি সংকলনের দুটো খণ্ড প্রণয়ন করেছেন এবং বাংলা একাডেমি তা প্রকাশ করেছে। এই অসাধারণ গ্রন্থের অনুপুঙ্খ পাঠ আমাদের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, বীরত্ব এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে।

১৪.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকী ২২শে শ্রাবণ ১৪২৯/৬ই আগস্ট ২০২২। এ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২০শে শ্রাবণ ১৪২৯/৪ঠা আগস্ট ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি লেখা : পর্যবেক্ষণ* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ফকরুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী রূপা চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সালমা আকবর।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঋদ্ধ করেছেন, ঋণী করেছেন। বাঙালি জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্যে আলোকিত করে রেখেছেন।

অধ্যাপক ফকরুল আলম বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব-পাঠকের প্রতি খেয়াল রেখে মাতৃভাষা বাংলার মতো ইংরেজি রচনার জগতেও পরিভ্রমণ করেছেন। নিজের বেশ কিছু রচনার বাংলা ভাষ্যের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষ্য যেমন তিনি প্রণয়ন করেছেন তেমনি ইংরেজিতে মৌলিক রচনা লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। বাংলার মতো তাঁর ইংরেজি রচনাও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু মানবতার সাধনা করেছেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, নানা জাতি-সম্প্রদায়ের বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষের কাছে অনুবাদের মাধ্যমে যেমন তিনি পৌঁছেছেন তেমনি তাঁর নিজের ইংরেজি রচনার মানবতাবাদী মর্মবাণীও তাঁকে বৈশ্বিক মহিমা দান করেছে।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন অমৃত করে কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মহৎ মানবাত্মার কোনো বিলয় নেই। শাস্ত্রের দেবতার বাইরে গিয়ে প্রাণের দেবতার আরাধনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন সারাজীবন মানুষের অনিঃশেষ শুভ ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তেমনি তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণেও তিনি মানুষের প্রতি শর্তহীন বিশ্বাস স্থাপন করে গেছেন। আমাদের আনন্দ-বেদনায়, দুঃখে-হর্ষে, সংকটে, সংগ্রামে ও সংকল্পে এভাবেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের একান্ত আপন করে পাই, এভাবেই তিনি আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনে চিরপ্রাসঙ্গিক।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিকতাবাদের সাধনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আজ ও আগামীতে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিকতার বহু ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাভাবনা ও পল্লি পুনর্গঠন-চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিলগ্ন কবি ও ভাবুক কিন্তু একই সঙ্গে সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তির ভূমিকাকেও স্বাগত জানিয়েছেন।

১৪.৪ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু : নানা বর্ণে নানা রেখায়' বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে ২৬শে শ্রাবণ ১৪২৯/১০ই আগস্ট ২০২২ বুধবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু : নানা বর্ণে নানা রেখায়' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মফিদুল হক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়* বঙ্গবন্ধুবিষয়ক বিচিত্র রচনার একটি সংকলন। সম্পাদকের ভাষায় 'দুই পর্বে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি সুপরিকল্পিত সংকলন'। বেশিরভাগ রচনার রীতি অনুসরণ করলে ক্রমশ টের পাওয়া যায় যে কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্য করেই বইটি রচিত। প্রথম পর্বে রয়েছে 'জীবনকথা ও মূল্যায়ন'। বইটির দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে ছড়া-কবিতা ও গান। পরের অধ্যায়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কয়েকটি গল্প। গল্পগুলোর কোনো কোনোটায় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ একাকার হয়ে গেছে।

মফিদুল হক বলেন, *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়* গ্রন্থটি অত্যন্ত সুশোভিত, সুগ্রন্থিত এবং সুসম্পাদিত। গ্রন্থটির অবয়ব ও সংকলিত লেখাগুলো থেকে একে কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক। গ্রন্থের প্রতিটি লেখাই তাৎপর্যপূর্ণ কেননা দেশের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকগণ তাদের লেখায় বঙ্গবন্ধুকে নানা মাত্রায় এখানে উপস্থাপন করেছেন। স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার এবং সরকারি-বেসরকারি শিশু সংগঠনগুলোর মাধ্যমে গ্রন্থটি শিশু-কিশোর তথা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাদের জানার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে প্রয়াত লোকসংস্কৃতিবিদ শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়* সংকলনে। কেবল কিশোর পাঠক নয়, বঙ্গবন্ধুবিষয়ক স্মৃতিচারণ, ছড়া, কবিতা, গল্প ও জীবনপঞ্জিসংবলিত এ সংকলনটি সকল বয়সের পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

১৪.৫ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে ২৭শে শ্রাবণ ১৪২৯/১১ই আগস্ট ২০২২ বৃহস্পতিবার বেলা ৩:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আবুল কাসেম প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলাদেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়নের দর্শনই ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন। এ মহান রাজনীতিবিদ কেবল রাষ্ট্রদর্শনই নয়, অর্থনীতি সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন। বৈষম্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু যে অবদান রেখেছেন সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার।

ড. মুনতাসীর মামুন বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিস্ময়কর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক উপাদানগুলো কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তাকে এই গ্রন্থের লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৯৭২-১৯৭৫ সালের মধ্যে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বঙ্গবন্ধু কতটা উচ্চতায় তুলে এনেছিলেন এবং তিনি বেঁচে থাকলে আরও কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতেন, তারই একটি পূর্ণাঙ্গ আকরগ্রন্থ আবুল কাসেমের *বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন*।

আবুল মনসুর বলেন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সমাজব্যবস্থায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শনের মূলনীতি। বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন দেশে কৃষি ও শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব। এ কারণে তাঁর পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন প্রভূত প্রাধান্য পেয়েছে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, রাজনীতির মহান কবি বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথাই ছিল মানুষ এবং মানুষের কল্যাণ। তিনি যেমন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন তেমনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে অর্থনৈতিক নীতিও নির্ধারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৪.৬ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে ৩০শে শ্রাবণ ১৪২৯/১৪ই আগস্ট ২০২২ রবিবার বেলা ৩:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সাজেদুল আউয়াল প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের পিতাই নন একই সঙ্গে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্বদেশকে তিনি বিশ্বমানচিত্রে দিয়েছেন নতুন মহিমা।

রামেন্দু মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-চেতনা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে তাঁর গুরুত্বের অন্যতম কেন্দ্রভাগে রেখেছেন। তিনি বলেন, প্রয়াত সংস্কৃতিকর্মী সাজেদুল আউয়াল তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ 'বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা'তে বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সাংস্কৃতিক সাধনাকে অনুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে তুলে ধরেছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রগতিশীল অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতিচিন্তা নিত্য-প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-চেতনা তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মতোই বিস্ময়কর। তিনি গণমানুষের মঙ্গলের জন্য যেমন রাজনীতি করতেন তেমনি তাঁর সংস্কৃতি-সাধনার মূলেও ছিল সাধারণ মানুষের জন্য অন্তহীন ভালোবাসা ও অঙ্গীকার।

১৪.৭ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'আগস্ট ২০২১ শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' আলোচনা অনুষ্ঠানে ১লা ভাদ্র ১৪২৯/১৬ই আগস্ট ২০২২ মঙ্গলবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত 'আগস্ট ২০২১ শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগারণ' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি মোহাম্মদ সাদিক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি আগস্ট ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু স্মরণে মাসব্যাপী অনলাইন আলোচনা, কবিতাপাঠ এবং আবৃত্তি পরিবেশনার যে আয়োজন করেছিল তারই প্রামাণ্যরূপ ধারণ করা আছে *আগস্ট ২০২১ শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ* গ্রন্থে। গত বছরের মতো এ বছরও আমরা বঙ্গবন্ধু স্মরণে আগস্ট মাসজুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করছি।

কবি মোহাম্মদ সাদিক বলেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি আমাদের সামষ্টিক অগ্রগমনের প্রয়োজনে। কারণ বঙ্গবন্ধুর মহাজীবনেই রয়েছে বাংলাদেশের ইতিবাচক আগামীর সমস্ত প্রণোদনা। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি আগস্ট ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু স্মরণে মাসব্যাপী যে অনন্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে তার প্রামাণ্য দলিল সুচারুরূপে সংকলিত হয়েছে একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত 'আগস্ট ২০২১ শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু-চর্চার এক অসামান্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বাংলা একাডেমির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং অবিচ্ছেদ্য। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ যেমন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত তেমনি একাডেমিও বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে আসছে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। আগস্ট ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বঙ্গবন্ধু-স্মারক অনুষ্ঠানমালার এই সংকলন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৮ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা' গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে সোনার বাংলা' শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠানে ২রা ভাদ্র ১৪২৯/১৭ই আগস্ট ২০২২ বুধবার বেলা ২:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা* গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি নাসির আহমেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন লেখক ও গবেষক কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকথা অতি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন আমাদের সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। বাংলা একাডেমি এমন একটি অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশক হতে পেরে আনন্দিত।

কবি নাসির আহমেদ বলেন, সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক। তিনি যখন শিশুদের উপযোগী করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী লেখেন তখন তা

একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা* এই কারণে একটি বড়ো ঘটনা। শিশুদের জন্য এরকম জীবনীগ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমগ্র জীবন শিশুদের উপযোগী করে লেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ভাষার দিকে লক্ষ রাখতে হয়, ঘটনা, বর্ণনার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হতে হয় এবং জীবনকথা তুলে ধরতে হয় এমন একটি আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় যাতে শিশুরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বইটি পড়ে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির জীবনকথা শিশুদের কাছে অতি মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন বাংলা ভাষায় এই বরেণ্য লেখক।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বলেন, বাঙালির হাজার বছরের কোনো এক পুণ্যবলেই বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা জন্ম নিয়েছিলেন বাঙালির ঘরে। হতদরিদ্র, নিপীড়িত এক মানবগোষ্ঠীকে একটি জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন বাংলার বীর সন্তান বঙ্গবন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা নিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের রচিত *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা* গ্রন্থের মাধ্যমে শিশু-কিশোরেরা বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে যথাযথভাবে চিনতে সক্ষম হবে এবং তাঁর মতো আত্মবিসর্জন ও ত্যাগের মহিমায় দেশের প্রয়োজনে নিজেদের নিবেদিত রাখবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতা হঠাৎ করেই আবির্ভূত হন না। দীর্ঘ সময়ের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই বঙ্গবন্ধুকে মহান নেতায় পরিণত করেছিল। কালজয়ী সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা* পাঠের মাধ্যমে এদেশের শিশু-কিশোরেরা এই মহান নেতার জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে।

১৪.৯ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১২ই ভাদ্র ১৪২৯/২৭শে আগস্ট ২০২২ শনিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। দিবসটি স্মরণে বাংলা একাডেমি ১০ই ভাদ্র ১৪২৯/২৫শে আগস্ট ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য সংযোজন : কাজী নজরুল ইসলামের গল্প' শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শিরীণ আখতার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউট-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জাকীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল আলম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, নজরুল ছিলেন একই সঙ্গে বর্তমানের কবি এবং ভবিষ্যতের দ্রষ্টা। বাঙালির দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের *বিদ্রোহী* কবিতা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতাকামী আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছে বিপুলভাবে। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ছিল নজরুলের বিশেষ অনুধ্যানের বিষয়। তাই তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনায় বারবার ফুটে ওঠেছে এই অমর বাক্য 'বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক'। তিনি বলেন, নজরুলের গল্প বিষয়বৈচিত্র্য, শৈলী-সংস্থান এবং ভাষারূপে মৌলিক ও স্বতন্ত্র।

অধ্যাপক শিরীণ আখতার বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা এবং গানের মতোই বাংলা কথাসাহিত্যেও সংযোজন করেছেন নতুন স্বর। অনন্য উপন্যাসত্রয়ীর পাশাপাশি নজরুলের গল্পগুলো বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে। নজরুলের গল্পের ভাষায় কবিতা আছে তবে তা অহেতুক কাব্যাক্রান্ত নয়। প্রেম-বিরহ যেমন নজরুলের গল্পের এক বিশিষ্ট অঞ্চল তেমনি তাঁর কিছু গল্পে পূর্ববঙ্গের শ্যামল প্রান্তরের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না এবং লোকবিশ্বাস অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়েছে। তিনি বলেন, নজরুলের কবিতার মতোই তাঁর গল্প নিয়ে গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন বলেন, নজরুলের গল্প বাংলা কথাসাহিত্যের সীমানাকে সম্প্রসারিত করেছে। নজরুলের কবিতা এবং গানের মতো গল্পেও তাঁর বাঁধনহারা জীবন প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তবে গল্পে তিনি তাঁর অবদান অনুপাতে যথাযথ মূল্যায়ন ও মনোযোগ লাভ করেননি। বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের অবদান শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

মনিরুল আলম বলেন, কবি নজরুলকে সঠিকভাবে চিনতে হলে নতুন করে নজরুল পাঠ ও চর্চা অত্যন্ত জরুরি। নজরুলকে চেনার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী-বর্ণিল অধ্যায়কেই অনুধাবন করতে সক্ষম হব।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বাঙালির সমন্বিত সংস্কৃতির বিভা-লাবণ্য ছড়িয়ে আছে নজরুলের সৃষ্টিসমগ্রে। তাঁর কবিতা, গল্প ও গানে ব্যবহৃত ধর্মীয় বা পৌরাণিক উপাদানকে তিনি শাস্ত্রের সীমিত গণ্ডি ছাপিয়ে মানবিক উচ্চতায় রূপকায়িত করেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার দুর্গ ভাঙতে নজরুলের অবদান তুলনারহিত ও ঐতিহাসিক।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী ফাতেমা-তুজ জোহরা এবং নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাচিকশিল্পী মো. শওকত আলী।

১৪.১০ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রবীন্দ্র-গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

২৮শে ভাদ্র ১৪২৯/১২ই সেপ্টেম্বর ২০২২ সোমবার সকাল ১০:০০টায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রবীন্দ্র-গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি নানান কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সকালে আহমদ রফিকের ইস্কাটনস্থ বাসভবনে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আহমদ রফিক রচনাবলি (১ম খণ্ড)* লেখকের হাতে তুলে দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। এ সময় বাংলা একাডেমির পরিচালক মোবারক হোসেন এবং নূরুন্নাহার খানম উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০:০০টায় বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আহমদ রফিকের জন্মবার্ষিকী কেন্দ্র করে অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সূচনা বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। *আহমদ রফিক : সমকালে ও উত্তরকালে* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক খান মাহবুব। প্রধান অতিথির বক্তৃতা প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত জাতীয় সংসদের উপনেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি'র প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, আহমদ রফিক মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত রাজপথ থেকে সংগ্রাম করে চলেছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য এবং একটি মানবিক পৃথিবীর জন্য তাঁর এই সংগ্রাম এখনো চলছে। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা একাডেমি জীবদ্দশায় তাঁর রচনাবলির প্রকাশ কার্যক্রম শুরু করতে পেরে ধন্য।

খান মাহবুব বলেন, আহমদ রফিক বাংলার এক বহুমাত্রিক মনীষা। ভাষা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা আহমদ রফিক একই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের প্রামাণ্য ইতিহাসকারও বটে। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলজুড়ে রবীন্দ্র-গবেষণার পথিকৃৎ। আহমদ রফিক বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, পাশাপাশি তিনি এদেশের কবিতার নিষ্ঠাবান সমালোচক ও গবেষকও বটে। প্রাবন্ধিক বলেন, আহমদ রফিকের আগ্রহের এলাকা বহুধা-বিস্তৃত। তিনি দেশভাগের ভিন্নতর ইতিহাস যেমন অনুসন্ধান করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তেমনি চে গুয়েভারা, বিদ্যাসাগর, নজরুল, জীবনানন্দসহ আমাদের তরুণতর লেখকদের রচনা নিয়েও সমানভাবে বিশ্লেষণধর্মী রচনা উপহার দিয়ে চলেছেন। শতবর্ষের সীমানায় দাঁড়িয়ে একজন আহমদ রফিক আমাদের বিস্ময়।

কে এম খালিদ এমপি বলেন, ভাষাসংগ্রামী রবীন্দ্র-গবেষক আহমদ রফিক আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মানুষ। তিনি সারাজীবন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও

সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। প্রায় শতবর্ষে উপনীত হয়ে এখনো তিনি আমাদের বিচিত্রধর্মী সাহিত্যকর্ম উপহার দিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনায় বাংলা একাডেমি আহমদ রফিকের জীবদ্দশায় তাঁর রচনাবলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কারণ আমাদের সমাজে মৃত্যুর পর মনীষীদের মূল্যায়নের রীতিই বেশি প্রচলিত। কিন্তু আমরা মনে করি আহমদ রফিকের মতো গুণী মানুষদের তাঁদের জীবদ্দশায় যথাযথ মূল্যায়ন চেষ্টা করলে নতুন প্রজন্ম তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। আমরা আশা করি বাংলা একাডেমি শীঘ্রই *আহমদ রফিক রচনাবলি*'র সবকটি খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, আহমদ রফিক আমাদের চিন্তা ও মননকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম, সম্পাদনা এবং সাংগঠনিক তৎপরতা এদেশে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক বলয় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আহমদ রফিকের ৯৩তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলা একাডেমি কর্তৃক তাঁর রচনাবলির ১ম খণ্ড প্রকাশ আমাদের সবার জন্যই উদ্‌যাপনীয় বিষয়।

১৪.১১ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা, একক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. অমর একুশে বইমেলা

১৫.১ বইমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক সরদার জয়েনউদ্দিন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে প্রথম এই বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল– 'সবার জন্য বই'।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত ১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। সেই বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ওই বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোটো বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ওই সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেওয়ায় দুজন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে বইমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠকসমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী, বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

বাঙালির এই প্রাণের মেলা এখন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় আট লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে আয়োজিত হচ্ছে 'অমর একুশে বইমেলা' নামে।

১৫.২ অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ ও অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৫

জন লেখকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এদিন বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ৭টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনও করেন তিনি। উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলি (প্রথম খণ্ড), মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রচিত আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি এবং সেলিনা হোসেন ও মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত *জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২* (প্রথম খণ্ড)।

বিগত দুটি বছর কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে বইমেলা তার পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়নি। তথাপি বইমেলা চলেছে তার নিজস্ব স্বকীয়তায়। এবার কোভিড-১৯-এর প্রভাব বেশি না থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় ১লা ফেব্রুয়ারি জাঁকজমকপূর্ণভাবে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয়ের সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা ও ব্যক্তিগত উপস্থিতি এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। নির্দেশিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী মেলার স্থান, বিন্যাস, প্রবেশ-বাহির পথ, নিরাপত্তা, নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। এরকম প্রস্তুতি মেলার সাফল্যের পটভূমি নির্মাণ করে।

বাংলা একাডেমি ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান মিলে ৬০১টি প্রতিষ্ঠানকে ৯০১ ইউনিটের স্টল ৩৮টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবার এক ইউনিটের ৩২৮টি, দুই ইউনিটের ৩২২টি, তিন ইউনিটের ১৫৯টি এবং চার ইউনিটের ৯২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য ৭১টি প্রতিষ্ঠান ১১১টি ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। মেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত ও ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত মেলা চলে।

দীর্ঘদিন যাবৎ শিশু কর্নারটি একটি ছোট্ট পরিসরে আয়োজন করা হয়েছিল। অনেক অভিভাবক ও দর্শনার্থী এর পরিসর বৃদ্ধির কথা জানিয়ে আসছিলেন। সেদিকে দৃষ্টি রেখে মেলার নতুন অঙ্গ বিন্যাসে মূল প্রবেশ গেটের সঙ্গেই ডানদিকে এটিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এবারের বইমেলার শুরুর পূর্বেই প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত শিশু প্রহর ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে শিশুসহ অভিভাকেরা পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে অবগত হয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত দিনে মেলায় আসার সুযোগ পেয়েছেন। আনন্দের বিষয় এবার কোভিড-১৯-এর বিরূপ পরিস্থিতি না থাকার কারণে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য আবৃত্তি, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং বিজয়ীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অন্যান্যবারের মতো এবারও শিশু চত্বরে সিসিমপুর আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি শিশুরা উপভোগ করে।

লিটল ম্যাগাজিন চত্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চের সামনে নেওয়া হয়। মোট ১৬০টি লিটল ম্যাগাজিনকে স্টল দেওয়া হয়। লিটলম্যাগ

চত্বর এবার কেবল ভালো স্থানে, উন্মুক্ত পরিসরে হয়নি, এই চত্বরে প্রবেশের জন্য প্রসারিত ও খোলা পথ থাকায় বিশেষভাবে আকর্ষণীয়ও ছিল। এখানে দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের প্রকাশিত ম্যাগাজিন বিক্রয় এবং তাঁদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের সুযোগ পান। আমরা আশা করি, এর ফলে দেশের সাহিত্য ও শিল্পে নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে।

অমর একুশে বইমেলা পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালা অমান্য করে স্টলের কাঠামো বানানোর কারণে ৩টি প্যাভিলিয়নকে সতর্ক করে পত্র দেওয়া হয়। তারা নীতিমালার প্রতি সম্মান রেখে স্ব-স্ব কাঠামো পুনর্বিন্যাস করেন। অন্যদিকে সুস্পষ্ট কিছু নীতি ভঙ্গ করায় মেলা শুরুর প্রথম দিকে ৯টি এবং পরবর্তীকালে আরও ৮টি প্রতিষ্ঠানকে কঠোর সতর্কতামূলক পত্র দেওয়া হয়। পরে অঙ্গীকার নামা দেওয়ায় তাদের স্টল চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। মেলা শুরুর প্রথম পর্যায়ে নীতিমালা ভঙ্গের কারণে দুটি প্রতিষ্ঠানের দুটি বই কমিটি কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আরও একটি বইয়ের প্রচারণা না করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেওয়া হয়।

বইমেলার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানকে ৩টি অংশে ভাগ করে নামকরণ করা হয়। শেখ রাসেল শিশু চত্বর, বঙ্গমাতা চত্বর এবং বঙ্গবন্ধু চত্বর। এছাড়া বাংলা একাডেমি অংশকে চিত্তরঞ্জন সাহা চত্বর নামে নামকরণ করা হয়।

বাংলা একাডেমি প্রতিবারের মতো এবারও তথ্যকেন্দ্র, নামাজের স্থান, টয়লেট, ব্রেস্টফিডিং কর্নার, সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা, মোড়ক উন্মোচন, মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক এবং আগ্রহী পাঠক-ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সেবা দিয়েছে। এবার গ্রন্থমেলায় অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি হারে ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করা হয়েছে। এবার বইমেলার তথ্যফরম, আবেদনপত্র, ভাড়া গ্রহণ প্রভৃতি কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়েছে। এর ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। বইমেলা নিয়ে বাংলা একাডেমির ba21bookfair.com ওয়েবসাইট প্রস্তুত করেছে। মেলার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শক-ক্রেতাদের সেবা দিয়েছে। এছাড়া এবার প্রচুর ই-বুক, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক বই প্রকাশিত ও বিক্রি হয়েছে।

বইমেলায় এবার ৩৭৩০টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধনকৃত মোট মোড়ক উন্মোচিত বইয়ের সংখ্যা ৭২২টি।

বেশ কটি বছরের তূলনায় মেলার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মাঠে ধুলোবালির নিয়ন্ত্রণ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বইমেলায় বাংলা একাডেমিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়েছে। ২০২২ সালে বাংলা একাডেমি মেলায় মোট ৩১ দিনে ১ কোটি ৩৪ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল। এবার ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৭ দিনে বাংলা একাডেমি ৳ ১,৩৪,২৪,৭০৭.০০ টাকার বই বিক্রি করেছে।

২০২২ সালে মেলায় ৫২ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। ২০২৩ সালে প্রায় ৪৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। মেলায় স্থাপনকৃত আর্চওয়ের পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬৩,৬৩,৪৬৩ জন।

গুণিজনদের স্মৃতিতে একাডেমি এবার বইমেলায় চারটি পুরস্কার প্রদান করেছে। এগুলো হলো : চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও বইমেলা উদ্বোধন করে আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, সম্মানিত সচিব মোঃ আবুল মনসুর, বইমেলা পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি করপোরেশন, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ, ডেসা, ওয়াসা, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস, মেট্রোপলিটান পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব, আনসার, ট্রাফিক, কপিরাইট বিভাগ, সাংস্কৃতিক ও নাট্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মকর্তা এবং কর্মীবৃন্দ, ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ক্রসওয়াক কমিউনিকেশন্স লিমিটেড, মূল স্পন্সর বিকাশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা একাডেমির সম্মানিত সভাপতি, মহাপরিচালক, সচিব, সকল পরিচালক, সকল উপপরিচালক ও অন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বইমেলার আয়োজন ও সাফল্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. আবুল মনসুর, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। মেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বইমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ডা. কে. এম. মুজাহিদুল ইসলাম।

১৫.৩ অমর একুশে সেমিনার

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভাগুলোতে ২৫টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্বাচিত প্রবন্ধকার, আলোচক ও সভাপতিদের নামসহ তালিকা অমর একুশে সেমিনার ২০২৩ শিরোনামে পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৬. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই ও পত্রিকা একাডেমির বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রি হয়।

দেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থমেলা : বই বিপণনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক বছরজুড়ে বইমেলা আয়োজিত হয়। এ বছর বাংলা একাডেমি ২৯টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

বাংলা একাডেমির বিক্রি : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির মোট বিক্রি ৳ ৪,২২,৫৬,৬৯৮.০৫ (চার কোটি বাইশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত আটানব্বই টাকা পাঁচ পয়সা) টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	জেলা সাহিত্যমেলা, গোপালগঞ্জ	২-৩ জুলাই ২০২২	মো. রফিকুল ইসলাম, মো. সাইদুল ইসলাম
২	জেলা সাহিত্যমেলা, চুয়াডাঙ্গা	২-৩ জুলাই ২০২২	মীর রেজাউল কবীর, মো. ইরাদুল হক সরকার
৩	জেলা সাহিত্যমেলা, কক্সবাজার	১৪-১৫ জুলাই ২০২২	মো. মোশারফ হোসেন, মো. আ. করিম
৪	জেলা সাহিত্যমেলা, নীলফামারী	২৮-২৯ জুলাই ২০২২	মো. মহিবুর রহমান, মো. ইরাদুল হক সরকার
৫	শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে বইমেলা	১-৩১ আগস্ট ২০২২	মাহবুবা রহমান, শেখ ফয়সল আমীন, মো. মহিবুর রহমান, আবদুল মান্নান।
৬	শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে বইমেলা	১২-১৪ আগস্ট ২০২২	শেখ ফয়সল আমীন, মো. ইবাদুল হক, মো. দিনু ইসলাম
৭	জেলা সাহিত্যমেলা, ফেনী	২৬-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ আশরাফুর রহমান
৮	রাজশাহী কবিকুঞ্জ বইমেলা	২১-২২ অক্টোবর ২০২২	মীর রেজাউল কবীর, মোহাং আবদুল মান্নান
৯	নোয়াখালী বইমেলা	৮-১৫ নভেম্বর ২০২২	মীর তরিকুল ইসলাম, মোহাং আবদুল মান্নান

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১০	দিনাজপুর বইমেলা	১১-১৮ নভেম্বর ২০২২	মো. মোশারফ হোসেন, মো. সাইদুল ইসলাম
১১	কুমিল্লা বইমেলা	১৯-২৫ নভেম্বর ২০২২	মো. জিয়াউল হক, মো. আলতাফ হোসেন
১২	জেলা সাহিত্যমেলা, কিশোরগঞ্জ	২২-২৩ নভেম্বর ২০২২	মো. ইরাদুল হক সরকার, মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
১৩	বগুড়া লেখক চক্র বইমেলা	২৫-২৬ নভেম্বর ২০২২	আসমাতুজ্জাহান, মীর রেজাউল কবীর
১৪	বরিশাল বইমেলা	২৮.১১-৫.১২.২০২২	ড. একেএম কুতুবউদ্দিন, মো. আনিচুর রহমান
১৫	নাটোর বইমেলা	২-৮ ডিসেম্বর ২০২২	মো ইবাদুল হক, সোহেল রানা
১৬	যশোর বইমেলা	৬-১৩ ডিসেম্বর ২০২২	রাসেল, মো. আবদুল করিম
১৭	আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২২ খুলনা বইমেলা	৯-১০ ডিসেম্বর ২০২২	মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, মো. রফিকুল ইসলাম
১৮	নারায়ণগঞ্জ বইমেলা	১১-১৭ ডিসেম্বর ২০২২	মুহাম্মদ আলী, শাহ আলম
১৯	ময়মনসিংহ বইমেলা	১৬-২২ ডিসেম্বর ২০২২	মো. রফিকুল ইসলাম, মো. কবীরুল ইসলাম
২০	মৌলভীবাজার বইমেলা	২৪-৩১ ডিসেম্বর ২০২২	সাহেদ মন্তাজ, হায়দার হোসেন, মো. সাইদুল ইসলাম
২১	বণিকবার্তা আয়োজিত ৬ষ্ঠ নন-ফিকশন বইমেলা, ঢাকা	২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০২২	একিউএম মাসুদ আলম, মো. আনিচুর রহমান
২২	ঢাকা লিট ফেস্ট	৫-৮ই জানুয়ারি ২০২৩	আসমাতুজ্জাহান, মো. মহিবুর রহমান, মো. হেলালউদ্দিন, মো. আলতাফ হোসেন, মো. আবদুর রহিম
২৩	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা, ঢাকা	৮ ডিসেম্বর-৭ জানুয়ারি ২০২৩	শেখ ফয়সল আমীন, মো. মোশাররফ হোসেন, মোহাং আ. মান্নান

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
২৪	ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ও লির্নাক, রাজশাহী	৭-২৬ মার্চ ২০২৩	আনিচুর রহমান, মোঃ ইবাদুল হক, মোঃ সাইদুল ইসলাম, শাহ আলম
২৫	ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনী ওসমানী মিলনায়তন, ঢাকা	৭ মার্চ ২০২৩	শেখ ফয়সল আমীন, মো. ইবাদুল হক, মোহাং আবদুল মান্নান
২৬	গ্লোবাল ভিলেজ বইমেলা ২০২৩, গাইবান্ধা	৯-১২ই মার্চ ২০২৩	মো. মেজবাহুল মণ্ডল (পলাশ), রাসেল
২৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে বইমেলা, টুঙ্গিপাড়া	১৭-১৯ মার্চ ২০২৩	ইমরুল ইউসুফ, মীর রেজাউল কবীর, মুহাম্মদ আলী, মাহমুদুর রহমান রানা
২৮	জাতীয় শিশুদিবস-মহান স্বাধীনতা দিবস-বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বইয়ের আড়ৎ, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ	১৭-৩০ এপ্রিল ২০২৩	রোকসানা পারভীন স্মৃতি, শেখ ফয়সল আমীন, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মো. আনিচুর রহমান, মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, মো. সেলিম জাবেদ, মো. হেলাল উদ্দিন, মো. আলতাফ হোসেন, মো. আশরাফুর রহমান, সোহেল রানা, শাহীন শেখ, জামাল উদ্দিন, দিনু ইসলাম
২৯	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী ২০২৩ উপলক্ষ্যে ত্রিশাল সরকারি নজরুল একাডেমির মাঠে বইমেলা	২৫-২৭ মে ২০২৩	মুহাম্মদ সেলিম জাবেদ, মুহাম্মদ আলী

২০২২-২৩ অর্থবছরে বই বিক্রির হিসাব

মাসের নাম	নগদ বিক্রয়	বিল মাধ্যমে বিক্রয়	মোট বিক্রয় (টাকা)
জুলাই ২০২২	৩৭৮০৫৩১.২৫	–	৩৭৮০৫৩১.২৫
আগস্ট ২০২২	৪৯০৩৩৯০.০০	–	৪৯০৩৩৯০.০০
সেপ্টেম্বর ২০২২	১৮৫২১১৪.৪০	–	১৮৫২১১৪.৪০
অক্টোবর ২০২২	১৮১৪০২৪.৫০	–	১৮১৪০২৪.৫০
নভেম্বর ২০২২	২২৬৫৮৪৪.১৫	–	২২৬৫৮৪৪.১৫
ডিসেম্বর ২০২২	২৪৪১২৫৫.০০	–	২৪৪১২৫৫.০০
জানুয়ারি ২০২৩	১৮৪৪৫৬১.৯০	–	১৮৪৪৫৬১.৯০
ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১৩৩০৮৮৩২.৫৫	১১৫৮৭৫.০০	১৩৪২৪৭০৭.৫৫
মার্চ ২০২৩	৩৩৩৪৬৯৮.১৫	–	৩৩৩৪৬৯৮.১৫
এপ্রিল ২০২৩	১১৬২৩২৫.০০	১১৭৮২০.০০	১২৮০১৪৫.০০
মে ২০২৩	১৩৬১৬৩৭.৫০	১২৭৪০৫৯.০০	২৬৩৫৬৯৬.৫০
জুন ২০২৩	১৬০৪৭৮৮.৬৫	১০৭৪৯৪১.০০	২৬৭৯৭২৯.৬৫
সর্বমোট	**৩,৯৬,৭৪,০০৩.০৫**	**২৫,৮২,৬৯৫.০০**	**৪,২২,৫৬,৬৯৮.০৫**

১৭. পুনর্মুদ্রণ

ক. বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক বই, রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সাহিত্য ও আনন্দপঠন-বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

খ. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ৬৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

১৮. প্রকাশনা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হলো– অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ-১১টি, ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ-৯টি, সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগ-৫টি, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ-৪৪টি, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ-৬৫টি এবং পত্রিকার সংখ্যা হলো–*ধানশালিকের দেশ*-৪টি, *উত্তরাধিকার*-৩টি,

বাংলা একাডেমি পত্রিকা-৩টি, *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*-২টি, *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*-২টি, *বাংলা একাডেমি বার্তা*-৪টি।

বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত বই ও পত্রিকার তালিকাসহ বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯. জনসংযোগ

১. বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ও একাডেমি গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক প্রচারের লক্ষ্যে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণসহ একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের ব্যবস্থা করে।

২. জনসংযোগ উপবিভাগ বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনলাইন অনুষ্ঠানমালা এবং সার্বিক কার্যক্রমের বিবরণ সংবাদ মাধ্যম ও জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিল।

৩. দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে।

৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালা এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচারকার্য সম্পাদন করেছে।

৫. জনসংযোগ উপবিভাগ কর্তৃক বাংলা একাডেমির সংবাদসংবলিত ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি বার্তা* প্রকাশ চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর সময়কালে ৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং আর একটি সংখ্যা মুদ্রণ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও জনসংযোগ উপবিভাগ অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এর সার্বিক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৬. বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে বইমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বইমেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করেছে। দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ জনসংযোগ উপবিভাগের কাছ থেকে মাসব্যাপী বইমেলা ও একুশের অনুষ্ঠানমালার সংবাদসেবা লাভ করে আসছেন।

২০. পরিষদ

মাতৃভাষা বাংলা ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের শেকড় গেঁথেছিল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার উর্বর ভূমিতে। বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবধন্য জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং মননের অনন্য প্রতীক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর 'আয়োজক সমিতি' ১৯৫৭ সালে 'বাংলা একাডেমি কাউন্সিল'-এ রূপান্তরিত হয়, ১৯৫৮ সালে ২৬শে মার্চ তারিখে গঠিত হয় বাংলা একাডেমির প্রথম নির্বাচিত 'কাউন্সিল'। নির্বাচনের পর থেকে আয়োজক সমিতি একাডেমির কাউন্সিলের নাম ও ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবেই বাংলা একাডেমির গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা শুরু। বাংলা একাডেমির কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করে বলবৎ আইনের আলোকে ক্ষমতা অর্জন এবং কোনো সমস্যা বা প্রস্তাবনার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়ে আসছে। একাডেমির কাউন্সিলকে 'একাডেমির কার্যকর সংসদ' পরে 'কর্ম-পরিষদ', ১৯৭৮ সালে 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' এবং ২০১৩ সাল থেকে 'নির্বাহী পরিষদ' নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

১৯৬০ সালে 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অর্ডিন্যান্স', ১৯৭২ সালে 'দি বাংলা একাডেমি অর্ডার ১৯৭২', ১৯৭৮ সালে 'দি বাংলা একাডেমি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮' এবং ২০১৩ সালে 'বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩' পাশ হয়।

আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলা একাডেমি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শে প্রয়োজনীয় কাজ পরিষদ উপবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। একাডেমির ৮টি বিভাগ ছাড়া বাংলা একাডেমি আইনের ১২(২) ধারা অনুযায়ী পরিষদ উপবিভাগ রয়েছে।

বাংলা একাডেমির পরিষদ উপবিভাগের মাধ্যমে অফিসের সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি দুটি 'পরিষদ'-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক. সাধারণ পরিষদ এবং খ. নির্বাহী পরিষদ। বাংলা একাডেমির সভাপতি, মহাপরিচালক, ফেলো এবং সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ভাষাতত্ত্ব, ইংরেজি বিভাগ ও বিজ্ঞান অনুষদের একজন করে চারজন অধ্যাপক, সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, ফেলো কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন ফেলো, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত চারজন সদস্য এবং বাংলা একাডেমির সচিবের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাহী পরিষদ।

নির্বাহী পরিষদের সভা

বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

জীবনসদস্য ও সাধারণ সদস্য হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২১ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৬৩৯ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২৩৫ জন, জীবনসদস্য ১৭৭৩ জন ও সাধারণ সদস্য ৬৩১ জন।

সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভা ২০২২

৮ই পৌষ ১৪২৯/২৩শে ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিক সভা ২০২২ একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ফেলো ৮৫ জন, জীবনসদস্য ৯২৬ জন ও সাধারণ সদস্য ৩৯৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ, সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণিজন, বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আমন্ত্রিত অতিথি, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ ও আনসার), প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো, জীবনসদস্য ও সাধারণ সদস্যদের বিতরণের জন্য কার্যবিবরণী ২০২২, প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, বর্ষপঞ্জি ২০২৩ এবং প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে।

২১. সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২২ প্রদান

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অন্য কোনো বিশেষায়িত ক্ষেত্রে গবেষণা সম্পাদন বা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের স্বীকৃতি প্রদান ও স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ' প্রদান করে। সাধারণত বাংলাদেশের নাগরিকই সাম্মানিক ফেলোর যোগ্য বিবেচিত হন। তবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভিন্ন দেশের নাগরিককেও বাংলা একাডেমি 'সাম্মানিক ফেলোশিপ' প্রদান করে।

এ বছর সাত গুণী ব্যক্তিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২২' প্রদান করে।

'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ' ২০২২ প্রাপ্তরা হলেন :

১.	অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	শিক্ষা
২.	ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান	বিজ্ঞান
৩.	অধ্যাপক ডা. মোঃ জাকির হোসেন	চিকিৎসা
৪.	নাসির আলী মামুন	আলোকচিত্রশিল্প
৫.	হামিদুজ্জামান খান	ভাস্কর্য ও চিত্রকলা
৬.	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়	সংস্কৃতি
৭.	ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী	সমাজসেবা

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভায় গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০২২ ফেলোশিপপ্রাপ্ত ৭ (সাত) বরেণ্য ব্যক্তিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২২. পুরস্কার

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা, প্রকাশনা ও অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত, সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনে নিরলস কাজ করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলার অনন্য ও অগ্রগণ্য মাধ্যম হচ্ছে পুরস্কার। বাংলা একাডেমি প্রতিবছর ও একবছর অন্তর মোট ১৪টি পুরস্কার প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার, দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত পুরস্কার। এছাড়া অমর একুশে বইমেলাকেন্দ্রিক আরও ৪টি পুরস্কার বাংলা একাডেমি প্রদান করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ও একাডেমি পরিচালিত বিভিন্ন পুরস্কারের নাম, পুরস্কার প্রাপকের নাম ও বিবরণ তুলে ধরা হলো।

২২.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমসাময়িক জীবিত লেখকদের মৌলিক এবং সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজন প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই প্রতিবছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। সাহিত্যের ১১টি শাখায় এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য তিন লক্ষ টাকা। প্রতিবছর মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের পুরস্কারের তিন লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এ বছর বাংলা সাহিত্যের ১১টি শাখায় মোট ১৫ (পনেরো) জনকে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্ত বরেণ্য সাহিত্যিকগণ :

১.	ফারুক মাহমুদ	কবিতা
২.	তারিক সুজাত	কবিতা
৩.	তাপস মজুমদার	কথাসাহিত্য
৪.	পারভেজ হোসেন	কথাসাহিত্য
৫.	মাসুদুজ্জামান	প্রবন্ধ/গবেষণা
৬.	আলম খোরশেদ	অনুবাদ
৭.	মিলন কান্তি দে	নাটক
৮.	ফরিদ আহমদ দুলাল	নাটক
৯.	ধ্রুব এষ	শিশুসাহিত্য
১০.	মুহাম্মদ শামসুল হক	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা
১১.	সুভাষ সিংহ রায়	বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা
১২.	মোকারম হোসেন	বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞান
১৩.	ইকতিয়ার চৌধুরী	আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
১৪.	আবদুল খালেক	ফোকলোর
১৫.	মুহম্মদ আবদুল জলিল	ফোকলোর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বেলা ৩:০০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩-এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২' প্রাপ্ত বরেণ্য সাহিত্যিকদের পুরস্কারের অর্থমূল্যের তিন লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও মেডেল প্রদান করেন।

২২.২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২

প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালি লেখক এবং বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি এক বছর অন্তর অনূর্ধ্ব দুজন লেখককে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন– ১. জসিম মল্লিক, ২. ক্যারোলিন রাইট। অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম

খালিদ এমপি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত লেখক, সাংবাদিক জসিম মল্লিককে পুরস্কারের অর্থমূল্যের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করেন।

২২.৩ কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩

বাংলা একাডেমি কবি জসীমউদ্‌দীনের অনন্য অবদান স্মরণে ২০১৯ সাল থেকে এক বছর অন্তর কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেকোনো শাখায় সার্বিক অবদানের জন্য একজন কৃতি ও খ্যাতিমান সাহিত্যিককে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন মোহাম্মদ রফিক। অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত কবি মোহাম্মদ রফিককে পুরস্কারের অর্থমূল্যের দুই লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করেন।

২২.৪ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২৩

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সাহিত্যের (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য ইত্যাদি) যেকোনো বিষয়ে গবেষণা, সমালোচনা, অনুবাদ ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলা একাডেমি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন শিল্পী শীলা মোমেন। ৮ই মে ২০২৩, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী শীলা মোমেনকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের দুই লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.৫ নজরুল পুরস্কার ২০২৩

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সাহিত্যের গবেষণা (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য ইত্যাদি) সমালোচনা, অনুবাদ ও নজরুলসংগীত চর্চায় ২০২২ সাল থেকে বাংলা একাডেমি 'নজরুল পুরস্কার' প্রবর্তন করে। প্রতি বছর এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

নজরুল পুরস্কার ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন শিল্পী শাহীন সামাদ। ২৪শে মে ২০২৩, কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী শাহীন সামাদকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের দুই লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.৬ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২

মৌলবি সা'দত আলি আখন্দের কন্যা তাহমিনা হোসেনের প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদান অথবা উল্লেখকৃত শাখার (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য, গবেষণা এবং সাহিত্যের অনুবাদ) যেকোনো শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একডেমি সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন গবেষক ইসরাইল খান। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভায় (২৩শে ডিসেম্বর ২০২২) পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক ও লেখক ইসরাইল খানকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.৭ কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২২

শিশুসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজন প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে ২০০৪ সাল থেকে এক বছর অন্তর বাংলা একাডেমি কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন শিশুসাহিত্যিক সিরাজুল ফরিদ। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভায় (২৩শে ডিসেম্বর ২০২২) পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুসাহিত্যিক সিরাজুল ফরিদকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.৮ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০২২

বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার মোহম্মদ বরকতুল্লাহর কন্যা নীলুফার বেগম, জামাতা মাহবুব তালুকদার ও পরিবারবর্গের প্রদত্ত অর্থে ২০১৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে মননশীল

মেধাবী, খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান প্রবন্ধকারের অবদানের স্বীকৃতি জ্ঞাপনই এ পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন ড. রাজিয়া সুলতানা। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভায় (২৩শে ডিসেম্বর ২০২২) পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিক ড. রাজিয়া সুলতানাকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.৯ অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার ২০২২

নাট্যকলাবিদ, লেখক, অভিনেতা, ভাষাসৈনিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদের পরিবার প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০২১ সাল থেকে 'অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার' প্রদান করে। প্রতিবছর একজন কৃতি নাট্যজনকে (মঞ্চনাটক রচনা/অভিনয়/নাট্য-নির্দেশনা/আবহসংগীত/মঞ্চসজ্জা-আলোক-নিয়ন্ত্রণ/শব্দ-নিয়ন্ত্রণ/পোশাক-পরিকল্পনা/নাট্যসমালোচনা বিষয়ে) সার্বিক অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন নাট্যকার, অভিনেতা মামুনুর রশীদ। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভায় (২৩শে ডিসেম্বর ২০২২) পুরস্কারপ্রাপ্ত মামুনুর রশীদকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.১০ রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের নামে 'রাবেয়া খাতুন স্মৃতি পরিষদ'-এর প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০২২ সালে 'রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করে। প্রতি বছর একজন তরুণ (৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত) এবং একজন প্রবীণ (৫০ বছর বয়স ও তদূর্ধ্ব) কথাসাহিত্যিককে (উপন্যাস বা গল্প) এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। তরুণ কথাসাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানের পূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত নতুন গ্রন্থের মূল্যায়ন পূর্বক এবং প্রবীণ কথাসাহিত্যিককে সামগ্রিক অবদানের মূল্যায়নে প্রদান করা হয় এই পুরস্কার। তরুণ কথাসাহিত্যিকের পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং প্রবীণ কথাসাহিত্যিকের পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে প্রতি বছর পুরস্কারের অর্থমূল্যসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের মূল্যায়নে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের মূল্যায়নে স্বকৃত নোমান রচিত *উজানবাঁশী* গ্রন্থকে রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২, পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের দুই লক্ষ টাকার চেক এবং স্বকৃত নোমানকে পুরস্কারের অর্থমূল্যের এক লক্ষ টাকার চেকসহ উভয়কেই সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়।

২২.১১ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি পরিচালিত 'চিত্তরঞ্জন সাহা', 'মুনীর চৌধুরী', 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই', 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী' স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় অমর একুশে বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে। ২০২২ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনীকে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য আহমদ রফিক রচিত 'বিচ্ছিন্ন ভাবনা' গ্রন্থের জন্য জার্নিম্যান বুকস, মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ রচিত 'বাংলা একাডেমি আমার বাংলা একাডেমি' গ্রন্থের জন্য ঐতিহ্য এবং হাবিবুর রহমান রচিত 'ঠার বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা' গ্রন্থের জন্য পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.কে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে গুণমান বিচারে সর্বাধিক সংখ্যক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ময়ূরপঙ্খিকে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়। এছাড়া নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উড়কি, নবান্ন প্রকাশনী এবং পুথিনিলয়কে 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' ২০২৩ প্রদান করা হয়।

২৩. গবেষণা বৃত্তি

ব্যক্তিগত অর্থায়নে এবং বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে গবেষণা উপবিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত ৩টি গবেষণা বৃত্তি পরিচালিত হচ্ছে :

১. ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা ফান্ড

২. গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

৩. মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল : গবেষক মোঃ হারুন-উর-রশিদ (হারুন পাশা)কে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তাঁর রচিত 'বাংলা ভাষা ও আইন চর্চায় গাজী শামছুর রহমান' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি নিরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড : গবেষক জনাব সাবরিনা আফরিন সিলভি তাঁর গবেষণা-কর্ম 'আধুনিক কবিতা চর্চায় নারীর অবদান' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি পরিমার্জন করে বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগে জমা দিয়েছেন।

ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা ফান্ড : গবেষক জনাব মারুফা আখতার তাঁর গবেষণা-কর্ম 'শিশুমনন বিকাশে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক পাণ্ডুলিপি রচনা করে জমা দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে নিরীক্ষকের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।

২৩.১ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে এফডিআরসহ লভ্যাংশ ৳ ২০,৮৪,০০০.০০ (বিশ লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা জমা আছে।

২৩.২ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে এফডিআরসহ লভ্যাংশ ৳ ৩১,৫০,৫৯৭.০০ (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত সাতানব্বই টাকা) জমা আছে।

২৩.৩ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে এফডিআরসহ লভ্যাংশ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৳ ৫০,২৬,৫৭১.০০ (পঞ্চশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত একাত্তর) টাকা।

২৪. প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প

২৪.১ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য–

১. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন পাঠ-পরিবেশ তৈরির জন্য উন্নতমানের ডিজাইনের ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা।

২. বিশ্বের উন্নত দেশের অত্যাধুনিক গ্রন্থাগারের আদলে পাঠ ও পাঠকসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৳ ১৯৬৬.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে। অর্থমন্ত্রণালয় থেকে অর্থছাড় প্রক্রিয়াধীন।

২৪.২ 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা'-শীর্ষক প্রকল্প

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমি। অমর শহিদদের রক্তের শপথ নিয়ে বাংলাদেশের গণমানুষের মনে যে তীব্র জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় তারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অনন্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি যে স্বপ্ন দেখেছিল তার পরিণত ফলই ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের জনগণের অনুপ্রেরণা ও আদর্শের প্রতীক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন, পরিচর্যা উন্নয়ন ও উৎকর্ষের সাধন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার অনুশাসনই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। জন্মলগ্ন থেকে একাডেমি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে সরকার এক আইন জারির মাধ্যমে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের অবমুক্তি ঘটিয়ে বাংলা একাডেমির সঙ্গে একীভূত করে অফিস-আদালতসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালুর দায়িত্ব এবং শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দায়িত্ব একাডেমির উপর অর্পিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি ধাপে উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা শীর্ষক একাধিক প্রকল্পের কয়েকটি পর্যায়ে সাফল্যভাবে সম্পন্ন করে। একাডেমি পারিভাষিক শব্দের অভাব বাহুলাংশে পূর্ণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ লেখক ও কর্মী সৃষ্টি করে। যার ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিকল্পনা আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রস্তাবিত 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা' শীর্ষক প্রকল্প একটি দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত প্রক্রিয়া। তাই পরবর্তী তিন বছরের জন্য অর্থাৎ (২০২২-২০২৫) মেয়াদে পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করে তোলার জন্য এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির বাস্তব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এবং দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৳ ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। অর্থমন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করেছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত।

২৪.৩ 'অনুবাদকর্মের উন্নয়ন : প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা'

প্রকল্পের উদ্দেশ্য–

১. দেশের অনুবাদ সাহিত্যকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে মোট ১০০টি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ।

২. বাংলা ভাষায় রচিত সৃজনশীল, মননশীল এবং ইতিহাস ও দর্শনবিষয়ক আকরগ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।

৩. ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে মানসম্মত অনুবাদক তৈরি।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৳ ২১১৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। ডিপিপ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২৪.৪ 'বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন'-শীর্ষক প্রকল্প

মহীয়সী বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ তথা রংপুরকে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উপমহাদেশের নারীজাগরণ ও শিক্ষাপ্রসারে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে শিক্ষাব্রতী, লেখক ও সমাজ সংস্কারক। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহীয়সী এ নারীর স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখা ও তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে বিস্তর গবেষণা পরিচালনা করা। এছাড়া বেগম রোকেয়ার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা। সেই সঙ্গে দেশের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের নারী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জোর তাগিদ প্রদান করেন।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৳৭,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। প্রকল্পটি স্থাপত্য অধিদপ্তরে নকশা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২৪.৫ 'পুথির লিপ্যন্তর করে বাংলায় বই প্রকাশ এবং পুথিসামগ্রীর ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ'-শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য–

১. বিভিন্ন লিপির বাংলা ও অন্যান্য লিপির পুথিসমূহের পাঠোদ্ধার।
২. পুথির লিপ্যন্তর ও সম্পাদনা করে বাংলায় প্রকাশ।
৩. সকল পুথির ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৳ ১,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। অর্থমন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২৪.৬ 'গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ'–শীর্ষক প্রকল্প

বাংলা একাডেমি ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার শীর্ষক প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। উল্লিখিত প্রকল্প এদেশের ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী তথা বেকার মানুষকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। আমাদের দেশের গ্রাফিক্স ডিজাইন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জনু ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৳৩৫৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২৪.৮ 'ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ চর্চাকেন্দ্র'-শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের বিচিত্র ও বিপুল সংখ্যক লোক-উপাদানসমূহ দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা থেকে খুঁজে বের করে সংগৃহীত উপাদান গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের লোকজসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু লোকজসংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা লাভ এবং তা সাধারণ মানুষের চর্চা ও গবেষণার জন্য কোনো গবেষণা

কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট এখনো গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের জন্য অনুবাদ করা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের সামনে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধারার জন্য একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৮৮৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রাক্কলনসহ ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এই সময়ে আরও নতুন নতুন কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। সকলের মিলিত প্রয়াসে এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(মুহম্মদ নূরুল হুদা)
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট

সূ চি প ত্র

নির্বাহী পরিষদ (২০২২-২০২৩)	৯৪
সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা	৯৬
বাংলা একাডেমির সভাপতি	৯৮
বাংলা একাডেমির স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক	৯৯
সম্মানসূচক/সাম্মানিক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী	১০০
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো)	১০৩
বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর	১০৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : পদোন্নতি ও নিয়োগ	১১০
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : অবসর	১১০
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ	১১১
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : বিদেশ ভ্রমণ	১৩০
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : প্রকাশিত বই	১৩১
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রিত বই	১৩৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছর : প্রকাশিত পত্রিকা	১৩৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা	১৪২
অমর একুশে সেমিনার ২০২৩	১৬০

নির্বাহী পরিষদ (২০২২-২০২৩)

১. মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি	সভাপতি (পদাধিকারবলে)
২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৩. অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাক	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৪. অধ্যাপক ড. মোঃ আবু জাফর ইংরেজি বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৫. অধ্যাপক ড. অলোক কুমার পাল মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৬. ডা. বরেন চক্রবর্তী জেমিকন সঞ্চিতা, ফ্ল্যাট-ই৮ বাড়ি-২৫/এ, সড়ক-৬ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা	বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৭. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস আলী কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৮. অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৯. রুবী রহমান বাড়ি-১৯/২, ফ্ল্যাট-বি-৩ রোড-২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা	বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য
১০. অসীম কুমার দে অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ২১.১১.২০২২ পর্যন্ত

১১. জনাব সুব্রত ভৌমিক যুগ্মসচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ১১.০১.২০২৩–২৫.০৬.২০২৩ পর্যন্ত
১২. মোঃ আবুল বাশার যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য
১৩. এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব বাংলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য-সচিব (পদাধিকারবলে) ২৭.১২.২০২০–০৭.০৫.২০২৩ পর্যন্ত
১৪. ড. মোঃ হাসান কবীর সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বাংলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য-সচিব ২৬.০৬.২০২৩–চলমান

বার্ষিক সাধারণ সভা

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা	২২.০৬.১৯৫৮	খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান
দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১৫.১১.১৯৫৯	বেগম সুফিয়া কামাল
তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০৬.১৯৬২	মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্
চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা	০৪.০৮.১৯৬৩	মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্
পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১০.১৯৭০	সৈয়দ মুর্তজা আলী
ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৭৭	আবু জাফর শামসুদ্দীন
সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৮০ (১৯৭৯ সালের সভা)	সানাউল হক (বাংলা একাডেমির সহ-সভাপতি)
অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা	২১.১২.১৯৮০	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
নবম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.০৯.১৯৮১	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
দশম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৩.১০.১৯৮২	ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (সভার এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করেন)
একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৮৬	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৮৮	ড. আবদুললাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.১৯৯০	গাজী শামছুর রহমান
চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯১	গাজী শামছুর রহমান (তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অপরাহ্নের সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন)
পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৯২	গাজী শামছুর রহমান
ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.১৯৯৩	বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে পর্যায়ক্রমে– গাজী শামছুর রহমান, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ এবং এ্যাডভোকেট এম. এ. খায়ের।
সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৯৪	গাজী শামছুর রহমান
অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.১৯৯৫	গাজী শামছুর রহমান
ঊনবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯৬	কবি শামসুর রাহমান

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.১৯৯৭	কবি শামসুর রাহমান
একবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	১৮.১২.১৯৯৮	কবি শামসুর রাহমান
দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১১.১৯৯৯	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
ত্রয়োবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১১.২০০০	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০১	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০০২	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ষড়্বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৩	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.২০০৪	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
অষ্টাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০০৫	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ঊনত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.২০০৬	কবি আসাদ চৌধুরী
ত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০৭	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
একত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৮	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
দ্বাত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৯	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১২.২০১০	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০১১	জাতীয় অধ্যাপক এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০১২	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
ষট্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০১৩	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা

সাধারণ পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৪	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৫	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের উনচত্বারিংশ বার্ষিক সভা	৩১.১২.২০১৬	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক সভা	৩০.১২.২০১৭	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক সভা	৮.১২.২০১৮	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের দ্বাচত্বারিংশ বার্ষিক সভা	২৮.১২.২০১৯	জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের ত্রয়শ্চত্বারিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০২০	অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান
সাধারণ পরিষদের চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক সভা	২৪.১২.২০২১	রামেন্দু মজুমদার
সাধারণ পরিষদের পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক সভা	২৩.১২.২০২২	কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

বাংলা একাডেমির সভাপতি

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-মন্ত্রীগণ (পদ-বলে) : ১০-০৮-১৯৫৭ থেকে ২৫-০৭- ১৯৬০

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	:	১৯৬১
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্	:	১৯৬২-১৯৬৩
ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা	:	১৯৬৪-১৯৬৫
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৯-০৮-১৯৬৯ থেকে ০৮-০৮-১৯৭১
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	:	২১-১১-১৯৭২ থেকে ২০-১১-১৯৭৪
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৮-০৩-১৯৭৫ থেকে ০৭-০৩-১৯৭৭
সৈয়দ আলী আহসান	:	১০-১০-১৯৭৭ থেকে ০৯-১০-১৯৭৯
আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী	:	১৪-০৭-১৯৮০ থেকে ১৩-০৭-১৯৮২
ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ	:	১৯-০৯-১৯৮২ থেকে ০৩-০৬-১৯৮৩ (আমৃত্যু)
ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	:	১৩-১১-১৯৮৬ থেকে ১৩-১১-১৯৯০
গাজী শামছুর রহমান	:	১৪-১১-১৯৯০ থেকে ১৩-১১-১৯৯২
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী	:	১৪-০৫-১৯৯৩ থেকে ১১-০১-১৯৯৪ (আমৃত্যু)
গাজী শামছুর রহমান	:	২৮-০৫-১৯৯৪ থেকে ২৭-০৫-১৯৯৬
কবি শামসুর রাহমান	:	১৯-০৮-১৯৯৬ থেকে ১৮-০৮-১৯৯৯
প্রফেসর আনিসুজ্জামান	:	১৯-০৮-১৯৯৯ থেকে ৩১-০১-২০০২ (পদত্যাগ)
প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ	:	১২-০২-২০০২ থেকে ১১-০২-২০০৬
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৪-০২-২০০৭ থেকে ০৩-০২-২০০৯
জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২২-০২-২০০৯ থেকে-১৩.১২.২০১১
জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	:	২৯-০১-২০১২ থেকে ১৪.০৫.২০২০ (আমৃত্যু)
অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান	:	২৯-০৬-২০২০ থেকে ১৪.০৪.২০২১ (আমৃত্যু)
জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	:	০১-০৬-২০২১ থেকে ৩০.১১.২০২১ (আমৃত্যু)
কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন	:	০৬-০২-২০২১ থেকে

বাংলা একাডেমির
স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক

স্পেশাল অফিসার

জহিরুল ইসলাম	:	
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্	:	০২.১২.১৯৫৫ থেকে ২৮.০২.১৯৫৭

পরিচালক

ড. মুহম্মদ এনামুল হক	:	০১.১২.১৯৫৬ থেকে ১২.০৯.১৯৬০
প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান	:	১৫.১২.১৯৬০ থেকে ১৪.০২.১৯৬৭
ড. কাজী দীন মুহম্মদ	:	১৪.০২.১৯৬৭ থেকে ১৪.০৩.১৯৬৯
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২৫.০৩.১৯৬৯ থেকে ০২.০৬.১৯৭২

মহাপরিচালক

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম	:	০২.০৬.১৯৭২ থেকে ১২.০৮.১৯৭৪
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	:	১২.০৮.১৯৭৪ থেকে ০৬.০৬.১৯৭৫
ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	:	০৬.০৬.১৯৭৫ থেকে ০৫.০৫.১৯৭৬
ড. আশরাফ সিদ্দিকী	:	০৪.০৬.১৯৭৬ থেকে ৩০.০৬.১৯৮২
কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা	:	৩১.১২.১৯৮২ থেকে ১১.০৩.১৯৮৬
প্রফেসর ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	:	১১.০৩.১৯৮৬ থেকে ২৩.০৯.১৯৮৯
প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী	:	০১.০১.১৯৯০ থেকে ০৫.০২.১৯৯১
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৬.০২.১৯৯১ থেকে ১৯.০৩.১৯৯৫
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	১৯.০৩.১৯৯৫ থেকে ১৫.০২.১৯৯৭
প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	:	১৭.০২.১৯৯৭ থেকে ১৬.০২.২০০১
প্রফেসর রফিকুল ইসলাম	:	৩০.০৪.২০০১ থেকে ৩১.১২.২০০১
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	০৬.০২.২০০২ থেকে ০৫.০২.২০০৫
প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	:	২৪.০২.২০০৫ থেকে ১৬.১১.২০০৬
প্রফেসর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ	:	১৩.০৫.২০০৭ থেকে ১২.০৫.২০০৯
অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান	:	২৪.০৫.২০০৯ থেকে ১৫.০৭.২০১৮
হাবীবুল্লাহ সিরাজী	:	২০.১২.২০১৮ থেকে ২৪.০৫.২০২১ (আমৃত্যু)
মুহম্মদ নূরুল হুদা	:	১৩.০৭.২০২১ থেকে

সম্মানসূচক/সাম্মানিক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী

১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
৩. কবি গোলাম মোস্তফা
৪. কবি জসীমউদ্‌দীন
৫. শামসুন্নাহার মাহমুদ
৬. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
৭. খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ
৮. শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ
৯. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
১০. নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
১১. মোজাম্মেল হক
১২. খোদাবক্স সাঁই
১৩. আরজ আলী মাতুব্বর
১৪. মুজিবর রহমান বিশ্বাস
১৫. মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৬. মনীন্দ্র নাথ সমাজদার
১৭. শেখ লুৎফর রহমান
১৮. প্রফেসর কামালুদ্‌দীন আহমদ
১৯. শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদ
২০. শিল্পী কামরুল হাসান
২১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২২. আবদুল আহাদ
২৩. প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিক
২৪. প্রফেসর শাহ ফজলুর রহমান
২৫. প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক
২৬. প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইব্রাহীম
২৭. প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক
২৮. মোহাম্মদ নূরুল হক
২৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
৩০. আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
৩১. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
৩২. ফিরোজা বেগম
৩৩. কলিম শরাফী
৩৪. প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ
৩৫. আ.ন.ম. গাজীউল হক
৩৬. প্রফেসর এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
৩৭. বারীণ মজুমদার
৩৮. লুৎফর রহমান সরকার
৩৯. আবদুল লতিফ
৪০. নূরজাহান বেগম
৪১. ওয়াহিদুল হক
৪২. প্রফেসর রেহমান সোবহান

২০০১

৪৩. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
৪৪. মোহাম্মদ সাইদুর
৪৫. আবদুল হালিম বয়াতী
৪৬. আবদুল মতিন
৪৭. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ

২০০২

৪৮. প্রফেসর বেগজাদী মাহমুদা নাসির
৪৯. প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম

২০০৩

৫০. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
৫১. প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ
৫২. ফেরদৌসী রহমান

২০০৪

৫৩. প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলাম
৫৪. প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ
৫৫. রাহিজা খানম ঝুনু

২০০৫

৫৬. প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
৫৭. প্রফেসর এম এইচ খান
৫৮. ডা. এম কিউ কে তালুকদার
৫৯. শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের
৬০. ড. উইলিয়াম রাদিচে

২০০৬

৬১. কাজী আজহার আলী
৬২. অধ্যাপক কাজী আবদুল ফাত্তাহ্
৬৩. অধ্যাপক ডা. টি. এ. চৌধুরী
৬৪. অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

২০০৭

৬৫. প্রফেসর ড. এম ইন্নাস আলী
৬৬. প্রফেসর ড. এ. এম. হারুন অর রশীদ
৬৭. প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমদ
৬৮. শিল্পী মু. আবুল হাশেম খান

৬৯. শিল্পী সোহরাব হোসেন
৭০. নূরউদ্দীন আহমদ
৭১. প্রকৌশলী ড. মোঃ কামরুল ইসলাম

২০০৮

৭২. অধ্যাপক মুশার্‌রফ হোসেন
৭৩. শিল্পী সুধীন দাশ
৭৪. অধ্যাপক অজয় রায়
৭৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
৭৬. অধ্যাপক সোহ্‌রাবউদ্দিন আহ্‌মদ
৭৭. প্রফেসর নজরুল ইসলাম
৭৮. শিল্পী রফিকুন নবী
৭৯. অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মণ্ডল

২০০৯

৮০. নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ
৮১. আমানুল হক
৮২. শিল্পী ইমদাদ হোসেন
৮৩. রওশন আরা বাচ্চু
৮৪. এ. বি. এম. মূসা
৮৫. আতাউস সামাদ
৮৬. আবুল মাল আবদুল মুহিত
৮৭. ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম
৮৮. প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
৮৯. অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল লতিফ মিয়া
৯০. ড. আকবর আলী খান
৯১. ফেরদৌসী মজুমদার
৯২. বিবি রাসেল
৯৩. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান
৯৪. মোঃ আবদুস সামাদ মণ্ডল
৯৫. প্রফেসর কাজুও আজুমা
৯৬. প্রফেসর ক্লিনটন বুথ সিলি

২০১০

৯৭. আতিকুল হক চৌধুরী
৯৮. প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেন
৯৯. কামাল লোহানী
১০০. জামিল চৌধুরী
১০১. ড. এনামুল হক
১০২. প্রফেসর শাহানারা হোসেন
১০৩. মুস্তাফা জামান আব্বাসী
১০৪. রশীদ তালুকদার
১০৫. রামেন্দু মজুমদার
১০৬. লায়লা হাসান
১০৭. ফরিদা পারভীন

২০১১

১০৮. অধ্যাপক অমর্ত্য সেন
১০৯. শেখ হাসিনা
১১০. কমান্ডার আবদুর রউফ
১১১. শেখ হাফিজুর রহমান
১১২. তোফাজ্জাল হোসেন
১১৩. শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার
১১৪. খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
১১৫. ড. মীজানূর রহমান শেলী
১১৬. এডভোকেট সুলতানা কামাল
১১৭. অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম
১১৮. ড. সোনিয়া নিশাত আমিন
১১৯. সাইদুর রহমান বয়াতী
১২০. নূরুল ইসলাম

২০১২

১২১. বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম
১২২. ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর
১২৩. মহিউদ্দিন আহমেদ
১২৪. শিল্পী রুনা লায়লা
১২৫. এম সাইদুজ্জামান
১২৬. শিল্পী মুর্তজা বশীর
১২৭. শিল্পী রামকানাই দাশ
১২৮. অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত
১২৯. ড. আতিউর রহমান
১৩০. শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন

সাম্মানিক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী

২০১৩

১৩১. সৈয়দ হাসান ইমাম
১৩২. মোনায়েম সরকার
১৩৩. ফকির আলমগীর
১৩৪. ড. এটি এম শামসুল হুদা
১৩৫. শিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী
১৩৬. ওস্তাদ শাহাদত হোসেন খান
১৩৭. নাসির উদ্দীন ইউসুফ
১৩৮. আবুল হাসনাত

২০১৪

১৩৯. পার্থপ্রতিম মজুমদার
১৪০. আতাউর রহমান
১৪১. মোহাম্মদ জমির
১৪২. বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
১৪৩. অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী
১৪৪. শিল্পী শিমূল ইউসুফ
১৪৫. শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা

২০১৫

১৪৬. অধ্যাপক ড. অনুপম সেন
১৪৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
১৪৮. মাহফুজ আনাম
১৪৯. আবেদ খান
১৫০. আবু মোহাম্মদ স্বপন আদনান
১৫১. স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি
১৫২. শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার

২০১৬

১৫৩. তোয়াব খান
১৫৪. ইমেরিটাস অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন
১৫৫. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
১৫৬. ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক
১৫৭. রথীন্দ্রনাথ রায়
১৫৮. শাইখ সিরাজ
১৫৯. বেগম মুশতারী শফী

২০১৭

১৬০. ইকবাল বাহার চৌধুরী
১৬১. প্রতিভা মুৎসুদ্দি
১৬২. অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ
১৬৩. অধ্যাপক আইনুন নিশাত
১৬৪. ড. নূরুন নবী
১৬৫. হাসান শাহরিয়ার
১৬৬. দুলাল তালুকদার

২০১৮

১৬৭. অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম
১৬৮. শিল্পী মনিরুল ইসলাম
১৬৯. মঞ্জুলিকা চাকমা
১৭০. এস. এম. মহসীন
১৭১. ডা. সামন্ত লাল সেন
১৭২. শিল্পী রওশন আরা মুস্তাফিজ
১৭৩. পলান সরকার

২০১৯

১৭৪. কুমুদিনী হাজং
১৭৫. জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক
১৭৬. শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
১৭৭. আলী যাকের
১৭৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
১৭৯. আসাদুজ্জামান নূর
১৮০. কাঙ্গালিনী সুফিয়া

২০২০

১৮১. নুরুল ইসলাম নাহিদ
১৮২. লিয়াকত আলী লাকী
১৮৩. ডা. এ কে আজাদ খান
১৮৪. জুয়েল আইচ
১৮৫. ডা. সারওয়ার আলী
১৮৬. মনজুরুল আহসান বুলবুল
১৮৭. নূহ-উল-আলম লেনিন

২০২১

১৮৮. মতিয়া চৌধুরী
১৮৯. আজিজুর রহমান আজিজ
১৯০. ভ্যালোরি অ্যান টেইলর
১৯১. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম
১৯২. শেখ সাদী খান
১৯৩. ম. হামিদ
১৯৪. মো. গোলাম কুদ্দুছ

২০২২

১৯৫. অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
১৯৬. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান
১৯৭. অধ্যাপক ডা. মো: জাকির হোসেন
১৯৮. নাসির আলী মামুন
১৯৯. হামিদুজ্জামান খান
২০০. শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
২০১. ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো)

১৯৬০

১. ফররুখ আহমদ (কবিতা)
২. আবুল হাশেম খান (উপন্যাস)
৩. আবুল মনসুর আহমদ (ছোটগল্প)
৪. আবদুল্লাহ্ হেল কাফী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. আসকার ইবনে শাইখ (নাটক)
৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)

১৯৬১

১. আহসান হাবীব (কবিতা)
২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (উপন্যাস)
৩. মবিন উদ্‌দীন আহমদ (ছোটগল্প)
৪. মুহম্মদ আবদুল হাই (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. নূরুল মোমেন (নাটক)
৬. বেগম হোসনে আরা (শিশুসাহিত্য)

১৯৬২

১. বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা)
২. আবুল ফজল (উপন্যাস)
৩. শওকত ওসমান (ছোটগল্প)
৪. আকবর আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. মুনীর চৌধুরী (নাটক)
৬. বন্দে আলী মিয়া (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৩

১. আবুল হোসেন (কবিতা)
২. আবু ইসহাক (উপন্যাস)
৩. আবু রুশদ্ মতিন উদ্দীন (ছোটগল্প)
৪. আবদুল কাদির (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. ইব্রাহীম খাঁ (নাটক)
৬. কাজী কাদের নেওয়াজ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৪

১. সানাউল হক (কবিতা)
২. বে-নজীর আহমদ (কবিতা)
৩. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (উপন্যাস)
৪. শাহেদ আলী (ছোটগল্প)
৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. আকবরউদ্দীন (নাটক)
৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী (শিশুসাহিত্য)
৮. হাবীবুর রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৫

১. তালিম হোসেন (কবিতা)
২. মাহবুব-উল-আলম (উপন্যাস)
৩. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (ছোটগল্প)
৪. মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. ওবায়দুল হক (নাটক)
৬. মোহাম্মদ মোদাব্বের (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৬

১. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবিতা)
২. কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ (উপন্যাস)
৩. সৈয়দ শামসুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. কাজী মোতাহার হোসেন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. সিকান্দার আবু জাফর (নাটক)
৬. আবু যোহা নূর আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৭

১. সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা)
২. সরদার জয়েনউদ্দীন (উপন্যাস)
৩. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. ড. মযহারুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (নাটক)
৬. মোহাম্মদ নাসির আলী (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৮

১. আল মাহমুদ (কবিতা)
২. আবু জাফর শামসুদ্দীন (উপন্যাস)
৩. শওকত আলী (ছোটগল্প)
৪. ড. আহমদ শরীফ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আনিস চৌধুরী (নাটক)
৬. রোকনুজ্জামান খান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৯

১. শামসুর রাহমান (কবিতা)
২. শহীদুল্লা কায়সার (উপন্যাস)
৩. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (ছোটগল্প)
৪. ড. নীলিমা ইব্রাহিম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আলি মনসুর (নাটক)
৬. গোলাম রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৭০

১. আতাউর রহমান (কবিতা)
২. সত্যেন সেন (উপন্যাস)
৩. হাসান আজিজুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. আনিসুজ্জামান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. ইব্রাহীম খলিল (নাটক)
৬. আতোয়ার রহমান (শিশুসাহিত্য)
৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭১

১. হাসান হাফিজুর রহমান (কবিতা)
২. জহির রায়হান (উপন্যাস)
৩. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (ছোটগল্প)
৪. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আনোয়ার পাশা (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. এখ্‌লাসউদ্দীন আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৭২

১. আবদুল গনি হাজারী (কবিতা)
২. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (কবিতা)
৩. রশীদ করীম (উপন্যাস)
৪. শহীদ সাবের (ছোটগল্প)
৫. বদরুদ্দীন উমর (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. কল্যাণ মিত্র (নাটক)

১৯৭৩

১. ফজল শাহাবুদ্দীন (কবিতা)
২. শহীদ কাদরী (কবিতা)
৩. বেগম রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৪. রাহাত খান (ছোটগল্প)
৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. বুলবন ওসমান (শিশুসাহিত্য)
৭. কবীর চৌধুরী (অনুবাদ-সাহিত্য)

১৯৭৪

১. সুফী মোতাহার হোসেন (কবিতা)
২. বেগম রাজিয়া খান (উপন্যাস)
৩. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ (ছোটগল্প)
৪. আবদুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. মোবাশ্বের আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. সাজেদুল করিম (শিশুসাহিত্য)

১৯৭৫

১. আবুল হাসান (কবিতা)
২. শাম্‌স রাশীদ (উপন্যাস)
৩. মিন্নাত আলী (ছোটগল্প)
৪. আলী আহমদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. সাঈদ আহমদ (নাটক)
৬. ড. আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)
৭. আবদুস সাত্তার (অনুবাদসাহিত্য)

১৯৭৬

১. মতিউল ইসলাম (কবিতা)
২. বেগম দিলারা হাসেম (উপন্যাস)
৩. সুচরিত চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. মমতাজউদদীন আহমদ (নাটক)
৬. ফয়েজ আহমদ (শিশুসাহিত্য)
৭. সরদার ফজলুল করিম (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৭

১. আবদুর রশীদ খান (কবিতা)
২. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ (কবিতা)
৩. মাহমুদুল হক (উপন্যাস)
৪. মিরজা আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৫. হাসনাত আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৬. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. জিয়া হায়দার (নাটক)
৮. সুকুমার বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)
৯. আবদুল হাফিজ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৮

১. কে. এম. শমশের আলী (কবিতা)
২. ইমাউল হক (কবিতা)
৩. বেগম রাজিয়া মজিদ (উপন্যাস)
৪. রিজিয়া রহমান (উপন্যাস)
৫. নাজমুল আলম (ছোটগল্প)
৬. শহীদ আখন্দ (ছোটগল্প)
৭. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৮. আবদুল্লাহ আল-মামুন (নাটক)
৯. কাজী আবুল কাশেম (শিশুসাহিত্য)
১০. মনিরউদ্দীন ইউসুফ (অনুবাদ সাহিত্য)
১১. আবদার রশীদ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৯

১. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (কবিতা)
২. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ (কবিতা)
৩. আবদুশ শাকুর (ছোটগল্প)
৪. ড. জহুরুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আহমদ রফিক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. শামসুল হক (শিশুসাহিত্য)
৭. আবু শাহরিয়ার (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮০

১. দিল্ওয়ার (কবিতা)
২. সেলিনা হোসেন (উপন্যাস)
৩. হুমায়ুন কাদির (ছোটগল্প)
৪. ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. আল-কামাল আবদুল ওহাব (শিশুসাহিত্য)
৬. নেয়ামাল বাসির (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮১

১. ওমর আলী (কবিতা)
২. রফিক আজাদ (কবিতা)
৩. হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪. বেগম লায়লা সামাদ (ছোটগল্প)
৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. ড. হালিমা খাতুন (শিশুসাহিত্য)
৮. বেগম রাজিয়া মাহবুব (শিশুসাহিত্য)
৯. ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮২

১. নির্মলেন্দু গুণ (কবিতা)
২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ছোটগল্প)
৩. ড. গোলাম মুরশিদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. মামুনুর রশীদ (নাটক)

১৯৮৩

১. মহাদেব সাহা (কবিতা)
২. সুব্রত বড়ুয়া (ছোটগল্প)
৩. খালেকদাদ চৌধুরী (উপন্যাস)
৪. সেলিম আল্ দীন (নাটক)
৫. আবুল হাসনাত (মোহাঃ ইসমাইল) (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. হায়াৎ মামুদ (শিশুসাহিত্য)
৮. গাজী শামছুর রহমান (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮৪

১. বেলাল চৌধুরী (কবিতা)
২. রশীদ হায়দার (উপন্যাস)
৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. রফিকুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)

১৯৮৫

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৮৬

১. মোহাম্মদ রফিক (সামগ্রিক অবদান)
২. হুমায়ুন আজাদ (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৭

১. আসাদ চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)
২. দ্বিজেন শর্মা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৮

১. আবুবকর সিদ্দিক (সামগ্রিক অবদান)
২. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৯

১. আজীজুল হক (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ আকরম হোসেন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯০

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সামগ্রিক অবদান)
২. জাহানারা ইমাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯১

১. বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সামগ্রিক অবদান)
২. হাবীবুল্লাহ সিরাজী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯২

১. ইমদাদুল হক মিলন (সামগ্রিক অবদান)
২. মুনতাসীর মামুন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৩

১. বশীর আল্‌হেলাল (সামগ্রিক অবদান)
২. খালেদা এদিব চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৪

১. ড. ওয়াকিল আহমদ (সামগ্রিক অবদান)
২. সিকদার আমিনুল হক (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৫

১. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সামগ্রিক অবদান)
২. শাহরিয়ার কবির (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৬

১. মঈনুল আহসান সাবের (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৭

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৯৮

১. বেগম সন্‌জীদা খাতুন (সামগ্রিক অবদান)
২. মঞ্জু সরকার (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৯

১. নাসরীন জাহান (সামগ্রিক অবদান)

২০০০

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

২০০১

১. কায়সুল হক (কবিতা)
২. শামসুজ্জামান খান (গবেষণা)
৩. আলী ইমাম (শিশুসাহিত্য)

২০০২

১. জাহিদুল হক (কবিতা)
২. মোবারক হোসেন খান (গবেষণা)
৩. আবু সালেহ (শিশুসাহিত্য)

২০০৩

১. আবদুল হাই শিকদার (কবিতা)
২. সাঈদ-উর-রহমান (গবেষণা)
৩. মুশাররাফ করিম (শিশুসাহিত্য)

২০০৪

১. আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
২. মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু (ছোটগল্প)
৩. মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (গবেষণা)
৪. জাফর আলম (অনুবাদ)
৫. মুহম্মদ জাফর ইকবাল (বিজ্ঞান)
৬. ফরিদুর রেজা সাগর (শিশুসাহিত্য)

২০০৫

১. মকবুলা মনজুর (উপন্যাস)
২. রেজাউদ্দিন স্টালিন (কবিতা)
৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (গবেষণা)
৪. ফখরুজ্জামান চৌধুরী (অনুবাদ)

২০০৬

১. শামসুল ইসলাম (কবিতা)
২. হরিপদ দত্ত (উপন্যাস)
৩. আলী আনোয়ার (প্রবন্ধ)
৪. মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বিজ্ঞান)
৫. মান্নান হীরা (নাটক)
৬. আমীরুল ইসলাম (শিশুসাহিত্য)

২০০৭

১. কবি মনজুরে মওলা (কবিতা)
২. অধ্যাপক যতীন সরকার (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. লুৎফর রহমান রিটন (শিশুসাহিত্য)

২০০৮

১. ড. মাহবুব সাদিক (কবিতা)
২. ড. করুণাময় গোস্বামী (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. হেলেনা খান (শিশুসাহিত্য)

২০০৯

১. রফিকুল হক (শিশুসাহিত্য)
২. আনোয়ারা সৈয়দ হক (কথাসাহিত্য)
৩. অরুণাভ সরকার (কবিতা)
৪. রবিউল হুসাইন (কবিতা)
৫. ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী (গবেষণা)
৬. সুশান্ত মজুমদার (কথাসাহিত্য)

২০১০

১. রুবী রহমান (কবিতা)
২. নাসির আহমেদ (কবিতা)
৩. বুলবুল চৌধুরী (কথাসাহিত্য)
৪. ড. অজয় রায় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)
৫. অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৬. শাহজাহান কিবরিয়া (শিশুসাহিত্য)

২০১১

১. কবি অসীম সাহা (কবিতা)
২. কবি কামাল চৌধুরী (কবিতা)
৩. আনিসুল হক (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (অনুবাদ)
৭. বেলাল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. ড. বরেন চক্রবর্তী (ভ্রমণকাহিনি)
৯. অধ্যাপক আলী আসগর (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশক্ষেত্র)
১০. আখতার হুসেন (শিশুসাহিত্য)

২০১২

১. কবি সানাউল হক খান (কবিতা)
২. কবি আবিদ আনোয়ার (কবিতা)
৩. অধ্যাপক হরিশংকর জলদাস (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিরাজুল হক (গবেষণা)
৬. ড. ফকরুল আলম (অনুবাদ)
৭. মাহবুব আলম (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. তপন চক্রবর্তী (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. মাহবুব তালুকদার (শিশুসাহিত্য)

২০১৩

১. কবি হেলাল হাফিজ (কবিতা)
২. শ্রীমতী পূরবী বসু (কথাসাহিত্য)
৩. মফিদুল হক (প্রবন্ধ)
৪. জামিল চৌধুরী (গবেষণা)
৫. প্রভাংশু ত্রিপুরা (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক কায়সার হক (অনুবাদ)
৭. হারুন হাবীব (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. কাইজার চৌধুরী (শিশুসাহিত্য)
১০. আসলাম সানী (শিশুসাহিত্য)
১১. মাহফুজুর রহমান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)

২০১৪

১. কবি শিহাব সরকার (কবিতা)
২. জাকির তালুকদার (কথাসাহিত্য)
৩. অধ্যাপক শান্তনু কায়সার (প্রবন্ধ)
৪. অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল (গবেষণা)
৫. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৬. মঈনুস সুলতান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)
৭. খালেক বিন জয়েন উদদীন (শিশুসাহিত্য)

২০১৫

১. আলতাফ হোসেন (কবিতা)
২. শাহীন আখতার (কথাসাহিত্য)
৩. আবুল মোমেন (প্রবন্ধ)
৪. আতিউর রহমান (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক আবদুস সেলিম (অনুবাদ)
৭. তাজুল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. ফারুক চৌধুরী (স্মৃতিকথা/আত্মজীবনী/ভ্রমণ)
৯. মাসুম রেজা (নাটক)
১০. শরীফ খান (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
১১. সুজন বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)

২০১৬

১. আবু হাসান শাহরিয়ার (কবিতা)
২. শাহাদুজ্জামান (কথাসাহিত্য)
৩. মোরশেদ শফিউল হাসান (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৪. ড. নিয়াজ জামান (অনুবাদ)
৫. ডা. এম এ হাসান (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৬. নূরজাহান বোস (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা)
৭. রাশেদ রউফ (শিশুসাহিত্য)

২০১৭

১. মোহাম্মদ সাদিক (কবিতা)
২. কবি মারুফুল ইসলাম (কবিতা)
৩. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (শিশুসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক ডা. মামুন হুসাইন (কথাসাহিত্য)
৫. অধ্যাপক মাহবুবুল হক (প্রবন্ধ)
৬. অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান (গবেষণা)
৭. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (অনুবাদ)
৮. মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৯. সুরমা জাহিদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
১০. শাকুর মজিদ (ভ্রমণকাহিনি)
১১. অধ্যাপক মলয় ভৌমিক (নাটক)
১২. মোস্তাক আহমেদ (কল্পবিজ্ঞান)

২০১৮

১. কবি কাজী রোজী (কবিতা)
২. ডা. মোহিত কামাল (কথাসাহিত্য)
৩. অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (গবেষণা)
৪. অধ্যাপক আফসান চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা)

২০১৯

১. কবি মাকিদ হায়দার (কবিতা)
২. ওয়াসি আহমেদ (কথাসাহিত্য)
৩. অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার (প্রবন্ধ/গবেষণা)
৪. খায়রুল আলম সবুজ (অনুবাদ)
৫. অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী (নাটক)
৬. রহীম শাহ (শিশুসাহিত্য)
৭. মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম
৮. নাদিরা মজুমদার (বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান)
৯. ফারুক মঈনউদ্দীন (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি)
১০. সাইমন জাকারিয়া (ফোকলোর)

২০২০

১. মুহাম্মদ সামাদ (কবিতা)
২. ইমতিয়ার শামীম (কথাসাহিত্য)
৩. বেগম আকতার কামাল (প্রবন্ধ/গবেষণা)
৪. সুরেশরঞ্জন বসাক (অনুবাদ)
৫. রবিউল আলম (নাটক)
৬. আনজীর লিটন (শিশুসাহিত্য)
৭. সাহিদা বেগম (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা)
৮. অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান)
৯. ফেরদৌসী মজুমদার (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি)
১০. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান (ফোকলোর)

২০২১

১. আসাদ মান্নান (কবিতা)
২. বিমল গুহ (কবিতা)
৩. ঝর্না রহমান (কথাসাহিত্য)
৪. বিশ্বজিৎ চৌধুরী (কথাসাহিত্য)
৫. হোসেনউদ্দীন হোসেন (প্রবন্ধ/গবেষণা)
৬. আমিনুর রহমান (অনুবাদ)
৭. রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী (অনুবাদ)
৮. সাধনা আহমেদ (নাটক)
৯. রফিকুর রশীদ (শিশুসাহিত্য)
১০. পান্না কায়সার (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা)
১১. হারুন-অর-রশিদ (বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা)
১২. শুভাগত চৌধুরী (বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান)
১৩. সুফিয়া খাতুন (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি)
১৪. হায়দার আকবর খান রনো (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি)
১৫. আমিনুর রহমান সুলতান (ফোকলোর)

২০২২

১. ফারুক মাহমুদ (কবিতা)
২. তারিক সুজাত (কবিতা)
৩. তাপস মজুমদার (কথাসাহিত্য)
৪. পারভেজ হোসেন (কথাসাহিত্য)
৫. ড. এ. এম. মাসুদুজ্জামান (প্রবন্ধ/গবেষণা)
৬. আলম খোরশেদ (অনুবাদ)
৭. মিলন কান্তি দে (নাটক)
৮. ফরিদ আহমদ দুলাল
৯. ধ্রুব এষ (শিশুসাহিত্য)
১০. মুহাম্মদ শামসুল হক (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা)
১১. সুভাষ সিংহ রায় (বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা)

বাংলা একাডেমির সভাপতি, মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দের নাম এবং টেলিফোন নম্বর

কর্মকর্তার নাম	পদবি	টেলিফোন	মোবাইল
সেলিনা হোসেন	সভাপতি	৫৮৬১১২৪৬	০১৭১৫২৫৯৯৯৯
মুহম্মদ নূরুল হুদা	মহাপরিচালক	৫৮৬১১২১৪	০১৭১১৫৪৫১৭৩
		৫৮৬১১২১৫	০১৯৭৭৫৪৫১৭৩
ড. মোঃ হাসান কবীর	সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৮৬১১২১৬	০১৫৫২৪৬৪১২৭
মোঃ মোবারক হোসেন	পরিচালক	০২২২৩৩৬০৯৩৩	০১৩১৬৩১৭৮৩৮
ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম	পরিচালক	৫৮৬১১২৩৬	০১৮১৭১১৪৩৩৫
সমীর কুমার সরকার	পরিচালক	৫৮৬১১১০৭	০১৭১২১৮৪৮০৬
জি. এম. মিজানুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৪০	০১৮২৮০৭৫৫৩০
ড. সরকার আমিন	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২২২৩৩৬৬৪৮০	০১৭১৬৪২৬৫৯৫
ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৪৭	০১৭১৫০২৯৭৩৮
ড. আমিনুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)		০১৭৩১৭২৯৫০১
ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ	সিনিয়র প্রশিক্ষক	০২২২৩৩৬৭৪০৭	০১৭১২৯৪৭৭৭২
ড. তপন কুমার বাগচী	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৮০	০১৯৭১০৬৭৯০৯
মোঃ মোস্তফা কামাল	উপপরিচালক	৫৮৬৯৩২০৭	০১৭১১৩২৫২৮৩
মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৮১	০১৭১২০২৩১৭৫
মোঃ মনিরুজ্জামান	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৩	০১৯১৬৮১৮৮০০
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ	উপপরিচালক		০১৮১৯১৩৬৯৯৬
ফারহানা খানম	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৮২	০১৫৫২৩৫৯৭৫৮
সায়েরা হাবীব	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৪	০১৭১৫০২৮২২৩
ড. এ. কে. এম. কুতুবউদ্দিন	উপপরিচালক		০১৫৫২৪৫২৫৫২
কাজী রুমানা আহমেদ সোমা	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৮	০১৫৫২৩১৬৫৩৬
ড. সাহেদ মস্তাজ	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৩৯	০১৫৫২৪২৮৫৯৫
রোকসানা পারভীন স্মৃতি	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৫	০১৭৬০৫২৭৭৮৯
নার্গিস সানজিদা সুলতানা	উপপরিচালক		০১৯১২৯৫৭১৩৪
ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৬	০১৮৩০২০৩৩২২
মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক	উপপরিচালক		০১৬৭৩৬৩৭৫১৫
মোসাম্মৎ শামীমা আক্তার	উপপরিচালক		০১৭২৬০৫৯৩৭৩
মোছাঃ নাজমা আহমেদ	উপপরিচালক		০১৭২৩৪৩২৯৩৫
ইমরুল ইউসুফ	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৩৭	০১৭১১১১২৬৫৬
মোহাম্মদ আকবর হোসেন	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৮	০১৭২৪৫৯০৪৯২

২০২২-২০২৩ অর্থবছর : পদোন্নতি ও নিয়োগ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে কোনো পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি।
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে কোনো নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

বাংলা একাডেমির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অবসরউত্তর ছুটি ভোগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

কর্মকর্তা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদনাম	অবসর গ্রহণের তারিখ
১.	জনাব মোঃ মোস্তফা রেজাউল করিম	প্রকাশন অফিসার	০৯-০৭-২০২২
২.	সৈয়দ মাহবুব হাসান	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-১০-২০২২
৩.	জনাব নূরুন্নাহার খানম	পরিচালক	৩১-১২-২০২২
৪.	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	১৭-০১-২০২৩
৫.	জনাব আব্দুল্যাহ্-আল ফারুক	উপপরিচালক	২৯-০১-২০২৩
৬.	জনাব জাকির হোসেন শিকদার	সহকারী সম্পাদক	২৫-০৩-২০২৩ (মৃত্যু জনিত)
৭.	জনাব এ টি এম শাহেদ কামাল	গবেষণা অফিসার	০৭-০৫-২০২৩
৮.	জনাব মোঃ সোলায়মান	প্রকাশন অফিসার	৩১-০৫-২০২৩

কর্মচারী

ক্রমিক	কর্মচারীর নাম	পদনাম	অবসর গ্রহণের তারিখ
১.	জনাব শ্যামল কুমার পোদ্দার	জুনিয়র কম্পোজিটর	০৮-১০-২০২২
২.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	প্রকাশন সহকারী	৩০-১২-২০২২
৩.	জনাব মোঃ বেলাল মিয়া	জুনিয়র কম্পোজিটর	৩১-১২-২০২২
৪.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	অফিস সহায়ক	৩১-১২-২০২২
৫.	জনাব মোঃ ইকরাম হোসেন	প্রবীণ মেশিনম্যান	০৮-০২-২০২৩ (মৃত্যু জনিত)
৬.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	প্রবীণ কম্পোজিটর	৩০-০৩-২০২৩
৭.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	কম্পোজিটর	১৮-০৫-২০২৩
৮.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সুদক্ষ মনোকাস্টার	১৩-০৬-২০২৩
৯.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	জুনিয়র কম্পোজিটর	৩০-০৬-২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকাশন সহকারী (চলতি দায়িত্ব)	গোপালগঞ্জ	০১.০৭.২০২২ থেকে ০৪.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
২.	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	চুয়াডাঙ্গা	০১.০৭.২০২২ থেকে ০৪.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
৩.	জনাব মোঃ ইরাদুল হক সরকার উচ্চমান সহকারী	চুয়াডাঙ্গা	০১.০৭.২০২২ থেকে ০৪.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
৪.	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	গোপালগঞ্জ	০১.০৭.২০২২ থেকে ০৪.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
৫.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ
৬.	এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব	গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ও চুয়াডঙ্গা ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৭.	ড. মোঃ হাসান কবীর পরিচালক	চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
৮.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা	০২.০৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ও চুয়াডঙ্গা ভ্রমণ।
৯.	ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন উপপরিচালক	গোপালগঞ্জ	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
১০.	ড. তপন কুমার বাগচী উপপরিচালক	গোপালগঞ্জ	০২.০৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
১১.	ড. সাহেদ মন্তাজ উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
১২.	ড. মোঃ শরিফুর রহমান সিনিয়র প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব)	চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
১৩.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১৪.	ড. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক সহপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	গোপালগঞ্জ	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
১৫.	কাজী জাহিদুল হক সহকারী সম্পাদক (চলতি দায়িত্ব)	চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
১৬.	জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সংগ্রাহক-প্রদর্শক (চুক্তিভিত্তিক)	গোপালগঞ্জ	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
১৭.	জনাব অসীম কুমার মন্ডল নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
১৮.	জনাব সঞ্জীব কুমার অফিস সহায়ক	চুয়াডাঙ্গা	০২.৭.২০২২ থেকে ০৩.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা ভ্রমণ।
১৯.	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	কক্সবাজার	১৩.৭.২০২২ থেকে ১৬.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য কক্সবাজর ভ্রমণ।
২০.	জনাব আব্দুল করিম অফিস সহায়ক	কক্সবাজার	১৩.৭.২০২২ থেকে ১৬.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন কক্সবাজর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা সাহিত্যমেলায় বাংলা একাডেমির প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
২১.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশ গ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২২.	এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৩.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৪.	ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম উপপরিচালক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৫.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৬.	ড. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক সহপরিচালক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৭.	জনাব মোহাম্মদ হায়দার হোসেন পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৮.	কাজী মোঃ জাহিদুল হক পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
২৯.	মীর তারিকুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশ গ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৩০.	জনাব সঞ্জীব কুমার পাঠকক্ষ সহকারী	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
৩১.	জনাব বুলবুল আহমেদ নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	কক্সবাজার	১৪.০৭.২০২২ থেকে ১৫.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
৩২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	নীলফামারী	২৭.০৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৩.	জনাব এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৪.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৫.	ড. তপন কুমার বাগচী উপপরিচালক	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৬.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৭.	ড. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক সহপরিচালক	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৩৮.	জনাব মোঃ ইরাদুল হক সরকার উচ্চমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	নীলফামারী	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৩৯.	জনাব মোঃ মহিবুর রহমান উচ্চমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	নীলফামার	২৭.৭.২০২২ থেকে ৩০.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন নীলফামারী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী ভ্রমণ।
৪০.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	২৯.০৮.২০২২ থেকে ৩০.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) দিন চিরন্তন বঙ্গবন্ধু বাংলার দূত শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
৪১.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	০৪.০৯.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন নাট্যধার, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত দৈনিক আজাদীর ৬৩তম বর্ষে পদার্পণ ও সম্পাদক এম এ মালেকের একুশে পদকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে 'এম এ মালেক সম্মাননা গ্রন্থ,-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য চট্রগ্রাম ভ্রমণ।
৪২.	ড. মোঃ আমিনুর রহমান পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	ফেনী	২৬.৯.২০২২ থেকে ২৮.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন ফেনী জেলা প্রশাসকের আয়োজনে জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফেনী ভ্রমণ।
৪৩.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক	ফেনী	২৬.৯.২০২২ থেকে ২৮.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন ফেনী জেলা প্রশাসকের আয়োজনে জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফেনী ভ্রমণ।
৪৪.	শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উৎপাদন অফিসার	ফেনী	২৬.৯.২০২২ থেকে ২৮.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন ফেনী জেলা প্রশাসকের আয়োজনে জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফেনী ভ্রমণ।
৪৫.	জনাব মুহাম্মদ আলী উচ্চমান সহকারী	ফেনী	২৬.৯.২০২২ থেকে ২৯.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন ফেনী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফেনী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৪৬.	জানাব মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	ফেনী	২৬.৯.২০২২ থেকে ২৯.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন ফেনী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফেনী ভ্রমণ।
৪৭.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	০১.১০.২০২২ তারিখ থেকে ০২.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) দিন রোটারি সাগরিকা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ।
৪৮.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	৭.১০.২০২২ থেকে ০৯.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন দরিয়ানগর আন্তর্জাতিক কবিতা মেলা বাস্তবায়ন কমিটি ২০২২-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা, স্থান ও অনুষ্ঠানমালা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
৪৯.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	টাঙ্গাইল	১৪.১০.২০২২ তারিখ ১ (এক) দিন কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য টাঙ্গাইল ভ্রমণ।
৫০.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	জামালপুর	১৯.১০.২০২২ থেকে ২০.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন জামালপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য জামালপুর ভ্রমণ।
৫১.	ড. এ. কে. এম. কুতুব উদ্দিন উপপরিচালক	ঝিনাইদহ	১৯.১০.২০২২ থেকে ২০.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ঝিনাইদহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ ভ্রমণ।
৫২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	রাজশাহী	২১.১০.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন কবিকুঞ্জ রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত জীবনানন্দ কবিতামেলা ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৫৩.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	শেরপুর	২১.১০.২০২২ থেকে ২২.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন শেরপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য শেরপুর ভ্রমণ।
৫৪.	জনাব ফারহানা খানম সহযোগী সম্পাদক	মাগুরা	২১.১০.২০২২ থেকে ২২.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন মাগুরা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মাগুরা ভ্রমণ।
৫৫.	ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম উপপরিচালক	মেহেরপুর	২৩.১০.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন মেহেরপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মেহেরপুর ভ্রমণ।
৫৬.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	বরিশাল	২৪.১০.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন জাতীয় কবিতা পরিষদ, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত জীবনানন্দ মেলা ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য বরিশাল ভ্রমণ।
৫৭.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কুড়িগ্রাম	২৪.১০.২০২২ থেকে ২৫.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কুড়িগ্রাম জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কুড়িগ্রাম ভ্রমণ।
৫৮.	এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব	কুড়িগ্রাম	২৪.১০.২০২২ থেকে ২৫.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কুড়িগ্রাম জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কুড়িগ্রাম ভ্রমণ।
৫৯.	ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন উপপরিচালক	নড়াইল	২৫.১০.২০২২ থেকে ২৬.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নড়াইল জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নড়াইল ভ্রমণ।
৬০.	জনাব সমীর কুমার সরকার পরিচালক	দিনাজপুর	২৬.১০.২০২২ থেকে ২৭.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন দিনাজপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য দিনাজপুর ভ্রমণ।
৬১.	কাজী রুমানা আহমেদ সোমা উপপরিচালক	হবিগঞ্জ	২৬.১০.২০২২ থেকে ২৭.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন হবিগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য হবিগঞ্জ ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৬২.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক উপপরিচালক	দিনাজপুর	২৭.১০.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন দিনাজপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য দিনাজপুর ভ্রমণ।
৬৩.	জনাব মোঃ আব্দুল্যাহ-আল ফারুক উপপরিচালক	লালমনিরহাট	২৯.১০.২০২২ থেকে ৩০.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন লালমনিরহাট জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য লালমনিরহাট ভ্রমণ।
৬৪.	ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম পরিচালক	পটুয়াখালী	৩০.১০.২০২২ থেকে ৩১.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পটুয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পটুয়াখালী ভ্রমণ।
৬৫.	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	বরগুনা	০১.১১.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন বরগুনা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য বরগুনা ভ্রমণ।
৬৬.	জনাব ইমরুল ইউসুফ উপপরিচালক	নড়াইল	০১.১১.২০২২ থেকে ০২.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নড়াইল জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নড়াইল ভ্রমণ।
৬৭.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	যশোর	৪.১১.২০২২ থেকে ০৫.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন রোটারী ক্লাব অব যশোর সেন্ট্রাল কর্তৃক আয়োজিত যশোরস্থ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ২১তম অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য যশোর ভ্রমণ।
৬৮.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক	মৌলভীবাজার	০৮.১১.২০২২ থেকে ০৯.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন মৌলভীবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মৌলভীবাজার ভ্রমণ।
৬৯.	ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন উপপরিচালক	মৌলভীবাজার	০৮.১১.২০২২ থেকে ০৯.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন মৌলভীবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মৌলভীবাজার ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৭০.	ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম পরিচালক	পঞ্চগড়	০৯.১১.২০২২ থেকে ১০.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পঞ্চগড় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পঞ্চগড় ভ্রমণ।
৭১.	জনাব মোঃ আবিদ করিম সহকারী সম্পাদক	পঞ্চগড়	০৯.১১.২০২২ থেকে ১০.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পঞ্চগড় জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পঞ্চগড় ভ্রমণ।
৭২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৩.	এ. এইচ. এম. লোকমান সচিব	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৪.	ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম পরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৫.	জনাব মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ উপপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৬.	ড. সাহেদ মন্তাজ উপপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৭৭.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৮.	এস. এম. জাহাঙ্গীর কবীর সহপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৭৯.	ড. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক সহপরিচালক	রাজবাড়ী	১২.১১.২০২২ থেকে ১৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন মীর মশাররফ হোসেন-এর ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৮০.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	পটুয়াখালী	১৬.১১.২০২২ থেকে ১৭.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পটুয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পটুয়াখালী ভ্রমণ।
৮১.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	পটুয়াখালী	১৬.১১.২০২২ থেকে ১৭.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পটুয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পটুয়াখালী ভ্রমণ।
৮২.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক	পটুয়াখালী	১৬.১১.২০২২ থেকে ১৭.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পটুয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পটুয়াখালী ভ্রমণ।
৮৩.	জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন উপপরিচালক	পটুয়াখালী	১৬.১১.২০২২ থেকে ১৭.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পটুয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য পটুয়াখালী ভ্রমণ।
৮৪.	ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম উপপরিচালক	নোয়াখালী	১৭.১১.২০২২ থেকে ১৮.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নোয়াখালী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নোয়াখালী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৮৫.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	সিলেট	২২.১১.২০২২ থেকে ২৩.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন সিলেট জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য সিলেট ভ্রমণ।
৮৬.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	রাঙ্গামাটি	২২.১১.২০২২ থেকে ২৩.১১.২০২২ ০২ (দুই) দিন রাঙ্গামাটি জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাঙ্গামাটি ভ্রমণ।
৮৭.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কিশোরগঞ্জ	২৩.১১.২০২২ থেকে ২৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কিশোরগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২-এ অংশগ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ ভ্রমণ।
৮৮.	এ. এই. এম. লোকমান সচিব	কিশোরগঞ্জ	২৩.১১.২০২২ থেকে ২৪.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কিশোরগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২-এ অংশগ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ ভ্রমণ।
৮৯.	ড. সাহেদ মন্তাজ উপপরিচালক	কুমিল্লা	২৩.১১.২০২২ থেকে ২৪.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কুমিল্লা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কুমিল্লা ভ্রমণ।
৯০.	শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উৎপাদন অফিসার	কুমিল্লা	২৩.১১.২০২২ থেকে ২৪.১১.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কুমিল্লা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কুমিল্লা ভ্রমণ।
৯১.	জনাব এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	মুন্সীগঞ্জ	৬.১২.২০২২ থেকে ৭.১২.২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দি মুন্সীগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মুন্সীগঞ্জ ভ্রমণ।
৯২.	জনাব আসাদ আহমেদ প্রোগ্রাম অফিসার	নারায়ণগঞ্জ	১৭.১২.২০২২ থেকে ১৮.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নারায়ণগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভ্রমণ।
৯৩.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	১৯.১২.২০২২ থেকে ২০.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অশোক বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠানে স্মারক বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
৯৪.	জনাব নূরুন্নাহার খানম পরিচালক	নওগাঁ	২০.১২.২০২২ থেকে ২১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নওগাঁ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নওগাঁ ভ্রমণ।
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ নোমান ক্রয়-বিক্রয় ও ভান্ডার অফিসার (চুক্তিভিত্তিক)	গাজীপুর	২০.১২.২০২২ থেকে ২১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন গাজীপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গাজীপুর ভ্রমণ।
৯৬.	জনাব মনি হায়দার পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	যশোর	২১.১২.২০২২ থেকে ২২.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন যশোর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য যশোর ভ্রমণ।
৯৭.	ড. এ. কে. এম. কুতুবউদ্দিন উপপরিচালক	রাজবাড়ী	২৩.১২.২০২২ থেকে ২৪.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন রাজবাড়ী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজবাড়ী ভ্রমণ।
৯৮.	জনাব মোঃ আবদুল মতিন ভূঁইয়া অফিসার (চুক্তিভিত্তিক)	খুলনা	২৬.১২.২০২২ থেকে ২৭.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন খুলনা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য খুলনা ভ্রমণ।
৯৯.	এ কে এম মমিনুল ইসলাম পাণ্ডুলিপি সম্পাদক (চুক্তিভিত্তিক)	ফরিদপুর	২৭.১২.২০২২ থেকে ২৮.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ফরিদপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ফরিদপুর ভ্রমণ।
১০০.	জনাব ইমরুল ইউসুফ উপপরিচালক	নরসিংদী	২৮.১২.২০২২ তারিখ ০১ (এক) দিন নরসিংদী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নরসিংদী ভ্রমণ।
১০১.	ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম উপপরিচালক	খাগড়াছড়ি	২৮.১২.২০২২ থেকে ২৯.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন খাগড়াছড়ি জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ি ভ্রমণ।
১০২.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	মানিকগঞ্জ	৩০.১২.২০২২ থেকে ৩১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন পর্যন্ত মানিকগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মানিকগঞ্জ ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১০৩.	জনাব আবু শামস্ নূর মোহাম্মদ পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	নেত্রকোনা	৩০.১২.২০২২ থেকে ৩১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন নেত্রকোনা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নেত্রকোনা ভ্রমণ।
১০৪.	জনাব আসাদ আহমেদ প্রোগ্রাম অফিসার	মানিকগঞ্জ	৩০.১২.২০২২ থেকে ৩১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন মানিকগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মানিকগঞ্জ ভ্রমণ।
১০৫.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	৩০.১২.২০২২ থেকে ১.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন দরিয়ানগর আন্তর্জাতিক কবিতা মেলা ২০২২-এর অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
১০৬.	জনাব ইমরুল ইউসুফ উপপরিচালক	সাতক্ষীরা	১১.০১.২০২৩ থেকে ১২.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন সাতক্ষীরা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য সাতক্ষীরা ভ্রমণ।
১০৭.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	শরীয়তপুর	১২.১.২০২৩ থেকে ১৩.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন শরীয়তপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য শরীয়তপুর ভ্রমণ।
১০৮.	জনাব আসাদ আহমেদ প্রোগ্রাম অফিসার	রাজশাহী	১২.০১.২০২৩ থেকে ১৪.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন রাজশাহী জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১০৯.	ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম উপপরিচালক	কুষ্টিয়া	১৩.০১.২০২৩ থেকে ১৪.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন কুষ্টিয়া জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া ভ্রমণ।
১১০.	ড. এ. কে. এম. কুতুব উদ্দিন উপপরিচালক	সুনামগঞ্জ	১৮.১.২০২৩ থেকে ১৯.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন সুনামগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য সুনামগঞ্জ ভ্রমণ।
১১১.	এ কে এম মমিনুল ইসলাম পাণ্ডুলিপি সম্পাদক (চুক্তিভিত্তিক)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২১.১.২০২৩ থেকে ২২.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১১২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৩.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৪.	ড. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক সহপরিচালক	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৫.	জনাব মোহাম্মদ হায়দার হোসেন পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৬.	শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উৎপাদন অফিসার	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৭.	জনাব মোহাম্মদ অলিউল্লাহ খান উচ্চমান সহকারী	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৮.	জনাব সঞ্জিব কুমার পাঠকক্ষ সহকারী	ময়মনসিংহ	২৭.১.২০২৩ থেকে ২৮.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১১৯.	ড. তপন কুমার বাগচী উপপরিচালক	মাদারীপুর	২৯.১.২০২৩ থেকে ৩০.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন মাদারীপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য মাদারীপুর ভ্রমণ।
১২০.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	চট্টগ্রাম	০৫.২.২০২৩ থেকে ০৬.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১২১.	এ. এইচ. এম লোকমান সচিব	টাঙ্গাইল	০৬.২.২০২৩ থেকে ০৭.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন টাঙ্গাইল জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য টাঙ্গাইল ভ্রমণ।
১২২.	জনাব রাজীব কুমার সাহা অফিসার সমপর্যায়ের (চুক্তিভিত্তিক)	টাঙ্গাইল	০৬.২.২০২৩ থেকে ০৭.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন টাঙ্গাইল জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য টাঙ্গাইল ভ্রমণ।
১২৩.	ড. মোঃ আমিনুর রহমান পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	চাঁদপুর	১১.২.২০২৩ থেকে ১২.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন চাঁদপুর জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য চাঁদপুর ভ্রমণ।
১২৪.	জনাব ইমরুল ইউসুফ উপপরিচালক	বান্দরবান	১৬.২.২০২৩ থেকে ১৭.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন বান্দরবান জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য বান্দরবান ভ্রমণ।
১২৫.	ড. সরকার আমিন পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	ভোলা	১৯.২.২০২৩ থেকে ২০.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ভোলা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ভোলা ভ্রমণ।
১২৬.	কাজী মোঃ জাহিদুল হক পাণ্ডুলিপি সম্পাদক	ভোলা	১৯.২.২০২৩ থেকে ২০.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ভোলা জেলা সাহিত্যমেলায় অংশগ্রহণের জন্য ভোলা ভ্রমণ।
১২৭.	জনাব মো. আনিচুর রহমান উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী	০৭.৩.২০২৩ থেকে ২৬.৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এনভয়রনমেন্টাল সায়েন্স ও লিনার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১২৮.	জনাব মোঃ ইবাদুল হক উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী	০৭.৩.২০২৩ থেকে ২৬.৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এনভয়রনমেন্টাল সায়েন্স ও লিনার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১২৯.	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	রাজশাহী	০৭.৩.২০২৩ থেকে ২৬.৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এনভয়রনমেন্টাল সায়েন্স ও লিনার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১৩০.	জনাব শাহ আলম অফিস সহায়ক	রাজশাহী	০৭.৩.২০২৩ থেকে ২৬.৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এনভয়রনমেন্টাল সায়েন্স ও লিনার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১৩১.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	মেহেরপুর	০৯.০৬.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন ১২৪তম নজরুল জন্মতিথি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেহেরপুর ভ্রমণ।
১৩২.	জনাব মোঃ মেজবাহুল মন্ডল পলাশ নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	গাইবান্ধা	০৯.৩.২০২৩ থেকে ১২.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন গাইবান্ধা জেলার বিমল সরকার সাহিত্য সম্ভার ও পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত গ্লোবাল ভিলেজ বইমেলায় ২০২৩-এ অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।
১৩৩.	জনাব রাসেল মনোকাস্টার	গাইবান্ধা	০৯.৩.২০২৩ থেকে ১২.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন গাইবান্ধা জেলার বিমল সরকার সাহিত্য সম্ভার ও পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত গ্লোবাল ভিলেজ বইমেলায় ২০২৩-এ অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।
১৩৪.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	গাইবান্ধা ও নেত্রকোণা	১০.০৩.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন গ্লোবাল ভিলেজ বইমেলা ২০২৩-এ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা এবং ১২.০৩.২০২৩ তারিখ নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে উকিল মুন্সী মেলায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য নেত্রকোনা ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১৩৫.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	২০.৩.২০২৩ থেকে ২১.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন ত্রিলোক আয়োজিত আবৃত্তি ও সংগীতের মেলবন্ধন ময়ূরাক্ষী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে অংশগহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।
১৩৬.	জনাব মো. আনিচুর রহমান উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী	৬.৩.২০২৩ থেকে ১৬.৩.২০২৩ পর্যন্ত ১১ (এগার) দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও লিনার্ক এর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী বইমেলা অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১৩৭.	জনাব শাহ আলম অফিস সহায়ক	রাজশাহী	৬.৩.২০২৩ থেকে ১৬.৩.২০২৩ পর্যন্ত ১১ (এগার) দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও লিনার্ক এর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী বইমেলা অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ভ্রমণ।
১৩৮.	জনাব মোঃ মেজবাহুল মন্ডল পলাশ নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	গাইবান্ধা	৮.৩.২০২৩ থেকে ১৩.৩.২০২৩ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিন গ্লোবাল ভিলেজ আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।
১৩৯.	জনাব রাসেল মনোকাস্টার	গাইবান্ধা	৮.৩.২০২৩ থেকে ১৩.৩.২০২৩ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিন **গ্লোবাল** ভিলেজ আয়োজিত বইমেলায় ২০২৩-এ অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।।
১৪০.	জনাব মোঃ ইবাদুল হক উচ্চমান সহকারী	গাইবান্ধা	১৫.৩.২০২৩ থেকে ২৭.৩.২০২৩ পর্যন্ত ১৩ (তেরো) দিন গ্লোবাল ভিলেজ আয়োজিত বইমেলা, গাইবান্ধা অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।
১৪১.	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম নিম্নমান সহকারী মুদ্রাক্ষরিক	গাইবান্ধা	১৫.৩.২০২৩ থেকে ২৭.৩.২০২৩ পর্যন্ত ১৩ (তেরো) দিন **গ্লোবাল** ভিলেজ আয়োজিত বইমেলা, গাইবান্ধা অংশগ্রহণের জন্য গাইবান্ধা ভ্রমণ।
১৪২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কক্সবাজার	২০.৪.২০২৩ থেকে ২৪.৪.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলায় ও পরবর্তী মেলার কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্নের জন্য আলোচনা ও বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণ।

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১৪৩.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	লক্ষ্মীপুর	২৫.০৪.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন লক্ষ্মীপুর জেলা সাহিত্য সংসদের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সাহিত্য সম্মেলন ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য লক্ষ্মীপুর ভ্রমণ।
১৪৪.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	টাঙ্গাইল	২৮.০৪.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন বিভাগীয় সাহিত্যমেলার আয়োজন এবং জেলা সাহিত্যমেলার অর্জন বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের সাথে আলোচনার জন্য টাঙ্গাইল ভ্রমণ।
১৪৫.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	গোপালগঞ্জ	১৬.০৫.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন 'সত্য ও শান্তি কেন্দ্র' জলিরপাড়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নকে স্মরণ, তাঁর জীবন ও দর্শন নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গোপালগঞ্জ ভ্রমণ।
১৪৬.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	রংপুর	১৪.০৬.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন রংপুর বিভাগীয় সাহিত্যমেলা ২০২৩-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য রংপুর ভ্রমণ।
১৪৭.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	ময়মনসিংহ	১৭.০৬.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাহিত্যমেলা ২০২৩-এ প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ ভ্রমণ।
১৪৮.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	বরিশাল	১৯.০৬.২০২৩ তারিখ ০১ (এক) দিন বরিশাল বিভাগীয় সাহিত্যমেলা ২০২৩-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা এবং প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য বরিশাল ভ্রমণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	দেশ	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	কলকাতা ভারত	০৮.১১.২০২২ থেকে ১১.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন কোলকাতায় আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ ও লেখকদের শান্তি সম্মেলন ২০২২ ও ইসিসার পিস অ্যাওয়ার্ড পদক ২০২২ গ্রহণ
২.	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক	মরক্কো	২৮.১১.২০২২ থেকে ০৩.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিন 17th Session of the Intergovernmental Committee for the UNESCO 2003 Convention-এ অংশগ্রহণ

বাংলা একাডেমি
বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক

ইমরুল ইউসুফ, উপপরিচালক, পরিষদ উপবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মো. মনিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক মুদ্রিত।